ক্লাইব চরিত।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী কর্তৃক

প্রণীত ও প্রকাশিত।
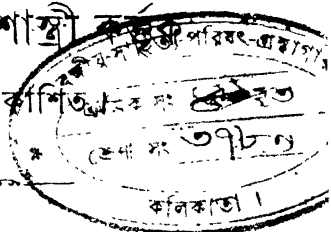
He thought art and policy warrantable in defeating
the purposes of such a villain, and that his
Lordship himself formed the plan of the
fictitious treaty to which the Committee
consented * * * he thinks it
warrantable in such a case,
and would do it again a
hundred times

Evidence of LORD CLIVE.

কলিকাতা

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

১৩১৪।

 মূল্য ।০ আনা।

অর্পণ পত্র।

—০—

জন্মভূমি হইতে দূরতর প্রদেশে অবস্থানকালেও

যাহারা আমার চিন্তার বিষয়,

যাহারা আমাদিগের আশা, ভরসা ও গৌরব,

শ্রীভগবান, যাহাদিগের হস্তে অলৌকিক

কার্য্য সম্পন্ন করাইয়া, জগৎকে মুগ্ধ করিবেন,

সেই দেববল সম্পন্ন

আমার স্বদেশবাসী যুবকবৃন্দের হীরক হস্তে

এই গ্রন্থ

অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

প্রস্তাবনা।

স্বরূপ কথন যদি স্তুতি হয়, তাহা হইলে ক্লাইবকে, জালিয়াৎ ক্লাইব বলিলে কিছুমাত্র দোষাবহ হইতে পারে না। আর এক কথা, ইতিহাস যখন ইংলণ্ডের অধিশ্বর হেরল্ডকে Illegitimate বলিতে কুণ্ঠিত হয় না, তখন ক্লাইবকে জালিয়াৎ বলিতে সঙ্কুচিত হইবার কারণ কি? জাল না করিলে বোধহয় সিরাজের পতন হইত না—পলাশীর যুদ্ধ হইত না—ইংরেজের ভাগ্যোদয় হইত না। ক্লাইব নিজেই বলিয়াছেন—"সময় উপস্থিত হইলে আমি শতবারও জাল করিতে প্রস্তুত আছি।" তাই আমরাও বলি অন্য বিশেষণ অপেক্ষা ক্লাইবের জালিয়াৎ বিশেষণই ঠিক, ইহা দোষের হইলেও ক্লাইবের পক্ষে গুণের আকর হইয়াছে!

বিপ্লবের অভিনেতা ওয়াটস্, ল প্রভৃতির গ্রন্থের যথেষ্ট সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি। মিঃ এস, সি, হিলের সংগ্রহেরও সহায়তা পাইয়াছি। এজন্য তাঁহাকে আমি ধন্যবাদ প্রদান করিতে বাধ্য। ইতি—

দক্ষিণেশ্বর
২০শে আশ্বিন, ১৩১৪,

শ্রীসত্যচরণ শর্ম্মা।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণ ২।২॥০ মাসের মধ্যে ফুরাইয়া গিয়াছে, এবারও নূতন কথা লিখিত হইয়াছে। ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ পরলোকগত ম্যাক ফারলেন সাহেবের মৃত্যুতে যেরূপ ব্যথিত হইয়াছি সেইরূপ আগ্রাগা সরকার বাহাদুর বহুভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনাথ দে মহাশয়কে সেই পদে নিযুক্ত করায় আমরা তথাকার পাঠকবর্গ বিশেষ উপকৃত হইয়াছি।

অর্দ্ধোদয়, ২৭শে মাঘ।
১৩১৪।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী।

ক্লাইব চরিত।

প্রথম পরিচ্ছেদ।
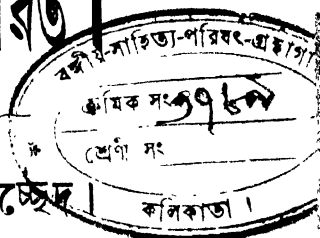
ইংরেজের ভারত অধিকার পৃথিবীর ইতিহাসে এক অদ্ভুত ব্যাপার। বাণিজ্য করিতে আসিয়া ধনসম্পৎসম্পন্ন সুবৃহৎ রাজ্য লাভ বড় সামান্য ভাগ্যের কথা নহে। এই অত্যুৎকৃষ্ট রাজ্য লাভের জন্য ইংরাজের বাহুবল বা বুদ্ধিবলের কিছুমাত্র প্রয়োজন হয় নাই। অদৃষ্টক্রমে এই বিশাল রাজ্য তাহাদের হস্তগত হইয়াছে, অথবা কয়েক জন নিমকহারামের আগ্রহে ইংরেজ এইশস্য শ্যামলা বিস্তীর্ণা বসুন্ধরা পদতলগত করিতে সমর্থ হইয়াছেন। দেড়শত বৎসর অতীত হইতে চলিল ইংরেজেরা পলাশীর প্রাঙ্গণে বাঙ্গলার, বাঙ্গলা কেন এই ভারতবর্ষ মহাদেশের বিধাতা পুরুষ হইয়াছেন। যে মহাপুরুষ এই রত্নভাণ্ডারের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন বর্ত্তমান কালে আমাদের ভূতপূর্ব্ব বিধাতা পুরুষ,—আমাদের পরমহিতৈষী লাট কর্জ্জন সাহেব,সে "আজন্ম সৈনিক" লাট ক্লাইবের ধাতুময়ী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। ক্লাইবের জীবনী আলোচনায় ভারতবাসী হিন্দু মুসলমানের কিছুমাত্র যে লাভ হইবে, সে বিশ্বাস আমাদের নাই। কিন্তু একটী বিষয় বিশেষ লক্ষ্য করিবার আছে

আমাদের জাতিগত সেই বিষয়ের অভাব বলিয়া আমরা অনেক সময় দুই চারি দিনের সুখ দুঃখ পূর্ণ পৃথিবীতে, অনেকের কাছে হেয়—ঘৃণিত ও ধিক্কৃত হই। কেহ কেহ পাপকার্য্য করিয়া সম্পদ্ সঞ্চয় করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বদেশের গৌরবের জন্য মিথ্যাও গ্রহণীয় একথা আমরা জানি না। সেই জন্য ক্লাইবের পাপলীলা-পরিপূর্ণ জীবনী অনালোচ্য হইলেও আলোচনার বিষয় হইয়াছে।

অনন্ত ধন-রত্নের চির আধার ভারতের নাম শ্রবণ করিয়া সে কালে ইয়ুরোপ হইতে অনেক শ্বেতচর্ম্মা এদেশে আগমন করে। তাহাদিগের মধ্যে ডচেরা আমাদের ধনে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়াছিল। ইয়ুরোপে তাহারা আমাদের পণ্যদ্রব্যের একচেটে ব্যবসা করিত। ইংরেজ ও ডচ্‌দের পরস্পর একবার ঝগড়া হয়। তাহার ফলে ডচেরা সব জিনিষের দর বাড়াইয়া দেয়। এই সকল দ্রব্যের মধ্যে পিঁপুলের দর চড়ায় ইংরেজদের বড় আঁতে লাগে। আঁতে না লাগিলে মানুষ মানুষ হয় না। ইংরেজ মানুষ হইয়া ভারতে আসিবার জন্য একটা সওদাগরি দল খোলে। সে অনেক দিনের কথা, তখন আমাদের দেশে মহারাজ প্রতাপাদিত্য, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বীর পুরুষগণ—মোগলদিগের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিয়া ঘোরতর বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন। সেই সময়ে (১৫৯৯) ইংরেজ আমাদের দেশে আসিবার জল্পনা কল্পনা করেন। ১৭৫৭ খৃঃ ইংরেজ এদেশে রাজ্য লাভ করেন। এই প্রায় দেড়শত বৎসর, ইংরেজেরা এদেশের লোকের সহিত অত্যন্ত আনুগত্য দেখাইত—আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিত—আহার ও ব্যবহার অনুকরণ করিত। সময় সময় হাড়ি বাগ্দি ক্যাওরা কন্যার প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া 'ফিরিঙ্গীরা

কৃতকৃতার্থ হইত। অপর পক্ষে নিজেদের জাতীয় ধন—সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য প্রাণ প্রদান করিতে পশ্চাৎপদ হইত না। অত্যন্ত দুর্গম বিপৎ-সঙ্কুল প্রদেশে গমন করিতেও অনুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। সামান্য ধনের জন্য সমধর্ম্মাবলম্বী অন্যান্য শ্বেতচর্ম্মার কুৎসা গ্লানি বা শোণিত দর্শন করিতেও অনুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত না। আমাদের দেশের লোকেরা, তখন এক সাদার দোষে সব সাদা একজাত বিবেচনা করিয়া, সাদা মাত্রের উপর যখন খড়্গ হস্ত হইতেন, তখন নির্দ্দোষ সাদা যেরূপ ভাবে নিজেকে দোষী সাদা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ জাতি প্রমাণ করিতেন; তাহা আমাদের কৃষ্ণকায়ের কাছে অনেক সময় প্রহেলিকা বলিয়া বোধ হইত *। দেড়শত বৎসরের অসাধারণ তপস্যা—অসাধারণ সাধনার পর নীচগামী লক্ষ্মী ইংরাজদিগের উপর সুপ্রসন্না হন।

ক্লাইব যে সময় রঙ্গক্ষেত্রে অভিনয় করেন, সে সময় ভারত-বর্ষে মুসলমান ক্ষমতা দিন দিন হ্রাস হইয়া আসিতেছিল—হিন্দু-শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসারিত হইতেছিল। বহুদিনের পর হিন্দুশক্তি বৃদ্ধি পাইলেও, তাহাতে সমগ্র হিন্দু সমাজের বিশেষ সহানুভূতি ছিল বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ মুসলমান রাজ্যের অধঃপতনে, সমগ্র মুসলমান সমাজ ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। যদি তাহা হইত তাহা হইলে কয়েক জনের ষড়যন্ত্রে এত বড় দেশ—যথায় প্রচুর সংখ্যক সৈনিক পুরুষের বিশেষ অভাব ছিল না—যথায় যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যপুঞ্জ ইচ্ছার সহিত প্রচুর পরিমাণে হস্তগত হইত—যথায় অসাধারণ ধী-শক্তিসম্পন্ন শিল্পী সকল অবকাশ পাইলে অসাধারণ

* সার টমাস রোর ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

কার্য্য করিয়া বুদ্ধিমানেরও বিস্ময় উৎপাদন করিত*। যদি এই সকল প্রকৃতিপুঞ্জ রাজপরিবর্ত্তনে (তিনি হিন্দু বা মুসলমান হউন না কেন) কিছু মাত্র ব্যথিত, বা ক্ষুব্ধ হইত, তাহা হইলে ইংরেজের ন্যায় দূরতর দেশবাসীর পক্ষে ভারতবর্ষে রাজ্য সংস্থাপন করা বড় সহজ কথা হইত না। তাই আমরা বলি জন কয়েক হিন্দু বা মুসলমান রাজ্য-ব্যবসায়ীর ভ্রম-ভীরুতা বা স্বার্থ-পরতার জন্য, এত বড় ধনজন পরিপূর্ণ প্রদেশ মুষ্টিমেয় বিদেশীর হস্তে আপতিত হইয়াছে! ইংরেজ কিরূপে এই বঙ্গদেশ বা এই ভারতবর্ষ হস্তগত করিয়াছেন—কিরূপে বিশ্বাসঘাতক—স্বদেশদ্রোহী ভারতবাসী, ইংরেজ-মস্তকে এদেশের রাজমুকুট প্রদান করিয়াছে, ক্লাইব চরিত্রে তাহার একদেশ পরিস্ফুট হইয়াছে, তাহা পাঠক ধীরে ধীরে অবগত হইবেন।

ক্লাইব ১৭২৫ খ্রীঃ ২৫শে সেপ্টেম্বর, ইংলণ্ডের অন্তর্গত স্রপসায়রে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার ইনি প্রথম পুত্র। ইঁহার পিতা আইন ব্যবসায়ী ছিলেন—স্বদেশে বিশেষ সুবিধা করিতে

* মীরকাসীম, ইয়ুরোপীয় অনুকরণে যে সকল কামান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তাহা আদর্শ কামানের সহিত তুলনা করিলে কোন পার্থক্য উপলব্ধি হইত না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ২৪ পরগণা টিটাগড়ের গোকুল নামক একজন কর্ম্মকার ইয়ুরোপীয়ের সাহায্য ব্যতীত একটি উত্তম বাষ্পযন্ত্র (Steam engine) প্রস্তুত করিয়াছিল। ইত্যাদি বহুসংখ্যক উদাহরণ দেখান যাইতে পারে।

† জনৈক ইয়ুরোপীয় সমাজতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত বলেন, পাশব প্রবৃত্তির আধিক্য, অত্যধিক মদ্যপান প্রভৃতির জন্য ইয়ুরোপীয়দিগের প্রায় অধিকাংশ প্রথম পুত্র, মূক, বধির, ক্রোধী, মূর্খ, উন্মাদ হইয়া থাকে।

না পারিয়া তিনি লণ্ডনে গমন করেন, কিন্তু তথায়ও ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার প্রতি কৃপাদৃষ্টিতে দেখেন নাই। তিনি মুখর ও দুর্ম্মুখ ছিলেন। বালক ক্লাইব, ভয়ঙ্কর দুষ্ট ও দুর্দ্দমনীয় ছিল। তাহার ভয়ে প্রতিবাসিগণ সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন থাকিত। কখন সে গির্জ্জার অত্যুচ্চ চূড়ায় উঠিয়া আনন্দ ভোগ করিত। দোকানীরা তাহার ভয়ে বৃত্তি দিতে বাধ্য হইত, কখন বা সে নর্দ্দামার জলে প্রতিকূল দোকানীর দোকান ভিজাইয়া দিয়া জব্দ করিত। ক্লাইবের বাল্যজীবনী এইরূপ কাহিনী পরিপূর্ণ। ক্লাইব বাল্য-কালে অনেক সময় তাহার মাসীর বাড়ীতে অবস্থান করিত। পিতার দারিদ্র্য বা স্বীয় চরিত্র জন্য মাসীর বাড়ীতে থাকিতে হইয়াছিল কি না তাহার কারণ তাহার চরিত্র লেখক নির্দ্দেশ করেন নাই। ক্লাইবের পিতা, পুত্রের বুদ্ধি ও চরিত্র দেখিয়া বুঝিয়াছিলেন যে, দেশে তাহার জীবিকা উপার্জ্জন বড় সহজ কথা হইবে না, তাই তিনি তাঁহার কোন পরিচিতের সাহায্যে পুত্রকে কেরাণীগিরী কার্য্যে মনোনীত করিয়া ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন।

১৭৪৩ খৃষ্টাব্দের বসন্তের প্রারম্ভে ১৮ বৎসরের বালক, পিতা, মাতা, জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া জীবিকার জন্য অপরিজ্ঞাত প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। সে সময়ের সমুদ্রযাত্রা বর্ত্তমান কালের সমুদ্রগমন হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তখনকার জাহা-জের সহিত বর্ত্তমান কালের জাহাজের আকাশ পাতাল প্রভেদ হইয়াছে। ১৮ বৎসরের বালকের নিজের অবস্থা পরিবর্ত্তনের জন্য পিতামাতার মায়া মমতা প্রভৃতি পার্থিব পাশ ছিন্ন করিয়া বিদেশ যাত্রা বড় সামান্য কথা নহে। ইংলণ্ডবাসী এইরূপে উৎকট তপস্যা করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা আমাদের উপর

অভূতপূর্ব্ব প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। আমরা ভারতবাসীও যদি এইরূপ উগ্রতপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হই, তাহা হইলে শ্রীভগবান্‌ও আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

ক্লাইবের এ নৌযাত্রা বড় সুখজনক হয় নাই। তাঁহার জাহাজকে ব্রেজিলের রায়-ডিজেনিরো বন্দরে নয় মাস অবস্থান করিতে হইয়াছিল। কেহ কেহ কহেন এখানে অবস্থান কালে তিনি পর্টুগীজ ভাষায় কথোপকথন করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। ক্লাইবের ভাষা শিক্ষার ক্ষমতা খুব কমই ছিল। তিনি ভারতবর্ষে বহুকাল অবস্থান করিলেও ভারতীয় কোন ভাষা শিক্ষা লাভ করিতে সমর্থ হন নাই *।

এই দীর্ঘ প্রবাসে ক্লাইবের সমস্ত অর্থ নিঃশেষ হইয়া যায়। তিনি জাহাজের অধ্যক্ষের নিকট বেশী সুদে ঋণ গ্রহণ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। ১৭৪৪ খৃঃ শেষ ভাগে ক্লাইব মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। মান্দ্রাজে যাহার নামে অনুরোধ পত্র আনিয়াছিলেন, অদৃষ্ট ক্রমে সে সময় তথায় তিনি উপস্থিত না থাকায় ক্লাইবকে সম্ভবতঃ কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। ক্লাইবকে মান্দ্রাজে কেরাণীগিরিতে ৭ বৎসর কাটাইতে হইয়াছিল। সেকালে গোরা কেরানীরা খোরাক, পোষাক ব্যতীত

* আমাদের ভাষায় একালের বা সেকালের ইংরেজদের সমানই ব্যুৎপত্তি! বরং সেকালের কোন কোন ইংরেজের এদেশবাসীর সহিত সদ্ভাব থাকায় দেশীভাষা মন্দ শিক্ষালাভ করেন নাই। এ বিষয় সার উইলিয়ম জোন্স সম্বন্ধে কথিত আছে যে তিনি ইংলণ্ডে এদেশীভাষা উত্তমরূপে শিক্ষালাভ করিলেও প্রথম প্রথম এদেশের কেহ তাঁহার কথা মোটেই বুঝিতে সক্ষম হইত না।

প্রথম প্রথম ৫।৬ টাকা মাসিক বেতন পাইতেন। এই দীর্ঘ কালে তাঁহার কোনরূপ প্রতিভা পরিস্ফুট হয় নাই। বরং উচ্চতম কর্ম্মচারীর প্রতি অবজ্ঞা, একগুঁয়ে ভাবই ব্যক্ত হইয়াছিল। এ সময়ের একটি ঘটনায় সে সময়ের ক্লাইব চরিত্র বেশ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীকে কথাপ্রসঙ্গে ক্লাইব অবমানিত করেন। এ ঘটনা গভর্ণরের কর্ণগোচর হইলে, তিনি ক্লাইবকে ক্ষমাপ্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। ক্লাইব তাঁহার আদেশানুসারে সেই কর্ম্মচারীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী অতীত বিষয় ভুলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া ক্লাইবকে তাঁহার সহিত একত্র ভোজন করিতে আমন্ত্রণ করেন। ক্লাইব প্রত্যুত্তরে রূঢ়ভাবে বলেন, "গভর্ণর আমাকে ক্ষমা চাহিতে কহিয়াছেন, ভোজন করিতে কহেন নাই।" এইরূপ উত্তর দিয়া তাঁহাকে প্রত্যাখান করেন। ক্লাইব কাহারও সহিত বড় মেসামিসি করিতেন না। অধিকাংশ সময় একলা কাটাই-তেন। এইরূপ নির্জ্জনবাসে ক্লাইব অত্যন্ত অবসাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এ সময় তাঁহার মস্তিষ্ক এরূপ বিকৃত হইয়াছিল যে, তিনি এই দুঃখময় জীবনের অবসানের জন্য দুইবার পিস্তলের সাহায্য গ্রহণ করেন। কিন্তু আমাদের অদৃষ্টক্রমে, তিনি দুইবারই রক্ষা পাইলেন। এই সময় ক্লাইবের একজন বন্ধু গৃহে প্রবেশ করেন। ক্লাইবের অনুরোধে তিনি পিস্তলটা ছুঁড়িলেন, এ সময় পিস্তল হইতে শব্দ করিয়া গুলি বহির্গত হইয়া গেল। ক্লাইব এই ঘটনা দেখিয়া উচ্চৈস্বরে বলিলেন, "তবে বুঝি আমি কোন বড় কার্য্যের জন্য রক্ষিত হইলাম।" এরূপ কথিত হয় ক্লাইব এই সময়, অবকাশ পাইলেই গভর্ণরের উৎকৃষ্ট পুস্তকালয়ে

অধ্যয়ন করিয়া সময় যাপন করিতেন। ক্লাইবের জনৈক চরিত্র লেখক বলেন এই অধ্যয়নই ক্লাইবের ভাবী উন্নতির ভিত্তিস্বরূপ হইয়াছিল।

ক্লাইব যে সময় মাদ্রাজে আগমন করেন সেই সময় অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকারী লইয়া ইয়ুরোপে ঘোরতর সমরানল প্রজ্বলিত হয়। ইহাতে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স উভয়ে বিরুদ্ধ পক্ষ অবলম্বন করেন। এই বিবাদ অবলম্বন করিয়া ভারতে, ইংরজে ও ফরাসীদের যুদ্ধঘোষিত হয়। ফরাসীরা ভারতবাসীকে ইউরোপীয় প্রথায় যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া নিজেদের সামরিক বলের বৃদ্ধিসাধন করেন। ১৭৪৬ খৃঃ পণ্ডিচারীর শাসনকর্ত্তা ডুপ্লে, নৌসেনানী লা-বরডনিসকে মাদ্রাজ আক্রমণ করিতে প্রেরণ করেন নৌসেনানী অল্প প্রযত্নে মাদ্রাজ হস্তগত করেন।* ইংরেজেরা, ফরাসীদের হস্তে পরাজিত হইলে, লাবরডনীস মাদ্রাজ কুটীর কর্ম্মচারিগণকে শপথ করাইয়া ছাড়াইয়া দেন। উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিলে তিনি মাদ্রাজ ত্যাগ করিবেন এইরূপ নিয়মে আবদ্ধ হন। ডুপ্লের সহিত নৌসেনানীর মতভেদ হওয়াতে শেষোক্ত প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইল। লাবরডনিসকে অগত্যা ইংরেজ কুটীর বড় সাহেবকে বন্দী করিয়া পণ্ডীচারীতে প্রেরণ করিতে হয়। ক্লাইব প্রভৃতি ইতঃপূর্ব্বে শপথ লইয়া মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন, এক্ষণে এই বিভ্রাটের সময় তিনি আমাদের

* ফরাসীরা মাদ্রাজ অধিকার করিয়া আর্কটের নবাব, চান্দাসাহেব প্রভৃতির কাছে সেই সুসংবাদের সহিত উপহার প্রদান এবং নবাব সাহেবের নামে দরিদ্রগণকে মিষ্টান্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। The Private Dairy of Ananda Ranga Pillai Dubash to M. Dupleix.

কালা আদমির বেশধারণ করিয়া পণ্ডিচারীর দক্ষিণে সেণ্ট ডেভিড নামক স্থানে পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এস্থানে তাঁহাকে প্রায় দুই বৎসর কাল কাটাইতে হইয়াছিল। কেরানীগিরি ছাড়া, ফরাসীরা এই স্থান আক্রমণ করিলে কখন কখন তাঁহাকে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেও হইত। কাজ কর্ম্মের পর অবসর সময়ে সেকালের কুঠিয়াল সাহেবেরা অধিকাংশ সময় তাস পিটিয়া সময় যাপন করিত, ক্লাইবও এই পদ্ধতি অনুসারে তাস খেলিয়া কাটাইতেন। এই তাসখেলা লইয়া ক্লাইবের সহিত একজন লড়ায়ে গোরার ঝগড়া হয়। জুয়াখেলা পাশ্চাত্য জাতির অস্থিমজ্জাগত। ইউরোপীয়েরা জুয়াখেলায় যেরূপ আনন্দ প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহারা ইহাতে যেরূপ সর্ব্বস্বান্ত হইয়া থাকে, আমাদের দেশের লোকে তাহা কল্পনা করিতেও পারে না। ক্লাইব অবকাশ পাইলে টাকা বাজি রাখিতেন—এই রূপে তিনি অনেক টাকা হারিয়া যান। ইহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ক্লাইব জঙ্গী গোরার প্রতি পিস্তল ছুড়িলেন—ঘটনাক্রমে গুলি তাহার গায়ে লাগিল না—প্রতিদ্বন্দ্বী পিস্তল বাহির করিয়া বলিলেন, “প্রাণ ভিক্ষা চাও—অন্যথা গুলি করিব” ক্লাইব ভিক্ষা করিয়া প্রাণ পাইল। অনন্তর জঙ্গী গোরা খেলায় জুয়াচুরীর কথা প্রত্যাহার করিতে কহিলেন প্রত্যুত্তরে ক্লাইব কহিলেন, “পিস্তল ছোড় মরিব, তবুও বলিব তুমি জুয়াচুরী করিয়াছ—আর টাকাও দিব না”। ইহা শুনিয়া প্রতিদ্বন্দ্বী বিস্মিত হইয়া পিস্তল ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, তুমি উন্মাদ হইয়াছ। ইহার পর হইতে ক্লাইব তাঁহার সহিত আর তাস খেলেন নাই, বা টাকাও দেন নাই, বা তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টাও করেন নাই।

সেকালের পাদরীরাও যখন আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করিতেন, তখন কেরানীকুল অস্ত্রধারণ করিবে তাহা আর কিছু বিচিত্র নহে। সেণ্ট ডেভিডের ইংরাজ বণিকেরা মাদ্রাজ বিজয়ের প্রতিশোধ লইবার জন্য পণ্ডিচারী বিজয়ের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সৈনিক, অসৈনিক সকলেই যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল। ক্লাইবও সৈনিক বৃত্তি গ্রহণ করিলেন। পণ্ডিচারী ইংরেজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইল—ইংরেজ ফরাসীদের বড় কিছুই করিতে পারিল না,অগত্যা অবরোধ উঠাইয়া চলিয়া আসিতে বাধ্য হইল।

এই অবরোধের সময়ের একটি ঘটনায় ক্লাইব-চরিত্র বেশ পরিস্ফুট হয়। যে স্থানে অবস্থান করিয়া ক্লাইব আক্রমণ করিতেছিলেন, সে স্থানে বারুদ আদি যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভার ফুরাইয়া যায়। একজন সামান্য সৈনিক পাঠাইয়া তাহা আনয়ন করা যাইতে পারিত, কিন্তু ক্লাইব তাহা না করিয়া স্বয়ং তাহা আনিতে যান। ক্লাইবের কার্য্য দেখিয়া জনৈক সৈনিক পুরুষ বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "এরূপ সঙ্কট সময়ে স্থান ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় কার্য্যে অনুরাগ অপেক্ষা, প্রাণের প্রতি অনুরাগটাই বিশেষরূপে ব্যক্ত হইয়া থাকে।" এই কথা উপলক্ষ করিয়া উভয়ে বচসা হয় ও ক্লাইব প্রহৃত হন। উভয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে সমীপবর্ত্তী কর্ম্মচারীরা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করেন। সামরিক বিচারে ক্লাইবের প্রতিদ্বন্দ্বী,সৈনিকগণ সম্মুখে ক্ষমাপ্রার্থনা করেন। ক্লাইব ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া অবরোধের পর সেই কর্ম্মচারীর মস্তকোপরি বেত্র উত্তোলন করিয়া বলেন, "তুমি নিতান্ত ঘৃণিত ও নীচ, তুমি বেত্রস্পর্শেরও যোগ্য নহ।" এই ঘটনায় সেই কর্ম্মচারী মর্ম্মাহত হইয়া পরদিবস কর্ম্ম পরিত্যাগ করে।

ক্লাইব কলহপ্রিয়, ক্রোধী, জুয়াড়ী ও মাথাপাগলা ছিলেন। সমব্যবসায়ীর কোন অপরাধ হইলে তিনি ক্ষমা করিতে শিক্ষিত হন নাই। যে সকল সদ্‌গুণ থাকিলে মানুষ, সমাজে প্রাধান্য লাভ করে ক্লাইবের তাহা আদৌ ছিল না। জীবনের প্রথম কাল হইতেই তিনি তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

ক্লাইব প্রায় সাত বৎসর কেরানীগিরি করিয়াছিলেন এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে তিনি নিজের কিছুমাত্র প্রতিভা বা কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই বরং সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ইহাই দেখাইয়াছেন। *

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

—:*:—

ছত্রপতি শিবাজীর পিতা বীরবর সাহাজী চোল প্রদেশে একটি সুবৃহৎ রাজ্য সংস্থাপন করেন। তাঁহার অন্যতম পুত্র ব্যাঙ্কোজীর, সন্ততিগণ সেই রাজ্য পুরুষানুক্রমে অধিকার ও শাসন করেন। রাজধানী তাঞ্জোরের নামানুসারে ইহা তাঞ্জোর রাজ্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। আমরা যে সময়ের কথা কহিতেছি সে সময়ে তাঞ্জোর সিংহাসনে বালক প্রতাপসিংহ উপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতা সজন বাই, পুত্রের পক্ষ হইয়া রাজ্য শাসন করেন। এই সময় সাহাজী নামক জনৈক রাজ-

* As a writer, during which he was considered as a person unqualified for succeeding in any civil station of life. P. 14 Vol 1 Caraccioli, Life of Lord Clive London 1775

বংশীয় সিংহাসনের দাবি করিয়া ইংরেজের সাহায্য লাভের জন্য তাঁহাদের কাছে গমন করেন। সাহাজী দেবীকোট ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভূভাগ ইংরেজদিগকে প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাঁহাদিগের সহায়তা প্রার্থনা করেন। সেন্টডেভিডের লুব্ধ ইংরেজ কর্ম্মচারী, সাহাজীর প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া ন্যায় অন্যায় বিবেচনা না করিয়া কাপ্তেন কোপ সহ ক্লাইবকে তাঞ্জোর রাজ্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। নানা কারণে ইংরেজের এই ক্ষুদ্র অভিযান সম্পূর্ণরূপে অকৃতকার্য্য হইয়া মাদ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করে। *

এই অভিযানে ইংরেজ বুঝিলেন যে, সাহাজীর পক্ষ অত্যন্ত দুর্ব্বল, দেশীলোক কেহই তাহার পক্ষ অবলম্বন করিল না এবং

* তাঞ্জোর রাজ্যে ইংরেজ, ডেন্স, ডচ ও ফরাসী, এই জাতি চতুষ্টয়েরই বাণিজ্য করিবার কুটি ছিল। এক সময়ে ডেন্সরা তাহাদের কুটি সমুদ্রে ভাঙ্গিয়া লইয়া যাওয়ার আশঙ্কায় কুটির পার্শ্বের স্থান প্রসারের জন্য রাজার কাছে আবেদন করেন। রাজা তাহাতে কর্ণপাত না করাতে, ডেন্স মহাশয়েরা বাহুবলে কুটির স্থান প্রসারের চেষ্টা করেন। ডেন্সসেনানী দুইশত গোরা পাঁচটা কামান ও কতকগুলি সিপাই সহ রাজার কয়েকটী মন্দির আক্রমণ করেন। রাজসৈন্য ডেন্সদিগকে বিশেষভাবে শিক্ষা দিয়া তাড়াইয়া দেয়। এই সংঘর্ষণে ডেন্সদিগের প্রায় ৪০ জন হত ও এক শত আহত হইয়াছিল। এই সকল শ্বেতকায়দিগকে আশ্রয় দিয়া আমাদের সে কালের রাজন্যবর্গকে সময় সময় কিরূপ উদ্বিগ্ন হইতে হইত, তাহা উপরের ঘটনায় বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাঞ্জোরের অধীশ্বর প্রতাপ সিংহ, বর্ব্বর ফিরিঙ্গি-দিগের হস্ত হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ফিরিঙ্গি-মাত্রের উপর কর স্থাপন করিয়াছিলেন। যে কোন শ্বেতকায় তাঞ্জোর রাজ্যে প্রবেশ করিত, তাহাকে উক্ত কর প্রদান করিতে হইত, প্রত্যাগমন কালে নিদর্শনপত্র প্রত্যর্পণ করিলে টাকা ফিরাইয়া পাইত।

তিনি যে সকল বিষয়ের গল্প করিয়াছিলেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। কালা আদমির নিকট হইতে পলায়নে ইজ্জত নষ্ট হইয়াছে। এই নষ্ট ইজ্জতকে বজায় রাখিবার জন্য--দেবীকোট হস্তগত করিবার জন্য--ইংরাজসৈন্য দ্বিতীয়বার সজ্জিত হইল। বহুসংখ্যক গোরা এবং দেড় হাজার সেপাই সেনানী লরেন্সের অধীনতায় তাঞ্জোর রাজ্য আক্রমণ করিল। ক্লাইব এই অভিযানে একজন লেফটেনেণ্ট রূপে বরিত হন। তাঞ্জোর-সৈন্য অসাধারণ পরাক্রম প্রকাশ করিয়া ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে, ইহাতে অনেক শ্বেতকায় নিহত হয়। ক্লাইব ঘোরতর যুদ্ধের সময় আসন্ন মৃত্যুমুখ হইতে দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছিলেন। ইংরেজ বলেন তাঁহারা দুর্গ অধিকার করিয়া জয়লাভ করেন। ইহার অনতিকাল বিলম্বে তাঞ্জোর-রাজের সহিত ইংরেজদের সন্ধি হয়।

ক্লাইব আবার তাঁহার কেরাণীগিরিতে নিযুক্ত হইলেন। পূর্ব্বের ন্যায় বিষাদ ভাব আসিয়া তাঁহাকে উন্মাদ করিবার উপক্রম করিল। তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা তাঁহার এ অবস্থা দেখিয়া বায়ু পরিবর্ত্তনের উপদেশ দিলেন। ক্লাইব তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে কিছুদিন জাহাজে করিয়া বঙ্গোপসাগর-বক্ষে বিচরণ করেন। এইরূপে তিনি স্বাস্থ্য লাভ করিয়া মাদ্রাজে পুনরাগমন করেন।

এ সময় ফরাসীদের আধিপত্যের সীমা ছিল না. আর্কট, নিজাম প্রভৃতির দরবারে তাঁহাদের অসীম ক্ষমতা, তাঁহাদের কথায় রাজ-পরিবর্ত্তন হইত, তাঁহাদের কথায় রাজ্যের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিত। মাদ্রাজের ইংরেজেরা এদেশবাসীর সহিত মিলিত হইয়া

নিজেদের অধিকার বিস্তারের অভিলাষ করেন। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যভ্রষ্ট মহম্মদ আলীর সাহায্য করিতে ইংরেজ প্রস্তুত হইলেন, এবং ক্লাইবকে আর্কট অভিমুখে প্রেরণ করিয়া নিজেদের শক্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ করেন। এ বিষয় বলিবার পূর্ব্বে, সে সময়ের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনা না করিলে পাঠকের এ সময়ের অবস্থা বুঝিতে অসুবিধা হইবে, এজন্য সঙ্ক্ষেপে তাহা বর্ণিত হইল।

আরাঙ্গেবের মৃত্যুর পর তাঁহার প্রধান প্রধান সুবেদারগণ স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা নাম মাত্র দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই সকল রাজদ্রোহী সুবেদারদিগের মধ্যে, দাক্ষিণাত্যের সুবেদার নিজামউল্‌মুল্ক এক জন বিশেষ ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। আরাঙ্গেব তাঁহাকে যথেষ্ট দয়া ও স্নেহ করিতেন। বলা বাহুল্য, যে তিনি প্রথম সুযোগে স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে বিরত হন নাই। ১৭১০ খৃঃ কর্ণাটের নবাব সাদতউল্লা, অপুত্রক অবস্থায় পঞ্চত্বলাভ করেন। তাঁহার দুই জন ভ্রাতুস্পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ, দোস্তআলি কর্ণাট-সিংহাসনে আরূঢ় হন। কনিষ্ঠ ভিলোর দুর্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হন। দোস্ত আলির দুইটি কন্যা ছিল একটিকে চান্দা সাহেব নামক একজন অধ্যবসায়ী যুবকের হস্তে, অপরটি ভিলোরের শাসনকর্ত্তা অর্থাৎ তাঁহার ভ্রাতুস্পুত্রের হস্তে অর্পণ করেন। প্রথমোক্ত জামাতা অর্থাৎ চান্দা সাহেব অল্প সময়ের মধ্যে শ্বশুরের দেওয়ান পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ত্রিচনাপল্লীর হিন্দু রাজা কর্ণাট নবাবের একজন সামন্ত নৃপতি। ১৭৩৬ খৃঃ এখানকার রাজা মানবলীলা সম্বরণ করেন। এই সুযোগে দোস্তআলি তাঁহার অন্যতম পুত্র সফদর আলির সহিত চান্দা সাহেবকে রাণীর

নিকট হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করিতে প্রেরণ করেন। নিঃসহায় রাণীকে অধিকারচ্যুত করিয়া ত্রিচনাপল্লী রাজ্য করতলগত করা নবাবের আভ্যন্তরিক অভিসন্ধি ছিল। তাঁহার ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন হইল। ত্রিচনাপল্লী অধিকার করিবার পর হইতে চান্দা-সাহেবের হৃদয়ে স্বাধীনতা বহ্নি জ্বলিয়া উঠে। নবাবের অধীনে থাকিয়া কার্য্য করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। সুতরাং তিনি স্বতন্ত্র ভাবে ত্রিচনাপল্লী-রাজ্য শাসন করিতে আরম্ভ করেন।

সফদর আলি, অনতিকাল পরে রাজধানী আরকটে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার পিতা একজন নূতন দেওয়ান নিযুক্ত করিয়া চান্দা সাহেবকে অধিকারচ্যুত করিবার মন্ত্রণা করিতেছিলেন। ঠিক্ এই সময়ে তাঞ্জোর রাজের আহ্বানে এবং ত্রিচনাপল্লীর রাণীকে উদ্ধার করিবার জন্য, রঘুজী ভোঁসলা দশ হাজার সৈন্য লইয়া কর্ণাটক প্রদেশ আক্রমণ করেন। দোস্ত আলির সহিত প্রথম যুদ্ধেই মহারাষ্ট্রীয়েরা রণশ্রী লাভ করেন এবং এই যুদ্ধেই দোস্তআলি সমরশয্যা গ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর সফদর আলি নবাব হইলেন। পাছে যুদ্ধের পরিণাম প্রতিকূল হয় এই ভাবিয়া নবাব তাঁহার ধনজন আদি সুরক্ষিত করিবার জন্য পণ্ডিচারীতে ফরাসীদের কাছে প্রেরণ করেন। * চান্দাসাহেব

* সেকালে ফিরিঙ্গী বণিকদের কুটিতে আমাদের দেশের বিপন্ন ব্যক্তিরা অনেক সময় আশ্রয় গ্রহণ করিতেন। ইহারা ধনবান হইলে আদর অভ্যর্থনার সীমা থাকিত না। কথায় কথায় ইয়ুরোপীয়েরা তোপধ্বনি, আগমন পথে নৃত্য গীতের আয়োজন এবং সৈন্য সকল শ্রেণীবদ্ধ করিয়া তাঁহাদের মনস্তুষ্টি করিতেন। পণ্ডিচারীতে অবস্থান কালে চান্দাসাহেবের পরিবারবর্গও এই সম্মান হইতে বঞ্চিত হন নাই।

ও তাঁহার পরিবারবর্গকে তথায় পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধাবসানের পর সফদর আলি তাঁহার পরিবারবর্গকে আনয়ন করিলেন, চান্দা সাহেব আর তাহা করিলেন না। তিনি জানিতেন নবাব ও মহারাষ্ট্রীয়,উভয়েই তাঁহার শত্রু এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই তাঁহার বিপদাগমনের যথেষ্ট সম্ভাবনা রহিয়াছে। চান্দাসাহেব যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই হইল। নবাব, মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আহ্বান করিয়া ত্রিচনাপল্লী অবরোধ করেন। তিন মাসের পর ত্রিচনাপল্লী মহারাষ্ট্রীয়দিগের হস্তগত হইল এবং চান্দাসাহেব বন্দী হইয়া সাতারায় নীত হইলেন।

সফদার আলির উদ্বেগ দূর হইল না। তিনি জানিতেন নিজাম উল্ মুল্ক প্রথম অবকাশে তাঁহাকে আক্রমণ করিবেন। তাঁহার পিতা, নিজামের অনুজ্ঞা না লইয়া মসনদে উপবেশন করেন। তাঁহার এ অবজ্ঞা নিজাম কখনই বিস্মৃত হইবেন না। সেই ভাবিয়া সফদর তাঁহার পুত্রকলত্র মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। সফদরের অদৃষ্টে সুখ নাই, তিনি তাঁহার বিশ্বাসঘাতক ভগিনীপতি ও খুড়তুতো ভাই মর্ত্তুজা আলি কর্ত্তৃক নিহত হন। মর্ত্তুজার ব্যবহারে তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীগণ অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া সফদরের অন্যতম পুত্র মহম্মদ সৈয়দকে নবাব বলিয়া গ্রহণ করেন। এই সময় অতিবৃদ্ধ নিজামউলমুল্ক, বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কর্ণাটকে উপস্থিত হন। সফদার আলির বালক পুত্র নিজামের সম্মুখে আনীত হন। নিজাম, বালকের প্রতি স্নেহ দেখান এবং বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, নবাব হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করেন। বালকের পাছে কোনরূপ অমঙ্গল হয় এই আশঙ্কা করিয়া নিজাম, তাঁহার আত্মীয় হস্তে রক্ষণ ভার না দিয়া আনারউদ্দীন নামক

স্বীয় কর্ম্মচারীর হস্তে প্রদান করেন। হায়! যে রক্ষক সে ভক্ষক হইল! অনারুদ্দিন বালককে হত্যা করিয়া আরকটের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইল। এই সময় ইংরাজ ফরাসীতে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফরাসী বুদ্ধি ও বাহুবলে মাদ্রাজ অধিকার করেন। অনারুদ্দীন, কখন ফরাসী কখন বা ইংরাজপক্ষ অবলম্বন করিতেন। অল্প-কালের মধ্যে ইংরেজ ও ফরাসীতে সন্ধি হইল। ইংরেজ তাহা-দের মাদ্রাজও পুনরায় প্রাপ্ত হইল।

১৭৪৮ খৃঃ সুবেদার নিজাম উল্‌মুল্ক মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার ছয়জন পুত্র ও একজন দৌহিত্র পরস্পর সিংহাসন লাভের জন্য কলহ করিতে আরম্ভ করেন। নাজির-জঙ্গ, রাজধানী ও ধনাগার হস্তগত করিয়া ভাগিনেয় মুজাফর জঙ্গকে দমনের জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন। মুজাফর অলসভাবে থাকিবার পাত্র নন। তিনিও নিজের অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য যথোচিত আয়োজন করিতে লাগিলেন। কর্ণাটকে অশান্তি পূর্ণমাত্রায় জনসাধারণের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছিল। অনারুদ্দীনের পিশাচ ব্যবহারে,সকলেই তাহাকে ঘৃণারচক্ষে দেখিতেছিল। চান্দা-সাহেব সাতারায় বন্দী হইলেও সকলেই তাঁহাকে সাদত উল্লার যোগ্য প্রতিনিধি বলিয়া বিবেচনা করিতেছিল। পণ্ডিচারীতে ডুপ্লের, প্রজাসাধারণের এই মতের কথা অবগত হইতে বিলম্ব রহিল না। তিনি জানিতেন চান্দাসাহেব তাঁহার বিশেষ অনুগত, তাঁহার অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইলে ফরাসীদেরও সৌভাগ্যের উদয় হইবে এইরূপ স্থির করিয়া দূরদর্শী ডুপ্লে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে ৭ সাত লক্ষ টাকা প্রদান করিয়া অনারুদ্দীনের প্রতিদ্বন্দ্বীকে কারাগার মুক্ত করেন। কেহ বলেন মুজাফরজঙ্গ এই অর্থ প্রদান করেন।

কারাবাসে চান্দাসাহেবের কার্য্যকরী শক্তি সকল যেন সহস্র গুণে বর্দ্ধিত হইল। তিনি ক্ষণবিলম্ব না করিয়া স্বীয় শক্তি বৃদ্ধির জন্য লোক বল সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। এসময় চিত্রলদুর্গের রাজার সহিত বিদানুরের রাণীর সংগ্রাম হইতেছিল। চান্দাসাহেব স্বীয় সৈন্যসহ প্রথমোক্তের পক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধকালে তাঁহার পুত্র পার্শ্বে নিহত হইল, তিনিও মুসলমান সৈনিকদিগের হস্তে বন্দী হইলেন। যাহারা চামড়ার সুখদুঃখে মোহিত হন না শ্রীভগবান্ তাহাদের উপর কৃপাবর্ষণ করিয়া থাকেন। চান্দাসাহেব পুত্রের মৃত্যু বা শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াও মুগ্ধ হইলেন না। তিনি মুসলমান কর্ম্মচারীগণকে স্বীয় উদাহরণে মুগ্ধ করিয়া নিজের পক্ষপাতী করিয়া তুলিলেন। যাহারা যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিল তাহারা শরীর ও মন সমর্পণ করিয়া চান্দা-সাহেবের আজ্ঞানুবর্ত্তী হইল। চাদাসাহেব তাঁহার সংগৃহীত এবং এই অভিনব সৈনা লইয়া মুজাফরজঙ্গের উদ্দেশ্যে আদোনী অভিমুখে গমন করিলেন, মুজাফর, চান্দার সহিত মিলিত হইয়া তাঁহার বলবীর্য্য ও পরামর্শে পরিপুষ্ট হইলেন। চান্দা, কর্ণাটকে তাঁহার প্রভাব এবং ফরাসীদের বাহুবলের কথা মুজাফরকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। চান্দা, ডুপের কাছে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করিয়া সৈন্য পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। ৪ শত ফরাসী এবং ২ হাজার সুশিক্ষিত সিপাহী চান্দার সহিত মিলিত হইল। মুজাফর ও চান্দা এই সকল সৈন্য সহিত ঘোরতর বিক্রমে অনারুদ্দীনকে আক্রমণ করিল। অনারুদ্দীন এই যুদ্ধে নিহত, জ্যেষ্ঠ পুত্র বন্দী এবং কনিষ্ঠ পুত্র মহম্মদ আলি কোনরূপে প্রাণ লইয় ত্রিচনাপল্লীতে পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

নাজীর জঙ্গ, চান্দা সাহেব ও মুজাফর জঙ্গের অভ্যুদয়ের কথা শুনিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না, তিনি সৈন্য সামন্ত সুসজ্জিত করিয়া কর্ণাটক অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মহম্মদ আলি এবং ইংরেজদিগকে সসৈন্যে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। মেজর লরেন্স ৭।৮ শত সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া নিজামের সহিত মিলিত হইলেন। চান্দাসাহেব ও মুজফরজঙ্গ, ফরাসীদের নিকট হইতে হাজার সৈন্য সাহায্য পাইলেন কিন্তু যুদ্ধের উপক্রমকালে ফরাসীরা তাঁহাদের প্রাপ্য টাকার দাওয়া করে, ইহা না পাওয়াতে তাহারা যুদ্ধ করিতে অস্বীকৃত হয়। এইরূপ বিনা রক্তপাতে চান্দাসাহেব পরাজিত এবং মুজাফর মাতুলের কাছে বন্দী হইল।

লরেন্স মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করিল। পণ্ডীচারীতে চান্দা-সাহেব গমন করিল। ডুপ্লে, ফরাসীসৈনিকের ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইলেন। দোষাকে দণ্ড প্রদান করিয়া তিনি অধিকতর উৎ-সাহের সহিত সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কর্ণাটের প্রধান প্রধান স্থান সকল হস্তগত করিতে লাগিলেন। ডুপ্লে সহ নাজিরজঙ্গের প্রধান পাঠান সৈনিকের পত্র ব্যবহার হইতে লাগিল। মহম্মদ আলি, ইংরেজের সাহায্য আশায় বারংবার লোক পাঠাইতে লাগিল। কোন প্রত্যাশার আশা নাই দেখিয়া ইংরেজ মহম্মদ আলির প্রার্থনায় কর্ণপাত করিল না। ইংরেজের ভাবগতিক দেখিয়া মহম্মদ আলি বুঝিলেন, যে কিছু না দিলে ইংরেজ সাহায্য করিতেছে না। তাই তিনি তাহাদিগকে বিস্তৃত ভূভাগ দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। ইংরেজ-সৈন্য প্রেরিত হইল, তাহাদের পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মহম্মদ আলি শত্রুসহ যুদ্ধ করিয়া পরাজিত

হন। ইংরেজ অবস্থা দেখিয়া স্থির করিলেন যে অগ্রিম নগদ টাকা না দিলে তাঁহারা আর অগ্রসর হইবেন না।

ফরাসীরা ক্ষিপ্রগতিতে নাজিরজঙ্গকে আক্রমণ করিলেন—নাজিরজঙ্গ নিহত হইলেন। ফরাসীদের অনুগ্রহে কর্ণাটক চান্দাসাহেবকে নবাবরূপে এবং মুজাফরজঙ্গকে দক্ষিণ সুবেদাররূপে প্রাপ্ত হইল। ফরাসীদের ক্ষমতার সীমা রহিল না, তাহাদের ইচ্ছা অনুসারে দক্ষিণের শাসনদণ্ড পরিচালিত হইতে লাগিল। তাহারা এ সময় দক্ষিণের হর্ত্তা, কর্ত্তা, ও বিধাতাপুরুষ হইয়া উঠিল। মুজাফরজঙ্গকে বেশী দিন দক্ষিণের মসনদে উপবেশন করিতে হয় নাই। কয়েক মাসের মধ্যে তিনি ভবলীলা সম্বরণ করেন। মুসে বুসি, নিজাম উল্ মুল্কের অন্যতম পুত্রকে কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া সিংহাসনে উপবেশন করান। তিনিও ফরাসীদের প্রতি তাঁহার কৃতজ্ঞতা দেখাইতে কৃপণতা প্রকাশ করেন নাই। ফরাসীর সমৃদ্ধি দিন দিন যতই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; ইংরেজের হৃদয়ে ততই ফরাসী বিদ্বেষ বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইংরেজ এখন বুঝিলেন, মহম্মদ আলিকে হাত ছাড়া করা কোনরূপেই উচিত নহে। ত্রিচনাপল্লী ব্যতীত কর্ণাটের অধিকাংশ স্থল চান্দা সাহেবের হস্তগত হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় ইংরেজ করমণ্ডলকূলে আপনাদের প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য মহম্মদআলিকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হন। আলি, ইংরেজের এই উপকারের প্রত্যুপকার স্বরূপ প্রচুর পরিমাণে ভূমি সম্পত্তি এবং যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন।

সেনানী লরেন্স এসময় মান্দ্রাজে না থাকায় অবরুদ্ধ ত্রিচনাপল্লীর সাহায্যের জন্য কুঠীর বড় কর্ম্মচারী গাঙাস শ্বেত গোরা

১ শত কাফরী সংগ্রহ করেন। ক্লাইব এসময় স্বাস্থ্যলাভ করিয়া মান্দ্রাজে উপস্থিত হন। (১৭৫১ খৃঃ)। এই ক্ষুদ্র সেনাদল এক জন কাপ্তানের অধীনতায় ত্রিচনাপল্লী অভিমুখে পাঠান হইল। ক্লাইবও ইহার সহিত রসদপত্র লইয়া গমম করিয়াছিলেন। এই-রূপে আর একবার ক্লাইবকে তথায় গমন করিতে হইয়াছিল। প্রত্যাগমন কালে তাঁহাকে আমাদের কালাআদমিরা খুব তাড়া করিয়াছিল। তাঁহার ঘোড়া যদি দ্রুতগামী না হইত তাহা হইলে তাঁহাকে সেই স্থানে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইতে হইত। তাঁহাদের ১২ জন সঙ্গীর মধ্যে ৭ জনকে কালার হাতে প্রাণ প্রদান করিতে হইয়াছিল।

ইংরেজদের নিকট এসময় বড় অধিক পরিমাণে সৈন্য ছিলনা। তাঁহারা যেরূপ ভাবে ত্রিচিনাপল্লীর উদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সেরূপে উহা কৃতকার্য্য হওয়া বড় সাধারণ কথা নহে। চান্দাসাহেব ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়া প্রচুর সৈন্য সহ ত্রিচনাপল্লী অবরোধ করিয়াছিলেন। ইংরেজ অবরোধ উঠাইতে অসমর্থ হইয়া তাঁহারা স্থির করেন যে আর্কট আক্রমণ করিলে অগত্যা চান্দাসাহেবকে ত্রিচনাপল্লী পরিত্যাগ করিয়া আর্কটের সাহায্য জন্য আগমন করিতে হইবে, তাহা হইলে ত্রিচনাপল্লীর উদ্ধার সাধিত হইবে। ক্লাইব এই অভিপ্রায়ে ২ শত গোরা ৩ শত সিপাহী লইয়া ২৫শে আগষ্ট ১৭৫১ খৃঃ আর্কট অভি-মুখে যাত্রা করেন। এরূপ কথিত আছে যে তিনি জল ঝড় প্রভৃতি দৈব বাধাবিপত্তি গাহ্য না করিয়া অকস্মাৎ অরক্ষিত অবস্থায় ১লা সেপ্টেম্বর আর্কট দুর্গ অধিকার করেন। মন্ত্রগুপ্তি এবং ক্ষিপ্রকারিতাই তাঁহার এই জয়ের কারণ বলিয়া অভিহিত হয়।

ক্লাইব যে সৈন্যদল লইয়া গমন করিয়াছিলেন, তাহার নায়ক-দিগের মধ্যে অধিকাংশই কোম্পানীর কেরাণীগিরীতে নিযুক্ত ছিল। তাহারা ইহার পূর্ব্বে যুদ্ধের কথা পুস্তকেই অধ্যয়ন করিয়া ছিল মাত্র কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই *।

এইস্থানে তিনি পরাজিতের প্রতি প্রথম দয়া প্রদর্শন করেন এই-রূপে দয়া প্রদর্শন তাঁহার জীবনের শেষ ঘটনা বলিয়া কথিত আছে। † ক্লাইব, তাঁহার এই অনায়াস লব্ধ দুর্গ যে, নিরুদ্বেগে অধিকারে রাখিতে সমর্থ হইবেন না, তাহা তিনি আগেই বুঝিয়াছিলেন। এজন্য তিনি দুর্গ সুদৃঢ় করিতে আরম্ভ করেন। আর্কটের তিন ক্রোশ দুরে টিমরী নামক দুর্গে চান্দাসাহেবের সৈন্য সকল অবস্থান করিতেছিল। ক্লাইব তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। কিন্তু তিনি বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। চাঁন্দাসাহেব, আর্কটের অবস্থা অবগত হইয়া তিনি তাঁহার পুত্র রাজাসাহেবের সহিত বহুসংখ্যক সৈন্য পাঠাইয়া ক্লাইবকে শিক্ষা দিবার জন্য প্রেরণ করেন। ক্লাইব, গতিক ভাল নয় বুঝিয়া মহারাষ্ট্রীয় সেনাপতি মুরার রাওকে আগমন করিতে আমন্ত্রণ করেন। মুরার রাও, মহম্মদ আলির বন্ধুরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ৬ হাজার সৈন্য লইয়া

* His officers were chiefly Writers, or other servents of the company, never before employed in a military capacity ; p. 19. Cambridge's Ware in India.

† Indeed his conduct, moderation and disinterestedness deserve to be recorded, as it is the first and last instance he ever gave of mercy and generosity to the vanquished. 15 p. vol 1 Caraiccoli's Life of Lord Clive.

আর্কট অভিমুখে অগ্রসর হন। রাজাসাহেব এ অবস্থায় আর্কট-অবরোধ পরিত্যাগ করিয়া (১৫ই নবেম্বর) গমন করিতে বাধ্য হন। এইরূপে আর্কট অবরোধ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছিল। এইসময় ক্লাইব খুব রণপাণ্ডিত্য দেখাইয়া ছিলেন বলিয়া তাঁহার যশ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত হয়। আবার কেহ কেহ কহেন ক্লাইব যুদ্ধ বিদ্যায় অনভিজ্ঞ ছিলেন সুতরাং তিনি ইহাতে নিন্দিত বা প্রশংশিত কিছুই হইতে পারে না *।

ক্লাইব, মুরার রাওয়ের সাহায্যে টিমরী দুর্গ অধিকার করিয়া আরণি হস্তগত করেন। আরণি গ্রহণ জনিত প্রশংসা অনেকে ক্লাইবের উপর আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলে ইহাতে ক্লাইবের কৃতিত্ব আদৌ লক্ষিত হয় না। তিনি কিল পাট্রিকের উপদেশে ও শূরতায় ইহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইতিহাস একথা ভুলিয়া গিয়া ভাগ্যবান ক্লাইবের গলায় যশোমাল্য অর্পণ করিয়া থাকে †।

---

* Those who have praised Mr. Clive's military skill and conduct on this occasion, must suppose that the art of attacking and defending places was infused into him, as he had neither theoy nor practice to command the opperation of a siege. 16 P. Vol 1 Caraccioli's Life of Lord Clive. Londoa 1775.

† If there was any merit in this action, it was owing to Captain Kirk Patrik's counsels and the gallant countenance of his men; however, his name has been scarcely mentioned by the historians of this encounter, and the whole success was attributed to the fortunate Mr. Clive. It is known that he ordered several of these prostrate wretches to be massacred in cool blood after the action, and that he shewed in the

এরূপ কথিত আছে যে তিনি পরাজিত শক্রগণকে নৃশংসরূপে নিহত করিয়া নিজের স্বরূপের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। কাঞ্চিপুরে ফরাসীরা অবস্থান করিতে ছিল। ক্লাইব তাহাদিগকে আক্রমণ করেন,ফরাসীরা এখানেও বিপর্য্যস্ত হন। মন্ত্রগুপ্তি, ক্ষিপ্রকারিতা, অকস্মাৎ আক্রমণ এবং প্রত্যুৎপন্ন বুদ্ধি সাহায্যে অনেক সময় শক্রগণকে বুদ্ধিভ্রংস করা যাইতে পারে। একবার জয়শ্রী লাভ করিতে পারিলে বল, বুদ্ধি, বীর্য্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ক্লাইব কার্য্যারম্ভেই বিজয়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায় দ্বিগুণিত হইয়াছিল। তাই তিনি অন্যান্য ক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কাঞ্চীপুর হইতে ক্লাইব, সেণ্ট ডেভিডে প্রত্যাগমন করিলেন। বলা বাহুল্য তথায় তিনি যথেষ্টরূপে সংকৃত হইয়াছিলেন।

ক্লাইব, আর্কট অঞ্চলে জয়লাভ করিলেও চান্দাসাহেব ও ফরাসী সেনানী ত্রিচনাপল্লী অবরোধ করিয়া অবস্থান করিতে ছিলেন। রাজাসাহেব নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া যাহারা মহম্মদ আলির পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। এইরূপে মহম্মদ আলির পক্ষ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে ছিল। অবকাশ ক্রমে মান্দ্রাজ আক্রমণ করাও তাহাদের ভিতরকার বাসনা ছিল। রাজাসাহেবকে আক্রমণ জন্য ক্লাইব প্রেরিত হইলেন। কাবেরী পাক নামক স্থানে উভয়পক্ষে তুমুল যুদ্ধ

---

field a rapaciousness and a cruelty, which proved that the moderation and the lenity he had affected at Arcot, proceeded from motives very different then the natural suggestions of his own feelings. P. 17. Caraccioli's Clive. Vol I.

হইয়াছিল। ইংরেজ বলেন ক্লাইব ইহাতে জয়লাভ করিলেও তাঁহার ক্ষতি বড় কম হয় নাই। এস্থান হইতে প্রত্যাগমন কালে ক্লাইব ডুপ্লের স্থাপিত নগর ও বিজয়স্তম্ভ ভূমিসাৎ করিয়া সেণ্ট ডেভিডে প্রত্যাগমন করেন।

১৭৫২ খৃঃ অব্দে সেনানী লরেন্স ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাগমন করেন। ত্রিচনাপল্লীর উদ্ধারের জন্য যে সেনাদল সংগৃহীত হইল, তিনি তাহার প্রধান সেনানী এবং ক্লাইব তাঁহার নিম্নের একজন সেনানীপদ প্রাপ্ত হইলেন। এই যুদ্ধে ভাগ্যবান ক্লাইব মৃত্যুর মুখ হইতে বড় রক্ষা পাইয়াছিলেন। "১৫ মাইল দূরে ফরাসীদের যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার লইয়া যাইতেছে" এই সংবাদ অবগত হইয়া ক্লাইব তাহা অকস্মাৎ আক্রমণ করিবার জন্য কতকগুলি সৈন্য লইয়া গমন করেন। কিন্তু তাঁহার কামনা পূর্ণ হইল না—রাত্রি ১১ টার সময় তিনি পূর্ব্বের স্থানে প্রত্যাগমন করেন। ফরাসীরা ক্লাইবের গমন কথা কোনরূপে অবগত হইয়া ইংরজেদিগকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিতে গমন করে। অতি প্রত্যুষে উভয় পক্ষে সংঘর্ষণ উপস্থিত হয়। ক্লাইব ফরাসীদিগকে স্বপক্ষীয় বিবেচনা করিয়া তাহাদের মধ্যে উপস্থিত হন। একজন ফরাসী, ক্লাইবকে ইংরেজ অনুমান করিয়া হত্যা করিতে উদ্যত হন। দৈবক্রমে একজন সিপাহি কর্ম্মচারী তথায় উপস্থিত হওয়তে ক্লাইব আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান। *

* Suspecting him to be an Englishman, drew his sword, and cut at him, * * * another officer of our sepoys accidentally coming to his assistance, cut the fellow down, and disengaged captain Clive, who by this time perceiving his mistake, and by great good fortune getting out of their hands. P. 33, Cambridge's War in India.

ফরাসী সেনানী ল (কাশীম্বাজারের ল র কনিষ্ঠ ভ্রাতা) সাহসী ও যুদ্ধনিপুণ হইলেও তাঁহার কর্ত্তৃত্ব শক্তি খুব কম ছিল। তাঁহাকে কেহ যদি যুদ্ধের ভয়ঙ্কর স্থানে গমন করিয়া শত্রুকে আক্রমণ করিতে আজ্ঞা করিত তাহা হইলে তিনি অবিকৃত বদনে তথায় গমন করিয়া কার্য্য উদ্ধার করিতেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যচালনা শক্তি ছিলনা বলিয়া তিনি ত্রিচনাপল্লীতে কোনরূপ প্রতিভা দেখাইতে সমর্থ হন নাই। তাই তাঁহাকে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। রণনিপুণ হিন্দু মহারাট্টাদিগের হস্তে চান্দাসাহেবের ফরাসী সৈন্যেরা বারংবার পরাজিত হয়। একজন ইংরেজ বলেন ইয়ুরোপীয়দিগের এদেশে সসৈন্যে আগমনের পর এদেশীর হাতে তাঁহারা এরূপভাবে লাঞ্ছিত হন নাই *। চান্দাসাহেবের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়, তিনি তাঞ্জোর সৈন্য কর্ত্তৃক ধৃত ও নিহত হন।†

* The army of Chunda saheb was obliged to give way in several places ; and on one occasion a body of Mahratta Cavalry cut off a party of French dragoons, whom they drew into an ambascade. This was the first advantage gained in the open field over the enemy since the beginning of the war : on which it may be remarked as a singular circumstance, that the only two checks the French had received since the first landing of European troops in the year 1749, had been given them by Indian soldiers : P. 53.

The Justification of the Council at Madras &. 1779.

† চান্দাসাহেবের মৃত্যু সম্বন্ধে মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরাসী মুসে ডুপ্লে তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, ইংরেজ লরেন্সের আজ্ঞায় চান্দাসাহেবের হত্যা সাধিত হয়। অপর পক্ষে ইংরেজ বলেন, মারহাট্টা মনাজীর লোকে তাঁহাকে মারিয়া ফেলে। ডুপ্লের দোভাষী বলেন পেরীরা (Pereira) নামক একটা জুয়াচোর, পাহাড়ে মিথ্যাবাদী, চান্দাসাহেবের কাছে চাকরী করিত। সে নিজের মনিবকে মহারাষ্ট্রীয়দের হস্তে অর্পণ করিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

এস্থানে একটি ঘটনা উল্লেখ না করিয়া আমরা অগ্রসর হইব না। সেকালে ইংলণ্ড হইতে যে সকল সৈন্য আসিত তাহারা যে সকলেই যুদ্ধবিদ্যায় বিশারদ হইত এরূপ নহে। অনেকে নিজে-দের বন্দুকের শব্দ শুনিয়া পলায়ন করিত। এক সময় পাহাড়ের গায়ে কামানের গোলা লাগিয়া খানিকটা পাথর ভাঙ্গিয়া যায়; ইহাতে কয়েকজন হতাহত হয়, এই কাণ্ডে বীরপুঙ্গবদের মধ্যে অত্যন্ত ত্রাস উপস্থিত হয়। তাহাদের মধ্যে একজন এরূপ সাব-ধানী পুরুষ ছিলেন যে, পরদিবস অনেক অনুসন্ধানের পর তাঁহাকে একটা কূপের ভিতর হইতে বাহির করিতে হইয়াছিল। ইহারাই আবার কালক্রমে ভয়ঙ্কর যোদ্ধা হইয়াছিল।

ক্লাইব যুদ্ধস্থল হইতে ১৭৫২ খৃঃ ডিসেম্বর মাসে মাদ্রাজে প্রত্যাগমন করেন এবং তাহার একজন পূর্ব্ব বন্ধুর ভগিনীকে বিবাহ করিয়া ১৭৫৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারী মাসে বিলাত গমন করেন। দশবৎসর পরে ক্লাইব দেশে উপস্থিত হইলেন। যখন তিনি ভারতে আসেন, সে সময় তাঁহার পিতা তাঁহাকে বদ্ধগাধা বলিয়া বিবেচনা করিয়াছিলেন। এখন বুঝিলেন যে শ্রীমানের কিছু বুদ্ধি আছে। তাঁহার আহ্লাদের সীমা রহিল না। ডিরেক্টাররা ক্লাইবকে কয়েকটা ভোজ দিয়া সম্মানিত করেন। ক্লাইবও তাঁহাদিগকে রাজ্য বিস্তার করিয়া, আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিবেন, তাঁহার ন্যায় উপযুক্ত ব্যক্তি আর কেহই নাই ইত্যাদি কহিয়া তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়াছিলেন। *

ক্লাইব নিজকে বুদ্ধিমান্ বিবেচনা করিয়া নিজের পরিচ্ছদের

* In fine, he gained over them that ascendency which conceit and vanity commonly obtain over week and credulous mind 23 P. Vol 1. Caraccioli's, Life of Lord Clive.

আড়ম্বর খুব বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যবহারে অনেকে তাঁহাকে "মাথাপাগলা" বলিয়া উপেক্ষা করিতেন। সৈনিক পুরুষেরা তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া তাঁহার বিদ্যার দৌড় দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতেন এবং তাঁহার অদৃষ্টের প্রশংসা করিতেন। ১৭৫৪খৃঃ অব্দে পার্লিয়ামেণ্টের সাধারণ সভ্য নির্ব্বাচন হয়। সাধারণতঃ নির্ব্বাচনকালে ইংলণ্ডে প্রবল তরঙ্গ উপস্থিত হইয়া থাকে। পয়সার জোরে সেদেশে সব হইয়া থাকে। ক্লাইব এদেশ হইতে বেশ দুই পয়সা লইয়া গিয়াছিলেন, এই পয়সার জোরে ক্লাইবের পার্লামেণ্টের সভ্য হইবার অভিলাষ হইল। প্রচুর পয়সা ব্যয় করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াও তিনি সভ্য হইতে পারিলেন না। তিনি যাহা ছিলেন তাহাই রহিলেন, অধিকন্তু তাঁহার অর্থবল সবই ফুরাইয়া গেল। এক্ষণে চাকুরী না করিলে আর চলে না। তিনি চাকুরীর চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সেই সময় ইংরেজও ফরাসীর যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা হয়। ক্লাইবও পুনরায় কোম্পানীর কার্য্যের জন্য ভারত অভিমুখে প্রেরিত হইলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

— o —

মহাভাগ ছত্রপতি শিবাজী, যেরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া স্বরাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন; পশ্চাৎকালে যদি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ সেই নীতি অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে ভারতবর্ষ কখনও বিদেশীর অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইত না। ইংরেজদিগের সহিত আংরের শেষ যুদ্ধ বর্ণনা করিবার পূর্ব্বে তাহাদের 'কথা একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইল। ইহাতে

সে সময়ের হিন্দুদিগের নৌশক্তির অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা পাঠকদিগের বুঝিবার পক্ষে সুবিধা সম্পাদন করিবে।

শিবাজীর যে সকল অদ্ভুতকর্ম্মা নৌসেনাপতি ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে তুকাজী আংরে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তুকাজীর পুত্র কান্‌হোজী বা কানাজী, রাজারামের রণতরীর দ্বিতীয় নৌসেনাপতি ছিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ অব্দে সিদোজী গুজরের মৃত্যুর পর তিনি প্রধান অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। তাঁহার প্রতাপে বোম্বাই হইতে ত্রিবাঙ্কুর পর্য্যন্ত সমুদ্রপথগামী নাবিক সকল সর্ব্বদাই ত্রাসযুক্ত হইয়া অবস্থান করিত। মোগল নৌসেনাপতি সিদ্দিরা ১৬৯৯ খৃঃঅব্দে একবার মারহাট্টাদিগকে পরাজয় করেন। কিন্তু কানাজী জল যুদ্ধে সিদ্দিদিগের দর্প চূর্ণ করিয়া হিন্দুর প্রাধান্য জলপথে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। কানাজীর গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য পূর্ব্ব পরাজিত পর্টুগিজ ও সিদ্দিরা একত্রিত হইয়া কানাজীকে আক্রমণ করেন। কিন্তু কানাজীর শূরতা-বীরতা ও বুদ্ধিমত্তার কাছে পর্টুগিজ ও সিদ্দিদের প্রযত্ন সম্পূর্ণরূপে বিফল হইয়া যায়। শাহু ও রাজারামের স্ত্রী তারা বাইএর কলহের সময় কানাজী শেষোক্ত পক্ষ অবলম্বন করেন, কিন্তু বালাজী বিশ্বনাথের বুদ্ধিমত্তায় তিনি অবশেষে শাহুর পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। মুক্তহস্ত কানাজীর অতিসাহসের কথা শ্রবণ করিয়া বহুসংখ্যক ধনলুব্ধ ডচ্, ইংরেজ, পর্টুগিজ, ফরাসীস প্রভৃতি তাঁহার অধীনে কর্ম্মগ্রহণ করিয়াছিল। তিনি গুণিজনের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিতে, অপর পক্ষে কাপুরুষ ও নীচ প্রকৃতির ব্যক্তিকে দণ্ড দিতে বিলম্ব করিতেন না। *

* No prince could be more generous to his Soldiers and

কানাজীর রণতরী সর্ব্বদা যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত থাকিত; ৮।১০ খানা গুরব ও ৪০।৫০ খানা গলবত নামক জাহাজ † বহুসংখ্যক কামান ও জলযুদ্ধ-নিপুণ সৈন্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইত। ইহা ব্যতীত বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরী কার্য্যের সহায়তার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। মুসলমান ও পর্টুগিজদিগের যুদ্ধজাহাজ জয় করিয়া আংরের রণতরী-সমূহ দিন দিন বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়াছিল। কানাজী বিজয়দুর্গ বা গরিয়া অধিকার করিয়া দুই জন ডচ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে এই স্বভাব-দুর্গম দুর্গকে অধিকতর দুর্গম করিয়াছিলেন। কানাজী এরূপ দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছিলেন যে, তিনি মোগল রাজ্য আক্রমণ পূর্ব্বক প্রচুর পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিয়া আপন রাজকোষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। এক সময় তিনি সুরাত আক্রমণ করিয়া ৮ লক্ষ টাকা হস্তগত করেন। সে সময়েও তিনি রমণীদিগের প্রতি যথেষ্ট সহৃদয়তা দেখাইয়াছিলেন। আংরের ভয়ে বোম্বায়ের ইংরেজেরা অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন। বোম্বায়ের নিকটবর্ত্তী সমুদ্র হইতে ইংরেজদিগের জাহাজ সকল ধৃত হইত। এক সময় (১৭১৪ খৃঃ) কারওয়ার কুটির বড় সাহেব বোম্বাই হইতে যাইতেছিলেন, তাঁহার রক্ষার জন্য যুদ্ধ জাহাজ বর্ত্তমান থাকিলেও একখানি জাহাজ সহ তাঁহার স্ত্রী আংরের হস্তে পতিত হন। ৩০ হাজার টাকা লইয়া কানাজী বিবিকে মুক্তি দেন। ইংরেজ কানাজীকে দমন করিবার জন্য

seamen when thought they deserved it, and, on the contrary, no one punished Cowardice or Meanness of spirit in a more exemplary Manner. p. p. 25—26 History of Tulagee Angria. London. 1756.

† এই সকল জাহাজের বৃত্তান্ত গ্রন্থকার প্রণীত ছত্রপতি শিবাজী দেখুন।

এ সময় যথেষ্ট পরিমাণে যত্ন করেন। কানাজী ইংরেজদিগকে যেরূপ ভাবে পীড়ন করিয়াছিলেন তাঁহারা ভারতবর্ষে আর কখন সেরূপ ভাবে পীড়িত হন নাই। ইংরেজ, কানাজীকে দমন করিবার জন্য কিরূপ আয়োজন করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল। ইহার পূর্ব্বে বা পরে ভারতীয় নরপতিকে দমন করিবার জন্য জলপথে এরূপ উদ্যোগ ইংরেজকে আর কখনও করিতে হয় নাই।

জাহাজ	কামান	সৈন্য
ভিক্টরী	২৪	২০০
বৃটানায়া	১৮	১৮০
রিভেঞ্জ	১৮	১৮০
ফেম	১৬	১৫০
হণ্টর	১২	৮০
ডিফেন্স	১৪	৯০
হক	১৮	৯০
ইগল	১৬	১৪০
প্রিন্সেস এমিলিয়া	১৬	১৪০
	১৪৮	১২৫০

উপরের তালিকা ব্যতীত ৬ খানা গলবত তাহার প্রত্যেক খানায় ৮টা কামান এবং ৬০ জন সৈনিক পুরুষ ছিল। ৪ খানা গলবতে ৬টা কামান এবং ৫০ জন সৈনিক ছিল,এ সকল ব্যতীত আরো দুই খানি যুদ্ধ জাহাজ ছিল। এই হইল জলপথের ব্যাপার। স্থলপথে দুইজন সেনানীর অধীনতায় ২ হাজার ৫ শত গোরা এবং দেড়হাজার সেপাই ও মেটে ফিরিঙ্গী লইয়া আংরে

বিজয়ের জন্য ইংরেজগণ বোম্বাই হইতে বহির্গত হন। যথা সময়ে এই বাহিনী বিজয় দুর্গের নিকট উপস্থিত হইল। আংরের দুর্গ হইতে অগ্নিময় গোলক সকল উপযুক্ত পরিমাণে বহির্গত হইয়া বিদেশী অতিথিগণকে সাদরে অভ্যর্থনা করিল। বিজয় দুর্গের রাস্তা ঘাট সুখগম্য না হওয়াতে, ইংরেজদিগকে অগত্যা আংরের গৃহে গমনের আশা পরিত্যাগ করিয়া বোম্বাইয়ে প্রত্যাগমন করিতে হয়। এই অভিযানে ২শত সাদা কালা হত ও তিন শত আহত হয়।

ইংরেজের ভাগ্যসূর্য্যের এখন উদয়ের সময়, তাই তাহারা এই বিপদে বিপন্ন না হইয়া পুনরায় ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তনের বিশেষ-রূপে চেষ্টা করে। বোম্বাই কুটির বড় সাহেব, বিলাত হইতে সৈন্যসহ আগত দুইখানি জাহাজ এবং পূর্ব্বোক্ত জাহাজ ও সৈন্য গণ সহ আংরেকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। এবার তাঁহারা বিজয়দুর্গ বা গিরিয়া আক্রমণ না করিয়া খান্দেরী জয়ের জন্য বহির্গত হন। ইংরেজগণ, দানব বিক্রমে খান্দেরী দ্বীপ আক্রমণ করিয়া অবিরত অগ্নিময় গোলক সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল, আংরের যুদ্ধে দুর্ম্মদ সৈনিকগণও বিপুল পরাক্রমে ইংরেজদিগকে বাধা প্রদান করিতে লাগিল। খান্দেরী দুর্গে উপযুক্ত পরিমাণে যুদ্ধদ্রব্য না থাকায় কামান সকল নিস্তব্ধ ভাব ধারণ করে। অবরুদ্ধ দুর্গের সহায়তার জন্য আংরে পাঁচ খানি গলবত যুদ্ধোপযোগী ও আহার্য্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ করিয়া প্রেরণ করেন, তাহারা নিরাপদে খান্দেরী উপস্থিত হইল। অব-রোধের পঞ্চম দিবসে ইংরেজের জল ও স্থল উভয় সৈন্য মিলিত হইয়া দুর্গ আক্রমণ জন্য গমন করে। অতি কষ্টে তাঁহারা তীরে

নামিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্য দুর্গাক্রমণ করিলে হিন্দুসৈন্যের অবিরাম অগ্নিবর্ষণে তাঁহারা প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল—এই প্রত্যাবর্ত্তনে ইংরেজদিগের যথেষ্ট লোক ক্ষয় হইয়াছিল তাহা বলাই বাহুল্য। পূর্ব্বযুদ্ধে ইংরেজ বুঝিয়াছিল যে বিজয় দুর্গ শত্রুর অভেদ্য। এক্ষণে বুঝিল হিন্দুরা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলে শত্রুর অজেয় হইয়া থাকে।

ফিরিঙ্গীগণকে পরাজয় করিয়া আংরের প্রতাপ খুব বাড়িয়া গিয়াছিল—বিড়ালের সম্মুখে মূষিক যেরূপ বিবাদ না করিয়া আত্মত্যাগ করিয়া থাকে, সেইরূপ ফরাসী—ডচ—ইংরেজ—পর্টুগীজ প্রভৃতি জাতীর ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যুদ্ধ জাহাজ বা বাণিজ্য জাহাজ যাহা কিছু আংরের সম্মুখবর্ত্তী হইত, সকলেই নির্ব্বিবাদে তাঁহার কাছে আত্ম সমর্পণ করিত।

১৭১১ খৃঃঅব্দে ইংরেজেরা আবার আংরে-দমনের জন্য উদ্যোগী হইলেন। এ সময় বিলাত হইতে ৪খানি যুদ্ধ জাহাজ ভারত সমুদ্রে আগমন করে। তাহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১শত ৬০টা কামান ও ৮শত যোদ্ধা অবস্থান করিতেছিল।

ইংরেজ এবার একাকী আংরেকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইল না। পর্টুগীজদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত হইল। এবার তাহারা খান্দেরী বা বিজয় দুর্গ আক্রমণ না করিয়া আলিবাগ আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইল। সমবেত পাঁচ হাজার সৈন্য আলিবাগে সমুদ্রের তটে হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল। ইংরেজ সেনানী গ্রীনহীল ২৪টা উত্তম কামান লইয়া যুদ্ধ স্থলে অবতীর্ণ হইলেন। কোন কোন ইংরেজ বীরত্ব দেখাইয়া দুর্গ-প্রাচীরে উঠিবার চেষ্টা করিতে

লাগিল। হিন্দু যোদ্ধারা বহুসংখ্যক হস্তীসহ শত্রুগণকে ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করিলে তাহাদের প্রতাপে পর্টুগীজেরা পলায়নপর হইল। ইহাদের পলায়নে ইংরেজেরা দুর্ব্বল ও বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। হিন্দুরা এই সুযোগে ঘোরতর বিক্রমে ইংরেজদিগের উপর আপতিত হইলেন। বহুসংখ্যক ইংরেজ নৃশংসরূপে নিহত হইয়া যমলোকের সংখ্যা বর্দ্ধিত করেন। এই ভয়াবহ যুদ্ধে আংরের হস্তে শত্রুদিগের অধিকাংশ কামান এবং যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য-সম্ভার পতিত হইয়াছিল। অবশিষ্ট ইংরেজ কোনরূপে আত্মরক্ষা করিয়া শেষ প্রাপ্ত তল্পি তল্পা লইয়া বোম্বাই প্রত্যাগমন করেন।

স্থলপথে ইংরেজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেও জলপথে তাহারা সাড়ে চারিঘণ্টা ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া কানাজীর একখানি গুরাব জাহাজ হস্তগত করেন। এ পর্য্যন্ত ইংরেজ, কানাজীর কোন জাহাজ হস্তগত করিতে সমর্থ হন নাই। কানাজীর এই জাহাজ ধরিতে পারায় ইংরেজ আপনাকে কৃতকৃতার্থ বিবেচনা করিয়াছিলেন। ইংরেজ বেশীদিন এ জাহাজ ভোগ করিতে পারেন নাই—প্রথম অবকাশেই আংরে এই জাহাজের সহিত ইংরেজের আরো অনেক জাহাজ কাড়িয়া লইয়াছিলেন।

ডচেরাও কানাজীর উচ্ছেদের জন্য বড় কম চেষ্টা করেন নাই। ইহারা বাটেভিয়া হইতে অস্ত্র শস্ত্র পরিপূর্ণ ৭ খানা যুদ্ধ জাহাজ ২ খানা বোম জাহাজ (bomb-vessels) এবং বহুসংখ্যক পদাতি সৈন্য গিরিয়া আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। বলা বাহুল্য যে, তাহারা হিন্দু-বীরত্বের কাছে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করিয়াছিল।

কানাজী আংরে ৩০ বৎসরের উপর ভারত সমুদ্রে সগর্ব্বে

হিন্দু-বিজয়-পতাকা উড়াইয়া ১৭৩৪ খৃঃ * মানবলীলা সম্বরণ করেন। তিনি অসাধারণ বুদ্ধিবলে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করেন, তাঁহার শক্তি দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইয়াছিল। বৈদেশিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে যতবারই যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, ততবারই তাঁহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন।

কান্‌হোজীর মৃত্যুর পর ইংরেজেরা সিদ্দিদের সাহায্যে, আংরেকে পরাজয় করিবার জন্য যথেষ্টরূপে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারা কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

কান্‌হোজীর অন্যতম পুত্র শম্ভাজী আংরে, পিতার ন্যায় শত্রুদিগের হৃদয়ে বিজাতীয় বিভীষিকা উৎপাদন করিয়া হিন্দু বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি মোগলদিগের সহিত ঘোরতর যুদ্ধে আপনার প্রতাপ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ইংরেজেরা স্থলযুদ্ধে তাঁহার শক্তি হ্রাসের কোনরূপ চেষ্টাই করেন নাই। জলপথে যে উদ্যম করিয়াছিলেন, তাহার পরিণাম শোচনীয় হইয়াছিল। শম্ভাজী ইয়ুরোপীয়দের যে সকল জাহাজ হস্তগত করেন,তাহার মধ্যে ইংরেজদের ডারবী (Darby) এবং রেসটোরেসন নামক যুদ্ধজাহাজই সর্ব্বপ্রধান। প্রথম জাহাজে নানাবিধ ধন রত্ন এবং বহুসংখ্যক আরোহী ছিল, তাহার মধ্যে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই বেশী ছিল। টেলীচাচরী কুটির বড় সাহেবের ভগিনী এবং অন্যান্য রমণীগণ অর্থের বিনিময়ে মুক্তি-

* মারহাট্টার ইতিহাস লেখক গ্রাণ্ডডফ বলেন কান্‌হোজী আংরে ১৭২৮খৃঃ মানবলীলা সম্বরণ করেন। গ্রোস বলেন ১৭৩১ খৃঃ তাঁহার মৃত্যু হয়। অপর পক্ষে তুলাজী আংরের ইতিহাস লেখক বলেন কান্‌হোজী আংরে ৩০ বৎসরের উপর দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে রাজত্ব করিয়া ১৭৩৪ খৃঃ ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

লাভ করেন। শেষের জাহাজে ২০টা কামান এবং দুইশত যোদ্ধা ছিল। তাহারা আংরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে প্রেরিত হইয়াছিল।

শম্ভাজীর নিকট হইতে ফরাসীরাও নিষ্কৃতিলাভ করিতে সমর্থ হয় নাই। যুপিটার নামক ৪০টা কামান-যুক্ত ফরাসী জাহাজ আংরের করতলগত হয়। এই জাহাজে দুইশত ক্রীতদাস ছিল। এই সকল জাহাজ আক্রমণ কালে, আংরের লোক সকল এরূপ পরাক্রম দেখাইত যে, তাহাতে ফিরিঙ্গীরা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িত। এরূপ যুদ্ধকালে আংরে অনেক সময় স্বয়ং সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া সকলকে প্রোৎসাহিত করিতেন। জীবনাশা পরিত্যাগ করিয়া একপ্রাণে কার্য্য না করিলে শ্রীভগবান্ কাহারও প্রতি সুপ্রসন্ন হন না। এবং তাঁহার প্রসন্নতা ব্যতীত বিজয়শ্রী লাভ করা যায় না। শম্ভাজী ১৭৫৭ খৃঃ (কোন মতে ৪৮ খৃঃ) আংরে কুলগৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অপুত্রক অবস্থায় সংসারলীলা সম্বরণ করেন।

তুলাজী আংরে,শম্ভাজীর মৃত্যুর পর আংরে বাহিনী পরিচালনা করেন। ইহাঁর প্রতাপে বৈদেশিকগণকে বড় কম উদ্বিগ্ন হইতে হয় নাই। ইহার অনুমতি পত্র ব্যতীত যে কোন জাহাজ পশ্চিম সমুদ্রে গমন করিয়াছিল, সে জাহাজই আংরে কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী আংরেরা, যত না জাহাজ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, ইনি তাহা অপেক্ষা বেশী সংখ্যক জাহাজ জয় করিয়াছিলেন। ইহার ভয়ে ইংরেজকে আপনার বাণিজ্য রক্ষার জন্য বাৎসরিক পাঁচলক্ষ টাকা ব্যয় করিতে হইত। তুলাজী ১৭৪৮ খৃঃ ইংরেজ রণতরী ধ্বংস করিবার জন্য কমডোর জেম্‌স পরিচালিত নৌবাহিনীকে ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পর বৎসর লিসলি পরিচালিত ইংরেজ বহর, তুলাজী অকুতোভয়ে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইংরেজ রণতরীর মধ্যে কোন কোন জাহাজে ৫০ হইতে ৬৪টা কামান ছিল। এরূপ ভয়াবহ রণপোত সমূহ সহ সংগ্রাম করা বড় সাধারণ কথা নহে। ইহার অল্পদিন পরে তুলাজী ডচ্‌দের তিনখানি যুদ্ধ জাহাজ আক্রমণ করেন। যথাক্রমে ৫০।২৬ এবং ১৮টা কামান দ্বারা তাহা সুরক্ষিত ছিল। মকর যেরূপ মৎস্যদলকে আক্রমণ করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, সেইরূপ আংরের বাহিনী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় তাহাদের উপর আপতিত হইল। ডচেরা ঘোরতর বিক্রমে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও আংরের কাছে তাহারা কোনরূপে নিষ্কৃতি পাইল না। বড় দুইখানি জাহাজ তাঁহার প্রচণ্ড আক্রমণে দগ্ধ হয়, অন্যখানি আত্ম-সমর্পণ করিয়া নিষ্কৃতিলাভ করে। এই সময় তুলাজী অনেকগুলি নূতন জাহাজ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন। যদি তাঁহার আশানুরূপ কার্য্য সকল সম্পন্ন হইত তাহা হইলে ফিরিঙ্গীদের সমবেত শক্তি তাঁহার কিছুই করিতে পারিত না।

এ সময় পেশওয়ার সহিত আংরের মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। পেশওয়া স্বীয় বাহুবলে আংরেকে দমন করিতে সক্ষম হইবেন না বিবেচনা করিয়া, ইংরেজদের সহায়তা প্রার্থনা করেন। ইংরেজও তাহাই খুঁজিতেছিলেন। পেশওয়ার প্রার্থনা তাঁহারা সাদরে পূরণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। পেশওয়ার সেনানী রামজীপন্ত ৪ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া একে একে আংরের অনেকগুলি দুর্গ হস্তগত করিলেন। এই সময় নৌসেনানী ওয়াটসন, তাঁহার রণতরী

দল সহ বোম্বায়ে উপস্থিত হন। ক্লাইবও এই সময় তথায় আগমন করেন। ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৭৫৬ খৃঃ বোম্বাই কুটীর সাহেবদের সভায় স্থির হইল যে, লুট করিয়া যে টাকা পাওয়া যাইবে তাহা আপোষে বিভাগ করিয়া লওয়া হইবে। ক্লাইবের অধীনতায় ৭ শত গোরা ৩ শত মেটে ফিরিঙ্গি এবং ৩ শত সিপাই রহিল। পেশওয়ার নৌসেনানী নারায়ণ পন্ত ৩।৪ খানা গুরব ও ৪০।৫০ খানা গলবত লইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ওয়াটসন ও ক্লাইব গিরিয়ার কাছে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন পেশওয়ার সৈন্য যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে তাহারাই সর্ব্বপ্রথমে দুর্গে প্রবেশ করিবে, তাহা হইলে লুটের টাকা তাহাদের হস্তগত হইবে। এই আশঙ্কা করিয়া ফরবেশনামা একজন গোরাসেনানী "যে কেহ মারহাট্টা সিপাই দুর্গের দিকে গমন করিবে তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন" এইরূপ প্রচার করিয়া তিনি দুর্গ অধিকার করিতে অগ্রসর হন। অপর দিকে ওয়াটসন জলপথে দুর্গ আক্রমণ করেন। ঘটনাক্রমে আংরের যুদ্ধ-জাহাজের বারুদখানায় আগুন লাগিয়া সমস্ত জাহাজ ভস্মীভূত হয়। এইরূপে দুর্গ মধ্যেও আগুন লাগিয়া সমস্ত নষ্ট করিয়া ফেলে। এইরূপ নামমাত্র যুদ্ধে ফিরিঙ্গি-গর্ব্ব খর্ব্বকারী আংরের নৌশক্তি আরব সমুদ্র গর্ভে নিমজ্জিত হইল। হিন্দু যদি হিন্দুকে রক্ষা করিত -হিন্দু যদি ব্যক্তিগত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া হিন্দুকে আপনার করিয়া লইতে জানিত, তাহা হইলে হিন্দুর এরূপ শোচনীয় অবস্থা হইত না। হিন্দুর জন্য হিন্দুর পতন হইয়াছে; সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিন্দুকেই ভোগ করিতে হইবে।

আমাদের "আজন্ম ভাগ্যবিজয়ী সৈনিক" ক্লাইব এই

হাস্যকর যুদ্ধে কিরূপ প্রতিভা দেখাইয়াছেন তাহা আমরা জানি না। এই যুদ্ধের লুণ্ঠিত দ্রব্যে ক্লাইবের বাক্স পরিপূর্ণ হইয়াছিল তাহা আমরা অবগত আছি। আরও অবগত আছি যে, তিনি এক জন দর্শকরূপে দাঁড়াইয়া ওয়াটসনের অগ্নিক্রীড়া দেখিয়াছিলেন মাত্র। *

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গিরিয়া গ্রহণের পর ক্লাইব প্রভৃতির বোম্বাই প্রদেশে অবস্থান করিবার আবশ্যক হইল না। তাঁহারা করমণ্ডল উপকূল অভি-মুখে যাত্রা করিলেন। ২০শে জুন (১৭৫৬) ক্লাইব সেণ্ট ডেভিড দুর্গে উপস্থিত হইয়া তথাকার সেনাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করেন। ঘটনা ক্রমে এই দিন কলিকাতার ইংরেজদের দুর্গতির সীমা ছিল না। সেকালের ইংরেজ বণিকেরা রাজার ভূমিতে বাস করিয়াও রাজ-আজ্ঞার বিরুদ্ধে কার্য্য করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইত না। অর্থলোভে রাজদ্রোহীকে আশ্রয় দিতে

---

* Though colonel Clive claimed some merit in this action, he was a mere spectator of the admiral, and his fleet's success and gallantry; which inspired him with envy the passion of little souls; if he had no share in the glory of reducing this place, he did not forget to demand a part of the booty. Page 30. Vol. 1. Carraccioli's. Life of Clive.

তাঁহারা কিছু মাত্র সঙ্কুচিত হইতেন না। এই সকল কারণে ইংরেজকে, নবাব সিরাজদৌলার ক্রোধবহ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছিল। কলিকাতার ইংরেজদিগের সর্ব্বনাশ সংবাদ মাদ্রাজে ১৬ই আগষ্টের পূর্ব্বে নীত হয় নাই। এই সংবাদ পাইয়াই মাদ্রাজের কর্ম্মচারীগণ ক্লাইবকে সেণ্ট ডেভিড হইতে মাদ্রাজে উপস্থিত হইবার জন্য আহ্বান করেন। সেনানী লরেন্স এসময় অসুস্থ থাকায় মাদ্রাজের কতৃপক্ষ ক্লাইবকে কলিকাতায় তাঁহাদের প্রাধান্য পুনঃস্থাপনের জন্য নির্ব্বাচন করেন। কলিকাতার কুঠিতে ইংরেজ-প্রাধান্য সংস্থাপন জন্য যে পদাতিক দল সংগ্রহ হইল ক্লাইব তাহার নায়ক হইলেন। নৌসেনানী ওয়াটসন রণতরী সমূহের প্রধান হইয়া বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

এই সময় মাদ্রাজ হইতে ক্লাইব বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষদের কাছে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

"মুসলমান কতৃক কলিকাতা জয় এবং তাহাতে বিশেষ করিয়া কোম্পানীর এবং সাধারণতঃ আমাদের দেশের যথেষ্ট ক্ষতি হইয়াছে। এখানকার প্রত্যেক অধিবাসীর হৃদয় শোক ও দুঃখে পরিপূর্ণ হইয়াছে। এই বর্ব্বরতার প্রতিশোধ লইবার জন্য আমি রণতরী দলের সহিত গমন করিতে প্রস্তুত হইয়াছি। আমি বিবেচনা করি, এই অভিযান কলিকাতা গ্রহণ করিয়াই নিরস্ত হইবে না, কিন্তু যাহাতে চিরকালের জন্য কোম্পানীর স্বত্ব সুরক্ষিত হয় তাহা করিব। নবাবের সৈন্যের কাছে পরাজয় অপেক্ষা, তথাকার জলবায়ুর ভাবনাই বিশেষ চিন্তার বিষয় হইয়াছে। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ ঘোষণায় এই অভিযানের

সফলতার পক্ষে যদি কোন প্রকার প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ফরাসীদিগকে চন্দননগর চ্যুত করিয়া কলিকাতাকে সুরক্ষিত করিব। দেশের প্রতি ও কোম্পানীর প্রতি আমার কি করা কর্ত্তব্য সে জ্ঞান আমার ভালই আছে। আমি যে কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছি, তাহা পূরণ করিতে আমার পক্ষে কোন রূপ ত্রুটি হইবে না। ইত্যাদি।

(স্বাক্ষর) আর ক্লাইব। মাদ্রাজ ১১ই অক্টোবর ১৭৫৬।

ক্লাইব, এই সময় হইতেই চন্দন নগর ধ্বংসের কল্পনা হৃদয়ে পোষণ করেন। ক্লাইবের যত কেন দোষ থাকুক না, তিনি স্বদেশের গৌরব সাধনের জন্য অসীম বিপদ সমুদ্র মধ্যে এদিক ওদিক না দেখিয়া ঝম্প প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহার এই অতি-সাহসের জন্য, তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতার জন্য তিনি প্রশংসনীয় সে বিষয় সন্দেহ নাই। ৩১ বৎসরের যুবক স্বদেশের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য, ইহ সংসারের মায়া মমতা, চামড়ার ক্ষণিক সুখ দুঃখের কথা ভুলিয়া গিয়া স্বদেশপ্রেমে উন্মত্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার এই উদাহরণ স্বদেশপ্রেমিকের কাছে প্রীতির সহিত গৃহীত হইবে, সে বিষয় অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

১৭৫৬ খৃঃ অব্দের ১৩ই অক্টোবর মাসে ক্লাইব ৮৮৭ গোরা এবং ১ হাজার ১ শত কালা সিপাহী সহ কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। মাদ্রাজ হইতে তাঁহাদিগের সমুদ্র যাত্রা বড় সুবিধা জনক হয় নাই। তাঁহাদিগের আহার্য্য দ্রব্য নিঃশেষপ্রায় হইয়াছিল। পাছে অন্নাভাবে ক্লিষ্ট হইতে হয় এজন্য যাত্রিগণকে অর্দ্ধাশনে থাকিতে হইয়াছিল। হিন্দুসৈন্য অন্নাভাবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল, তথাপিও ম্লেচ্ছ দুষিত অন্ন গ্রহণ করেন

নাই। এইরূপ ঘোরতর অভাবের সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহারা ফল্‌তায় বিপন্ন, বিতাড়িত ইংরেজদিগের সহিত মিলিত হন। মাদ্রাজ হইতে সাহায্য আসিয়াছে দেখিয়া ফল্‌তার বিপন্ন ইংরেজ-দিগের হৃদয় উৎসাহে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। ফল্‌তার জলবায়ুর প্রভাবে অধিকাংশ ইংরেজকে শয্যাশায়ী হইতে হইয়াছিল। সেনানী কিলপাট্রিক মাদ্রাজ হইতে ২২৬ জন সৈন্য লইয়া ফল্‌-তার ইংরেজদের সাহায্য করিতে পূর্ব্বেই আগমন করেন। তিনি গোলাগুলি ও কামানের স্বল্পতার জন্য মাঝে মাঝে লুট তরাজ করিয়া আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিতেন মাত্র;—কলিকাতা উদ্ধার করিতে সাহসী হন নাই। যে সময় ক্লাইব প্রভৃতি ফল্‌তায় আগমন করেন সে সময় কিলপাট্রিকের ক্ষুদ্র সেনাদলের মধ্যে ৩০ জন মাত্র কার্য্যক্ষম ছিল। পাঠক! ইহাতেই বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশের জল বায়ু ইংরেজদিগের প্রতি কিরূপ প্রতি-কূল আচরণ করিয়াছিল। অপর পক্ষে এরূপ কথিত হয় যে, রাজ-দ্রোহী নবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যক্তিগণ গুপ্তভাবে ইংরেজেদিগকে আহার্য্য প্রদান করিয়া সাহায্য করে। ক্লাইবের সহযাত্রী সৈন্যগণের অবস্থাও বড় ভাল ছিল না। তিনি স্বয়ং রুগ্ন হইয়াছিলেন, অন্য গোরারা প্রচুর পরিমাণে খাদ্য দ্রব্য না পাওয়াতে স্কার্ভী নামক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হইয়াছিল।

নৌসেনাপতি ওয়াটসন ও ক্লাইব তাঁহাদিগের জীর্ণ-শীর্ণ ও রুগ্ন সৈন্যগণ সহ ১৫ই ডিসেম্বর ফল্‌তায় উপস্থিত হন। নিজেদের এবং ফল্‌তার বিপন্ন ইংরেজদিগের দুর্দ্দশা দেখিয়া ক্লাইব অবসন্ন না হইয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত রাজা মাণিকচাঁদকে নিম্নলিখিত মর্ম্মের পত্রখানি প্রেরণ করেন ঃ—

"মাদ্রাজ হইতে এদেশে আসিয়া শুনিলাম, আপনি ইংরেজ কোম্পানীর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও বন্ধুত্ব দেখান। এজন্য আমি আপনাকে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। শুনিলাম আপনি ইতি-পূর্ব্বে কোম্পানীকে সহায়তা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন, বর্ত্তমান কালে আপনার সেই সহায়তা আবশ্যক হইয়াছে। আশা করি আপনি সেই ভাব রাখিবেন। ১৪ই ডিসেম্বর ১৭৫৭।"

পাঠক পত্রখানি পাঠ করুন। ৩১ বৎসরের একজন যুবক ধন জন ও মান্যে তাহা অপেক্ষা অনেক অংশে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিকে কিরূপ ভাবে পত্র লিখিল। এই পত্র পাঠ করিয়া মাণিকচাঁদের বুদ্ধি বিবেচনা অন্তর্হিত হইল—তিনি বুঝিলেন এ শ্বেতকায়েরা বড় সামান্য জীব নহে। আমা হেন ব্যক্তিকে যখন এরূপ নায়েবি ভাবে পত্র লিখিয়াছে, তখন না জানি তাহারা কত বড় পরাক্রান্ত কত বড় বুদ্ধিমান জাতি। ক্লাইবের এই পত্র পাইবামাত্র মাণিক-চাঁদ সম্মোহিত হইয়া রাধাকৃষ্ণ মল্লিক নামক তাঁহার জনৈক বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সদ্ভাবপূর্ণ পত্রসহ ফলতায় প্রেরণ করেন।

ক্লাইব কেবল মাত্র মাণিকচাঁদকে পত্র লিখিয়া ক্ষান্ত রহিলেন না। এখন খোদ নবাবকে যে পত্র লেখেন নিম্নে তাহার মর্ম্ম দেওয়া গেল ঃ—

আমার এদেশে আসিবার কারণ নবাব সালাবৎ জঙ্গ, আনারুদ্দীনখাঁ এবং গভর্ণর পিগটের পত্রে তাহা পূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। বহুসৈন্যসহ আমি বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছি এ কথাও আপনি নিঃসন্দেহে অবগত হইয়াছেন।

আপনার নিজের ও দেশের কল্যাণের জন্য চিন্তা করা উচিত, আপনার রাজ্যে—আপনার লোক কর্ত্তৃক ইংরেজদিগের

কুটী লুণ্ঠিত এবং কোম্পানীর বহুসংখ্যক কর্ম্মচারী ও অন্যান্য অধিবাসী নিষ্ঠুরতার সহিত নিহত হইয়াছে। এই সকল অত্যাচার আমার ধারণা আপনার অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। আশা করি অনুষ্ঠাতৃগণকে যথেষ্টরূপে দণ্ডিত করিবেন। আপনার ক্ষমতা ও সাহস বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবগত আছে। দশ বৎসর অবিরাম যুদ্ধ করিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে (ভগবানের কৃপায়) বিজয়ী শ্রী লাভ করায় আমি চিরস্থায়ী কীর্ত্তি লাভ করিয়াছি। আমার বিশ্বাস আছে এ প্রদেশেও ঈশ্বর কৃপায় সেইরূপ সৌভাগ্য লাভ করিব। যদি যুদ্ধই একান্ত আবশ্যক হয় তাহা হইলে কিছু আমরা উভয়েই বিজয় শ্রী লাভ করিতে সক্ষম হইব না। রণলক্ষ্মী কিরূপ চঞ্চলা সে বিষয় আপনি একটু চিন্তা করিবেন। এই বিপদ পরিহারের যদি আপনার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোম্পানীর এবং তাহার ভৃত্য ও প্রজাবর্গের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করুন, তাহাদিগের কুটী ফিরাইয়া দিন, এবং তাহাদিগের বাণিজ্য বিষয়ক যে সকল ক্ষমতা ছিল তাহা প্রত্যর্পণ করুন। আপনি এইরূপ সুবিচার করিলে আমাকে অকৃত্রিম বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন এবং আপনারও অনন্তকাল যশঃ ঘোষিত হইবে। ইহাতে উভয় পক্ষের বহুসহস্র ব্যক্তির জীবন রক্ষিত হইবে, অন্যথা তাহারা বিনা অপরাধে নিহত হইবে। এ বিষয় আর কি বেশী বলিব? ১৭ই ডিসেম্বর ১৭৫৭।

পাঠক! ক্লাইবের এই নরম গরম স্বরের পত্রখানি একটু ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। ইংরেজের মুরুব্বী আনারুদ্দীন্, ইহলোক পরিত্যাগ করিলেও বুদ্ধিমান ক্লাইব তাঁহার নাম গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। পত্রের প্রথমে নবাব সালাবৎ জঙ্গ,

ও আনারুদ্দীন খাঁর দোহাই দিয়া দেখাইরাছেন যে, তিনি একটা যে সে লোক নন। তিনি যেন ধর্ম্মের অবতার বহুসহস্র বিজয়ী সৈন্য লইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অকারণ লোক হত্যা করিতে ইচ্ছুক নন। ইংরেজ হত্যা (এখানে অন্ধকুপের নাম গন্ধ নাই) কলিকাতা লুণ্ঠন প্রভৃতি সিরাজের অজ্ঞাতসারে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, এই সকল কার্য্য যাহারা করিয়াছে তাহাদিগকে দণ্ড এবং কোম্পানীর ক্ষতিপূরণ করিলেই সমস্ত মিটিয়া যায়। তার পরে সিরাজের সাহসের কথা কহিয়া, ক্লাইব নিজের আত্মগরিমা করিয়াছেন এবং অবশেষে তাঁহাকে "ফেরেণ্ড"রূপে গ্রহণ করিতে অনুরোধ ! ক্লাইবের ধৃষ্টতা অপরিমেয়। অপর পক্ষে ওয়াটসন এই সময়ে নবাবকে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহার গাম্ভীর্য্য ও নবাবের পদগৌরব রক্ষিত হইয়াছে।

ক্লাইব প্রভৃতি ফল্‌তায় উপস্থিত হইয়া কলিকাতা আক্রমণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, অথচ মাণিকচাঁদও নবাবকে শান্তি সংস্থাপনের জন্য অনুরোধ করিতেও বিরত রহিলেন না। ভিতরে ভিতরে তাঁহারা বজবজ, তানা ও কলিকাতায় নবাবের কত সৈন্য সামন্ত আছে, সে সকল বিষয়ের সংবাদ লইতে লাগিলেন। ক্লাইব প্রভৃতি যে সময় কুল্পীতে উপস্থিত হন, সেই সময় মাণিকচাঁদ চরমুখে ইংরেজ সৈন্যের এদেশে আগমন কথা অবগত হইয়া নবাব-সমীপে সেই সংবাদ প্রেরণ করেন। ইংরেজ রণতরীর আগমন পথরোধ করিবার জন্য মাণিকচাঁদ ইংরেজদিগের ভূতপূর্ব্ব সর্দ্দার মাজী (সারেং) হবুকে গঙ্গাগর্ভে জাহাজ ডুবাইয়া রাখিতে আদেশ করেন।

ক্লাইব প্রভৃতি এ সময় সংবাদ পান যে কলিকাতায় নবাবের

৩৩২টি অশ্ব ১ হাজার ১ শত বরকন্দাজ ৫ শত পাইক অবস্থান করিতেছে। তানাতে ৩ শত পদাতিক, তানার অপর পার মেটেবুরুজে ৬ টা কামান, তানায় ৯ টা কামান, হলওয়েলের বাগানে (চাঁদপাল ঘাটের উত্তর) ৫ টা, সরমানের বাগানে ৫টা, ছুতোর খোলায় ২ টা, গঙ্গার উপরকার বুরুজে পূর্ব্বের ন্যায় ওয়াটসনের বাড়ীতে ২টা, সেঠের ঘাটে ২টা, মাগুজ (চাঁদপাল ঘাটের দক্ষিণে) ঘাটে ২টা এবং গঙ্গার উপরও কয়েকটী কামান রাখা হইয়াছে। তানার সম্মুখে গঙ্গাগর্ভে ৩খানা স্লুপ জাহাজ এবং আরো ২খানা নৌকা ডুবাইবার জন্য মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। নবাবের লোক সকল জন সাধারণকে বোমা ব্যবহার করাইতে শিক্ষা দিতেছে। বলা বাহুল্য এ সকল সংবাদ অবগত হইয়া ইংরেজেরা বড় প্রীতিলাভ করিতে পারে নাই। গঙ্গার গতি ভালরূপ জ্ঞাত না থাকায় এবং অবশিষ্ট জাহাজ উপস্থিত না হওয়াতে ইংরেজদিগকে অগত্যা ফল্‌তাতে কিছুদিন অবস্থান করিতে হইয়াছিল। ক্লাইব এ সময় মাণিকচাদের নিকট হইতে প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হন, তাহাতে তিনি নবাবের প্রতি অসম্মান সূচক বাক্য উঠাইয়া দিয়া ভদ্র ভাবের একখানি চিটির খসড়া করিয়া দেন। তারপর লেখেন "আপনি শান্তিস্থাপনের যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা ভাল মানুষের মতনই কথা, শান্তির অপেক্ষা ভাল কথা আর কিছুই নাই। রাধাকৃষ্ণ মল্লিকের কাছে আমার মত অবগত হইবেন। আশাকরি আপনি, আপনার কুশল কথা জানাইবেন এবং আমাকে আপনার শুভানুধ্যায়ী বলিয়া গ্রহণ করিবেন। ২২শে ডিসেম্বর ১৭৫৭।"

ক্লাইব ২৫ শে ডিসেম্বর মাণিকচাঁদকে প্রত্যুত্তর লেখেন, "আপনি নবাবকে যে ভাবে আমাকে পত্র লিখিতে কহিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ে আমি সেরূপ পত্র লিখিতে অপারগ। আমি আর নবাবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করি না। তিনি আমাদের যে অনিষ্ট করিয়াছেন আমি বাহুবলে তাহার প্রতিকার সাধন করিব।" ইত্যাদি। ২৭শে ডিসেম্বর ইংরেজদের কালা সেপাইরা স্থলপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিল, অন্যান্য সৈন্য জাহাজে করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। ক্লাইবের ইচ্ছা ছিল সৈন্যগণকে স্থল-পথে না পাঠাইয়া জাহাজে লইয়া যাইবেন। এই বিষয় লইয়া ওয়াটসনের সহিত তাঁহার একটু মনোমালিন্য উপস্থিত হয়। ক্লাইবকে অগত্যা তাহা নীরবে সহ্য করিতে হইয়াছিল। ২৮শে ইংরেজবাহিনী মায়াপুরে উপস্থিত হয়। এই স্থানে একদল গোরা, কালা সেপাইসহ মিলিত হইয়া স্থলপথে বজবজ অভিমুখে যাত্রা করে। ১৬ ঘণ্টার উৎকট পরিশ্রমের পর ইংরেজের সৈন্য দিবা ৮টার সময় বজবজ দুর্গের ১ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হয়।

মাণিকচাঁদ দুই হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য (Ivis বলেন ৩ হাজার) লইয়া ইংরেজকে আক্রমণ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। যথা সময়ে সাহায্য না পাইলে এ যাত্রায় ক্লাইবকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইতে হইত। বাঙ্গালীরা শত্রু আক্রমণকালে প্রাণের প্রতি কিছুমাত্র মায়া দেখায় নাই, উপযুক্ত নায়ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইলে তাহারা বজবজ ক্ষেত্রে বিজয় লাভ করিতে পারিত, সে বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। এই অর্দ্ধ ঘণ্টার যুদ্ধে ক্লাইব পরিচালিত সৈন্যের ১ জন পদস্থ এবং ৯ জন গোরা মৃত, ৮ জন গোরা আহত হইয়াছিল। ক্লাইব বলেন,

এই যুদ্ধে মাণিকচাঁদের ১ শত সেপাই ৪ জন জমাদার হত ও আহত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন ইহা অপেক্ষা বহুসংখ্যক দেশী সিপাহী যুদ্ধকালে নিহত হইয়াছিল। মাণিকচাঁদ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে দুর্গে প্রবেশ করিলেন। ক্লাইব প্রভৃতিও সমস্তরাত্রের কষ্টে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। ইংরেজদিগের ভাগ্যক্রমে মাণিক চাঁদ বিশেষ বাধা প্রদান না করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করায় ক্লাইব প্রভৃতি একটু বিশ্রামের অবকাশ লাভ করিলেন।

ইংরেজদিগের যুদ্ধজাহাজ বজবজের নিকট উপস্থিত হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ হইতে অগ্নিবর্ণ গোলা সকল অবিরাম নিক্ষেপ করিতে-ছিল। বাঙ্গালীরাও সাদরে তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিল। ইহাতে কেণ্ট ও টাইগার জাহাজের জনকয়েক লোক আহত ও নিহত হইয়াছিল. ডাক্তার আইভিস্ বলেন ইংরেজ পক্ষে ২০ জনের অধিক আহত ও নিহত হইয়াছিল। সেনানী ক্লাইব বিশ্রামের অবকাশ প্রাপ্ত হইয়াই নৌসেনানী ওয়াটসনের সহিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য পরামর্শ করেন। তাহাতে তাঁহারা স্থির করিলেন যেরূপ অবস্থা তাহাতে আপাততঃ যুদ্ধ স্থগিত রাখিয়া পরদিবস প্রাতঃকালে সমস্ত সৈন্য সহ দুর্গ আক্রমণ করা যাইবে। প্রাণরক্ষায় বিব্রত নির্ব্বোধ মাণিকচাঁদ বজবজে ইংরেজদিগকে যদি একটু দৃঢ়তার সহিত বাধা দিতেন, তাহা হইলে আর তাহা-দিগকে কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে হইত না। এ সংঘর্ষণেও আমরা দেখিতে পাই, নেতার দুর্বুদ্ধির জন্য সেনাদলের উপর কলঙ্কের বোঝা অর্পিত হইল। সিরাজের পতনের সূত্রপাত হইল। ক্লাইব ও ওয়াটসন যখন অবসন্ন হইয়া ভাবী কার্য্যের চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন, তখন সন্ধ্যাকালে কেণ্ট জাহাজের একজন

খালাসি মদের ঝোঁকে, দুর্গের যে স্থান গোলার আঘাতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল সেই স্থান দিয়া দুর্গের মধ্যে গমন করে। তথায় গিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিজয় শব্দে দিঙ্‌মণ্ডল মুখরিত করিতে আরম্ভ করে। খালাসির আচরণ দেখিয়া নিকটে যে কয়েক জন সিপাহী ছিল তাহারা আসিয়া গোরাকে আক্রমণ করে গোরার শব্দ শুনিয়া আরো কয়েকটা গোরা তাহার কাছে উপস্থিত হয় ও তাহাকে কালার হস্তে আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা করে। তারপর শব্দ শুনিয়া অপর গোরা ফৌজ আসিয়া দুর্গ অধিকার করে। এই হইল বজবজের যুদ্ধের ইতিবৃত্ত। ইহার ভিতর ৮টা কেহ বলেন ২০টা কামান ও ৪ পিপা বারুদ ব্যতীত আরো অনেক দ্রব্য ইংরেজদের হস্তগত হয়।

শ্রীভগবান্ কাহার দ্বারা কি কার্য্য করান তাহা বুঝা বড় দুরূহ ব্যাপার একটা মাতান গোরা যাহাকে মদ্যপ ও ঘৃণা করিয়া থাকে সেও ইংলণ্ডের অভ্যুদয়ের কারণ স্বরূপ হইল!

বজবজ যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন যুদ্ধ করিবার পূর্ব্বেই তিনি বিজয়শ্রী লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, কালা আদমিকে পদদলিত করিতে কিছুমাত্র প্রয়াসের প্রয়োজন হইবে না। কিন্তু বজবজ যুদ্ধে তাঁহার সে ধারণা সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হইল। তিনি দেখিলেন কালা আদমি মরিতে জানে—যুদ্ধকালে প্রাণ প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হয় না। তাই তিনি লিখিলেন "ভবিষ্যতে নবাবকে প্রকাশ্য ক্ষেত্রে জয় করিতে কতদূর সমর্থ হইব সে বিষয় আমি কোন মত প্রকাশ করিতে অক্ষম।"

ক্লাইব এই পত্রের এক স্থলে লিখিয়াছেন "নবাবের সৈন্য যদি আরো আক্রমণ করিত তাহা হইলে আমাদের পক্ষে মৃত্যু সংখ্যা আরো অনেক বাড়িয়া যাইত।" কাপুরুষ মাণিকচাঁদ

যদি একটু সাহস অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে ইংরেজ কখনই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত না। ইংরেজের কামান অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল—নবাবসৈন্যের অবস্থান বিষয়ক সংবাদ অজ্ঞাত থাকায় যে কোন সময়ে তাহারা অকস্মাৎ আক্রান্ত হইয়া বিপদগ্রস্ত হইতে পারিত। ভীরু মাণিকচাঁদ ইংরেজ মর্দ্দনের এই মাহেন্দ্রক্ষণ পরিত্যাগ করায় ইংরেজ রাজলক্ষ্মী এদেশে আপন প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইল।

মাণিকচাঁদ পরিখা পরিবেষ্টিত বজবজের সুদৃঢ় দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে ইংরেজসৈন্য বিনা আয়াসে তাহা হস্তগত করিল। ইংরেজের এরূপ সৈন্য ছিল না যে তাহা হস্তগত করিয়া রাখে, পাছে তাহা পুনরায় নবাবের হস্তগত হয় এই আশঙ্কায় তাহারা বজবজ দুর্গ ধ্বংস করিয়া ফেলে।

বজবজ গ্রহণের পর দিবস, জল ও স্থলপথে ইংরেজ বাহিনী কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। জলপথে ইংরেজ-দিগের আগমনপথ রোধ করিবার জন্য হুগলীর ফৌজদার নন্দ-কুমার এবং মাণিকচাঁদ যথেষ্ট পরিমাণে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমস্ত প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়াছিল। তাঁহারা ইংরেজদের সর্দ্দার মাঝি (সারং) হবুকে ৩ খানা স্লুপ জাহাজ ও মৃত্তিকাপূর্ণ ২ খানা জাহাজ তানার সম্মুখবর্ত্তী গঙ্গায় ডুবাইয়া রাখিতে আদেশ করেন। হবু ইংরেজের লবণ মহিমায় মুগ্ধ হইয়া আপনার দেশের রাজার বিরুদ্ধ আচরণ করিতে পশ্চাৎপদ হইল না।

১লা জানুয়ারী ইংরেজ রণতরী তানার সম্মুখবর্ত্তী হইল। সুবোধ মাণিকচাঁদ প্রাণ লইয়া পলায়নকালে এ অঞ্চলে নবাবের যে সকল সৈন্য ছিল তাহাদিগের মস্তকের ভিতর ইংরেজের

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, যুদ্ধজাহাজের অদ্ভুত ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয় প্রবেশ করাইয়া দিয়া উত্তরাভিমুখে পলায়ন করেন। তানা, মেটেবুরুজ প্রভৃতি দুর্গের সৈন্য সকল ও সেনানায়কের উৎকৃষ্ট উদাহরণে অনুপ্রাণিত হইয়া পৈত্রিক প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। ইংরেজেরা বিনা বাধায় তানা প্রভৃতি স্থান অধিকার করিল। কলিকাতা দুর্গ হইতে জন কএক যোদ্ধা দুর্ব্বৃত্ত মাণিকচাঁদ প্রভৃতির উদাহরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মনুষ্যের ন্যায় একত্র হইয়া ইংরেজদিগের উপর কিয়ৎক্ষণ গোলাগুলি চালাইয়া ছিল। ইহার ফলে ইংরেজদিগের ৯।১০ জন গোরাকে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে হইয়াছিল। ক্লাইব, কোম্পানীর সৈন্য লইয়া স্থলপথে দুর্গ আক্রমণ করেন। কিন্তু ইংলণ্ডেশ্বরের সৈন্য সর্ব্ব প্রথম দুর্গে প্রবেশ করিয়া পতাকা স্থাপন করেন। ক্লাইব দুর্গে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলে কাপ্তেন কুট, ওয়াটসনের আদেশে তাঁহাকে দুর্গে প্রবেশ করিতে নিষেধ করেন। একথা শুনিয়াই ক্লাইব অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠেন। ক্লাইবের ধারণা এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছিল যে, কোম্পানীর বাঙ্গালার কর্ম্মচারীরা তাঁহাকে বড় প্রীতির চক্ষে দেখেন না, তাহারা নানা কথায় সেনানী ওয়াটসনকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়াছে। ক্লাইবের ইচ্ছা ছিল যে বজবজের নিকটবর্ত্তী স্থানে জাহাজ হইতে নামিয়া যুদ্ধ করেন কিন্তু তাহা না হওয়াতে ক্লাইব মনে মনে ওয়াটসনের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন। এক্ষণে সামান্য কর্ম্মচারী মুখে এরূপ কথা শুনিয়া তিনি যার পর নাই ক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন। অনন্তর ক্লাইব ও ওয়াটসন উভয়েরই একজন বন্ধুর মধ্যস্থতায় এই বিবাদ মিটিয়া যায়।

ক্লাইব এসময় কলিকাতাবাসী ইংরেজদিগের চরিত্রের উপর এরূপ বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন যে পেরু বা মেক্সিকোর সমস্ত ধনরত্ন পাইলেও ইহাদের সঙ্গে থাকিতে তাঁর প্রবৃত্তি ছিলনা। আমরা জানিনা উদ্ধত প্রকৃতি ক্লাইব তাঁহার স্বদেশবাসীর উপর যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহারা কতদূর দোষী ছিলেন। ক্লাইব-চরিত্র দেখিলে বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, তিন মিলে মিশে কার্য্য করিতে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত ছিলেন। কার্য্য করিতে পারুন আর নাই পারুন কার্য্য করিবার ইচ্ছাটা খুব ছিল। শূন্যপ্রায় বজ্‌বজ্‌ বা কলিকাতা অধিকার কালে তাঁহার কৃতিত্ব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি ইহাতে কেহ কিছুমাত্র প্রশংসা পাইবার যোগ্য থাকেন ত কাপ্তেন কূটই সেই প্রশংসা পাইবার যোগ্য পাত্র।*

---

* He (Clive) had neither personal accomplishments, nor endearing qualities that could perpossess either sex in his favour ; he was short, inclined to be corpulent, awkward, and unmannerly ; his aspect was gloomy, sullen and forbiding ; his temper morose and intractable, his apprehension dull, and his mind unadorned by classical knowledge, though he seemed averse to the drugery and confinement of a country house, all the time he was employed in that servile capacity, his companions did not perceive that he had other views and mliitary talents, till he shewed them in the field.

Caraccıol's Lord Clive, 12 P. Vol 1.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

—o—

ইংরেজেরা শূন্যপ্রায় কলিকাতা কিরূপে হস্তগত করেন, তাহা পূর্ব্বের পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। কলিকাতা হস্তগত করিবার পর নানাপ্রকার চিন্তা আসিয়া ইংরেজদিগকে বিশেষ রূপে অধিকার করিল। দাক্ষিণাত্যে ফরাসীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া ধীরে ধীরে যেরূপ নিজেদের প্রভুত্ব সংস্থাপন করেন, সেইরূপ ইংরেজও বাঙ্গলার রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া একটা বিপ্লব আনয়ন করিতে সচেষ্ট হন। এই অভিপ্রায়ে ইংরেজেরা জলপথে ঢাকায় গিয়া নগর আক্রমণ এবং সরফরাজ খাঁর পুত্রগণকে অগ্রণী করিয়া একটা দল বাধিতে ইচ্ছুক হন। এ মন্ত্রণা যুক্তিসিদ্ধ না হওয়াতে হুগলী আক্রমণ করিয়া নবাবকে বিভীষিকাগ্রস্ত করিতে ইংরেজেরা মনন করেন। ইচ্ছার সহিত কার্য্য আরম্ভ হইল। ৪ঠা জানুয়ারী কিলপাট্রিক ১৩০ জন গোরা এবং ৩ শত কালা সিপাই লইয়া হুগলী আক্রমণের জন্য বহির্গত হইলেন। ঘুবুড়ির চড়ায় একখানা জাহাজ আটকিয়া যাওয়াতে তাঁহাদের গমন করিতে একটু বিলম্ব হয়। ইংরেজ মাঝি মাল্লাদের কলিকাতার উত্তরে গঙ্গায় যাওয়া আসা না থাকায়, গঙ্গার গতি ও চড়ার বিষয় তাঁহারা অনভিজ্ঞ ছিলেন। বরাহনগরের ডচ্ কর্ত্তৃপক্ষের কাছে যখন তাঁহারা নম্র কথায় একজন পথ প্রদর্শক আড়াকাট পাইলেন না, তখন তাঁহারা জোর করিয়া একজন ডচ নাবিককে জাহাজ হইতে ধরিয়া লইয়া যান।

আড়কাটি সংগ্রহ ও চড়া হইতে জাহাজ বাহির করিতে বিলম্ব হওয়াতে ইংরেজদিগের মন্ত্রণা প্রকাশিত হইয়া পড়ে। হুগলীর ফৌজদার নন্দকুমার হুগলীর দুর্গ রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তিনি ডচদের নিকট হইতে কামান আনিয়া কেল্লার বুরুজে সংস্থাপন করিলেন। ধনবান অধিবাসী ও ব্যবসায়ীরা দূরতর প্রদেশে ধন জন প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন। ইংরেজ সৈন্য ৯ই জানুয়ারী চন্দননগর অতিক্রম করিয়া হুগলী অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। এই সময় মাণিকচাঁদের সৈন্য হুগলীর সাহায্যের জন্য গমন করে। মাণিকচাদের সৈন্যের গতি রোধ করিবার জন্য একজন গোরা সেনানী কতকগুলি সৈন্য লইয়া জলপথে গমন করেন। জলপথে ইংরেজ, জাহাজের উপর হইতে দুর্গের উপর অনবরত গোলাবর্ষণ করিতে আরম্ভ করে। দুর্গ হইতে নবাব সৈন্য ইহার উপযুক্ত পরিমাণে প্রত্যুত্তরপ্রদান করে। সোমবার রাত্র দুইটা পর্য্যন্ত অনবরত উভয় পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছিল। দুর্গপ্রাচীর ইংরেজদের গোলার আঘাতে ভগ্ন হইয়া যায়। ইংরেজেরা সেইদিক দিয়া আক্রমণ করিবার ভাণ করিলে, নন্দকুমারের সৈন্য সকল সেই দিক রক্ষার জন্য প্রস্তুত হইল। ইংরেজেরা নবাব সৈন্যকে প্রতারণা করিয়া অপরদিক দিয়া বিনা বাধায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিল। এইরূপে ১১ই মঙ্গলবার প্রাতঃকালে ইংরেজ হুগলীর দুর্গ হস্তগত করিতে সমর্থ হয়। হুগলীর যুদ্ধে নবাব সৈন্য বীরতা দেখাইতে ত্রুটি করে নাই। তাহারা আদি হইতে শেষ পর্য্যন্ত ইংরেজদের উপর অনবরত অগ্নিবর্ষণ করিয়াছিল। যখন তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ইংরেজ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন তাহারা অগত্যা দুর্গ

পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে বাধ্য হইয়াছিল। এই যুদ্ধে নবাব সৈন্যের কিছু ক্ষতি হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। ইংরেজ নবাব সৈন্যের ক্ষতির কথা কিছু উল্লেখ করেন নাই। স্থলপথে ৬ জন গোরা হত এবং ১৮ জন আহত হইয়াছিল। এতদ্ব্যতীত অনেক সিপাই আহত হইয়াছিল। হুগলী গ্রহণ করিয়া ইংরেজেরা কেল্লার পার্শ্ববর্ত্তী কতকগুলি খোড়ো ঘরে আগুন লাগাইয়া আপনাদের বলবীর্য্যের বিষয় বাঙ্গালীদের ভিতর প্রতিপন্ন করে। হুগলীতে এইরূপ দৌরাত্ম্য ও প্রায় লক্ষটাকা লুণ্ঠন করিয়া তাহারা নিবৃত্ত হইল না। বান্দাল ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানে গমন এবং তৃণনির্ম্মিত গৃহে অগ্নিপ্রদান করিয়া তাহারা আনন্দ অনুভব করে। নন্দকুমার তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। নবাবসৈন্যের সহিত ইংরেজদিগের সামান্য সংঘর্ষণ হইয়াছিল। এই সংঘর্ষণের ফলে ১জন গোরা খালাসী ও কতকগুলি সিপাই নিহত এবং বহুসংখ্যক আহত হইয়াছিল। নন্দকুমার ইংরেজকে দণ্ড দিতে পশ্চাৎপদ হন নাই।' তিনি স্বীয় প্রভুর স্বত্ব সংরক্ষণ জন্য সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজ দেখিলেন, ফৌজদার নন্দকুমার সৈন্যসহ এ প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং তাহাদের অত্যাচার এ অঞ্চলে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হওয়া সহজ নহে। তাহারা গঙ্গার অপর পারে দরিদ্রদের অরক্ষিত কুটীর সকলে অগ্নি সংযোগ করিয়া আপনাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ প্রকাশ করে।

মেজর কিলপাট্রিক হুগলী অঞ্চলে ঘোরতর নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতা প্রকাশ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

এই সময় ডচেদের সহিত ইংরেজদের মনোমালিন্য উপস্থিত

হয়। এই ডচেরা ফলতার বিপন্ন ইংরেজদিগকে নানা প্রকারে সাহায্য করিয়া উপকার করিয়াছিলেন। এই ডচেদের নাবিকের সহায়তায় কলিকাতা হইতে ইংরেজ হুগলীতে আসিতে সমর্থ হইয়াছিল। ইংরেজ তাঁহাদের উপর এইরূপ দোষারোপ করেন যে, এদেশের লোকেরা কলিকাতা লুটের দ্রব্য ডচ অধিকারে আনয়ন করিয়াছিল। ডচেরা তাহাদের আগমনের প্রকিকূলে আজ্ঞা প্রদান করিলেও তাহাদিগকে ইংরেজ হস্তে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। ইহা আর বেশী দূর না গড়াইয়া অল্পে অল্পে আপোষে মিটিয়া যায়।

কিলপাট্রিক যে সময়ে হুগলী অঞ্চলে নিরীহ প্রজাকুলের গৃহ দগ্ধ করিয়া বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ছিলেন, সে সময় ক্লাইব, জগৎশেঠকে মুরুব্বী ধরিয়া নবাবের কৃপাকণা লাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। জগৎশেঠ ক্লাইবের পত্রের যে প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল। ইহা পাঠ করিলে ইংরেজদের অবস্থা অনেকটা হৃদয়ঙ্গম হইবে।

"আপনার পত্র পাইয়া সুখী এবং পত্রের বিষয়ও অবগত হইলাম। আপনি লিখিয়াছেন নবাবকে আমি যাহা নিবেদন করি তিনি তাহাতে কর্ণপাত করেন। আপনাদের এবং সাধারণতঃ দেশের কুশলের জন্য আমাকে চেষ্টা করিতে কহিয়াছেন। আমি ব্যবসায়ী লোক সম্ভবতঃ ব্যবসা সম্বন্ধে কোন কথা বলিলে তিনি বোধ হয় শুনিতে পারেন। আপনারা বড় উল্টা কাজ করিয়াছেন—জোর করিয়া কলিকাতা অধিকার এবং হুগলী গ্রহণ ও ধ্বংস করিয়াছেন। এতে বোধ হয় যুদ্ধ ব্যতীত আপনার আর কোন মতলব নাই। এরূপ অবস্থায় আমি কিরূপে আপনাদের

আবেদন নবাবের কাছে উপস্থিত করি? ঝগড়া করিয়া আপনাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করা অসম্ভব ব্যাপার। আপনাদের এরূপ আচরণ বন্ধ করুন; আপনাদের দাবি কি আমাকে জানান। তাহা হইলে আপনাদের দুঃখ দূর করিবার জন্য নবাবের উপর আমি আমার শক্তি প্রয়োগ করিব। আপনারা এদেশের অধীশ্বরের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিলেন এবিষয় নবাব কিরূপে উপেক্ষা করিবেন। এবিষয় আপনি মনে মনে চিন্তা করিবেন।"

নবাবের কাছে নিজেদের দুঃখের কথা জানাইবার ইচ্ছা যত দূর থাকুক বা না থাক্‌ক জগৎশেঠের মনের ভাব জানিবার ইচ্ছা ক্লাইবের অনেক বেশী পরিমাণে হইয়াছিল। একটা দল গড়িতে না পারিলে ইচ্ছা অনুরূপ কার্য্য হওয়া সুকঠিন বিবেচনা করিয়া ক্লাইব জগৎশেঠের মন জানিবার জন্য পত্র লিখিয়াছিলেন।

ইংরেজ অবগত হইয়াছিলেন যে, ইয়ুরোপে ফরাসী ও ইরেজ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে। খোজাওয়াজিদ একজন আর্ম্মেনী বণিক। সে তাহার সুরাতের বাটীর পত্রে অবগত হয় যে বোম্বাই প্রদেশেও এই কলহ আরম্ভ হইয়াছে। একথা বাঙ্গালার ফরাসী ও ইংরেজ উভয়েই অবগত হইয়াছে। ইংরেজের কামনা কিছু দিনের জন্য এই গাঙ্গেয় প্রদেশে যুদ্ধ স্থগিত থাকিলে তাহাদের পক্ষে বড়ই মঙ্গলকর হইবে। যুগপৎ নবাব ও ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করা কখনই শুভজনক হইতে পারে না। এই স্থির করিয়া ধূর্ত্ত ইংরেজ ফরাসীদের সহিত যাহাতে এ প্রদেশে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহার চেষ্টা করিতে লাগিল। সে সময় ফরাসীদের অবস্থা বড় সুবিধাজনক ছিল না। ধনবল বা জনবলে সে সময়ের বাঙ্গলার ফরাসীরা বড়ই দুর্ব্বল ছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল দক্ষিণ

হইতে সাহায্য আসিলে তাহারা ইংরেজের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করিবে, তাই তাহারা সময়ের অপেক্ষা করিতেছিল। নবাবের প্রতি ফরাসীদেরও বড় আন্তরিক প্রীতি ছিল না। নবাবও অবকাশ পাইলেই ইয়ুরোপীয় শক্তিকে ধ্বংস করিতে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার ফরাসী-প্রীতি কেবল স্বার্থ সাধনের জন্য। নবাব, ফরাসী দিগকে কলিকাতা জয় করিয়া তাঁহাদিগকে সেই প্রদেশ প্রদান করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন যদি তাঁহারা ইংরেজ-বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধে সাহায্য করেন। ফরাসীরা বুঝিয়াছিল ইংরেজ তাড়াইয়া নবাব তাঁহাদিগকে তাড়াইতে বিলম্ব করিবেন না। অপর পক্ষে ইংরেজ, ফরাসী ও ডচদিগকে নিজেদের সহিত মিলিত হইয়া নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত করে। ডচদিগকে ইয়ুরোপীয় সন্ধির কথা উল্লেখ করা হইল। "ইংরেজের যিনি শত্রু তিনি ডচেরও শত্রু" এই সূত্র ধরিয়া ইংরেজ, ডচদিগকে নিজের পক্ষে আনিতে চেষ্টা করে। ফরাসীদের সহিত ইংরাজের এ প্রদেশে সন্ধি স্থাপিত হইল না। ইংরেজ বলেন, তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, ফরাসী ইহাতে রাজি হইল না কাজেই সন্ধিও স্থাপিত হইল না।

ইংরেজের সহিত নবাবের গোলমাল যাহাতে মিটিয়া যায় তাহার একবার চেষ্টা হইল। ফরাসী ও ডচ বণিকেরা এ বিষয় অগ্রগামী হইয়াছিলেন, ইংরেজরা, ডচদিগের কথা আমলেই আনিলেন না। কারণ তাহারা সাধারণ তন্ত্রের লোক। অপর পক্ষে ফরাসীদিগকে তাহারা শত্রু বিবেচনা করিয়া তাহাদের কথায় নির্ভর করে নাই। সে যাহাই হউক দুই জন ফরাসী কর্ম্মচারী ২১শে জানুয়ারী কলিকাতায় উপস্থিত হইল।

কলিকাতা কুটীর কর্ত্তারা কথায় জানাইল যে খোজাওয়াজিদের কাছে তাহারা লিখিয়াছে যে--

(১) ইংরেজের সমস্ত ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে।

(২) পূর্ব্বকার সম্রাট প্রদত্ত কোম্পানীর যে সকল অধিকার আছে তাহা যেন সম্পূর্ণ প্রাপ্ত হয়।

(৩) কোম্পানী যদৃচ্ছাক্রমে তাহাদের কুটী সুরক্ষিত করিতে সমর্থ হয়।

(৪) কোম্পানী কলিকাতায় যেন টাঁকশাল স্থাপন করিতে পারে।

ইংরেজের এ প্রস্তাবের কোন মীমাংসা হইল না। ক্লাইব ও ওয়াটসনসহ নবাবের কয়েকখানি পত্র লেখালেখি হইল মাত্র। নবাব, ইংরেজ বণিকের দৌরাত্ম্য ও কঠোর আচরণের কথা শুনিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। বিদেশী বণিকদিগকে সমুচিত শিক্ষা দিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। কখন তিনি ফরাসীর সাহায্যে ইংরেজ ধ্বংসের কল্পনা করিতে লাগিলেন, কখন বা নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গলাদেশ হইতে চিরদিনের জন্য বিদেশী বণিককে বিদূরিত করিবার সঙ্কল্প করিতে লাগিলেন। নবাব এই উদ্দেশ্যে মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাবের অভিযানের কথা শুনিয়া ইংরেজের হৃদয় কম্পিত হইল, আর কম্পিত হইল শেঠেদের হৃদয়। ইংরেজ রুগ্ন ও অবলাকুলকে জাহাজে পাঠাইয়া দিল। নবাবের আগমনের পূর্ব্বেই নবকৃষ্ণ প্রমুখ ব্যতীত আর সব কৃষ্ণকায় শ্বেতকায়দিগের আশ্রয় পরিত্যাগ করিল। আহার্য্য দ্রব্য ও কার্য্যোপযোগী বলিবর্দ্দের অভাবে ইংরেজ ত্রিভুবন অন্ধকার প্রায় দেখিতে লাগিল।

শেঠজীদের হৃদয় কম্পিত হইল। ইংরেজের উচ্ছেদে যদি কাহারও বেশী ক্ষতি হইত তবে তাহা শেঠ মহাশয়েদের, তাই তাঁহারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য নবাব সৈন্যের সহিত নিজের একজন লোককে প্রেরণ করেন। এই সময়ের অল্পকাল পূর্ব্বে ইংরেজবণিক প্রচুর পরিমাণে টাকা ঋণ লইয়াছিল। তাই ইংরেজ না বলিলেও শেঠকে ইংরেজের স্বার্থ রক্ষার জন্য বিশেষ রূপে চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। টাকার জন্য অপরিচিত বণিক এমন কি শত্রু হইলেও দায়ে পড়িয়া তাহাকে পরিপুষ্ট করিতে হয়।

নবাব মুর্শিদাবাদ হইতে ১৯শে জানুয়ারী হুগলীতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে শীঘ্র গতিতে আগমন করিতে দেখিয়া ইয়ুরোপীয়েরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়। পাঁচ দিনের ভিতর বিপুল সৈন্য লইয়া আগমন করা বড় সাধারণ কথা নহে। * নবাব, হুগলী আক্রমণ কালে ডচ বা ফ্রেঞ্চ, ইংরেজদের কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিল কি না তাহার তদন্ত করিলেন। নবাব, ফরাসী-কুটীর প্রধানকে ইংরেজদের সহিত যাহাতে বিবাদ মিটমাট হয় তাহার চেষ্টা করিতে কহিলেন। ইংরজে, ফরাসীসকে কহিলেন তাঁহাদের দ্বারা মিটমাটের কার্য্য হইবে না। জগৎশেঠের সহিত ইহা স্থিরীকৃত হইবে। জগৎশেঠেরাই চক্রান্তকারীদের নিয়ন্তা, চক্রান্তের কথা তাহাদের সহিত যেরূপভাবে হইবে সেরূপ ত আর কাহারও সহিত হইবে না। ফরাসীরা নবাবকে কলিকাতা

---

* He (সিরাজদ্দৌলা) showed indeed an astonishiug activity in his march and took only five days to get there, a thing which Europeans could do only with dfficulty. ফরাসী হস্তলিপি বাঙ্গলার বিপ্লব।

আক্রমণে সাহায্য করিল না। তাহাদের ভয় ছিল পাছে কলিকাতা জয় করিয়া নবাব তাহাদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করেন এজন্য তাহারা নিরপেক্ষভাব অবলম্বন করিয়াছিল। নিজেদের সৈন্যসামন্ত ইতিপূর্ব্বেই গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতার পারে উপস্থিত হইল। তিনি স্বয়ং হুগলীর কাছে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইলেন। নবাব যদি কলিকাতায় ইংরেজকে আক্রমণ না করিয়া তাহা-দিগকে ভয় দেখাইতেন, তাহা হইলে তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ হইয়া যাইত। অনশনে তাহাদিগকে যারপর নাই কষ্ট পাইতে হইত। ইহাতে বিনা যুদ্ধে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইত কিন্তু তাহা হইল না। নবাব, কলিকাতার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অথচ মিটমাটের কথাও চলিতে লাগিল। এই সময় নবকৃষ্ণ-প্রমুখ ইংরেজদের গুপ্তচরেরা নবাবের শিবির সংস্থান, সৈন্যদলের-অবস্থা প্রভৃতি দেখিয়া গিয়া নিজেদের প্রভুর কাছে নিবেদন করিতে লাগিল। রাজদ্রোহী ধূর্ত্ত উমিচাদ (আমিন চাদ) ক্লাইবের কাছে তাঁহার কুশলপ্রার্থনাপূর্ণ পত্র লিখিয়া সুকৃতি উপার্জ্জন করে।

নবাব সৈন্য ৩রা ফেব্রুয়ারী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী চিৎপুরে উপস্থিত হইলেন। আইয়ার কূট বলেন নবাবের সহিত ৪০ হাজার অশ্বারোহী, ৬০ হাজার পদাতিক, ৫০টা হস্তী এবং ৩০টা কামান ছিল। ইংরেজ পক্ষে ৭১১ পায়দল গোরা, ১ শত গোলন্দাজ, ১ হাজার ৩ শত সিপাহী এবং ১৪টা কামান ছিল।

উপরে দৃঢ়তা দেখাইলেও—ভিতরে ভিতরে কিন্তু যাহাতে আপাততঃ শান্তি সংস্থাপিত হয়, সে বিষয় ইংরেজদের বড় কম চেষ্টা ছিল না। সে জন্য নবাবগঞ্জে, নবাবের সহিত সাক্ষাতের

জন্য ওয়ালস্ ও স্ক্রাফ্টন উভয়ে প্রেরিত হন। তথায় তাঁহারা দেখিলেন নবাব নাই—তিনি কলিকাতায় গমন করিয়াছেন। কলিকাতাতেই সাহেবদ্বয় সায়ংকালে নবাবের কাছে গমন করেন। তাহারা ভাল করিয়া নবাবের শিবির সংস্থান প্রভৃতি দেখিয়া নিজের দলে উপস্থিত হইল। ৫ই ফেব্রুয়ারী অতি প্রত্যুষে ক্লাইব নবাবের শিবির আক্রমণ করে। ফরাসীরা বলেন নবাবের কোন দেওয়ান ইংরেজ দূতের মনোগত ভাব বড় ভাল নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি নবাবকে একটু দূরে অপর শিবিরে অবস্থান করিতে নিবেদন করেন। ইংরেজদ্বয় যে তাঁবুতে নবাবকে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিল। ঠিক সেই তাঁবুই তাহারা আক্রমণ করিল। আগের দিন সন্ধ্যার সময় যাহারা শান্তির প্রস্তাব করিয়াছিল, তাহারা রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্ব্বেই অন্ধকার ও কুজ্ঝটিকার সাহায্যে নবাবকে আক্রমণ করিল। নবাবের সৈন্যেরা প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া পড়ে। তারপর সামলাইয়া ইংরাজদিগকে বেশ দৃঢ়তার সহিত আক্রমণ করিল। পারসীক অশ্বারোহীরা ইংরেজকে দর্পের সহিত অনুধাবন করিল। এই যুদ্ধে ইংরেজদের সাদা কালো উভয় মিলিয়া ২ শতেরও অধিক নিহত ও আহত হয়। ২টা কামানও নবাবের হস্তগত হয়। ক্লাইব এই দুঃসাহসিকতায় কোনরূপে আসন্ন ধ্বংস হইতে রক্ষা পাইলেন। মিরজাফর প্রভৃতি নিমক হারাম ভৃত্যগণ যদি একটু ধর্ম্মের দিকে, রাজার দিকে, বা ভবিষ্যতের দিকে তাকাইয়া কার্য্য করিত, তাহা হইলে আর ইংরেজদিগকে প্রাণ লইয়া যাইতে হইত না। সদলে ইংরেজ-কুল ধ্বংস হইত। নবাব দেখিলেন এরূপ বিষকুম্ভ পয়োমুখ

চাকর লইয়া কার্য্য করা সুবিধাজনক নহে। ক্লাইবের উপর "গোয়ারতামী" দোষ আরোপ হয় বটে কিন্তু এ গোয়ারতামী না করিলে ইংরাজদের রক্ষা ছিল না—তুর্ভিক্ষের মুখে কাপুরুষের ন্যায় মরিতে হইত। তাই ক্লাইব সুবিজ্ঞের মত বা সুবোধ বালকের মত চুপ করিয়া না থাকিয়া সাক্ষাৎ যমের মুখে লাফাইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই লক্ষ্মীও তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইলেন, বাস্তবিক পক্ষে দেখিতে গেলে যে ২।৪ ঘণ্টা যুদ্ধ হইয়া ছিল তাহা কলিকাতাতেই হইয়াছিল। পলাশীতে যুদ্ধ হয় নাই তাহা কেবল নিমকহারামদের নিমকহারামী অভিনীত হইয়াছে। এ যুদ্ধে ইংরেজদের যত লোক মরিয়াছে পলাশীর তুলনায় অনেক বেশী। ফরাসীদের বড় সাহেব রেনল বলেন * সিরাজ এ যুদ্ধে খুব সাহস দেখাইয়াছিলেন। ইংরেজরা তাহাদের কেল্লার কামানের সাহায্যে কোন রূপে প্রাণ লইয়া পলায়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বিদ্রোহী সেনানায়কদের আচরণ দেখিয়া এবং পাঠানদিগের বাঙ্গালা আক্রমণের কথা ভাবিয়া সিরাজ সন্ধি করিলেন। নবাব ইংরেজদের যে সকল কুঠী দখল করিয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দিবেন। দিল্লীর সম্রাট ইংরেজদিগকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছেন, সিরাজ তাহাও পালন করিতে স্বীকৃত হইলেন। নবাবসৈন্য,ইংরেজদিগের এবং তাহাদের ভৃত্য ও প্রজাদের যে সকল দ্রব্য লুণ্ঠন বা নষ্ট করিয়াছে তাহার টাকা নবাব প্রদান করিবেন। ইংরেজরা কলিকাতার তুর্গ ইচ্ছানুসারে সুদৃঢ় এবং মুর্শিদাবাদের ন্যায় মুদ্রাপ্রস্তুত করিবার অধিকার প্রাপ্ত হইলেন। কোম্পানীর দস্তক লইয়া বাঙ্গালা বিহার ও

* a letter from Renault to M. Dupleix.

উড়িষ্যা বিনা বাধায় মাল লইয়া যাইতে পারিবেন। এই সন্ধিপত্রে মীরজাফর, রাজা দুর্ল্লভরাম প্রভৃতিও স্বাক্ষর করিলেন।

ইংরেজেরা সন্ধি স্বাক্ষরের পরও নবাবকে আর একবার আক্রমণের পরামর্শ আঁটিয়াছিল। তাহারা মনে করিয়াছিল,এবার আক্রমণ করিলে নবাবের কাছে অধিকতর সুবিধা পাওয়া যাইতে পারিবে। যদি ইংরেজদিগের সৈন্যসহ কাম্বারল্যাণ্ড জাহাজ উপস্থিত হইত তাহা হইলে কলিকাতা যুদ্ধের পর ধর্ম্মবুদ্ধি ইংরেজ সন্ধি স্বাক্ষরের পরও নবাবকে পুনরায় আক্রমণ করিতে কখনই নিরস্ত হইত না। সেনানীদের সভায় ক্লাইব স্থির করিলেন, যে প্রকার অবস্থা তাহাতে কোনমতে নবাবকে পুনরায় আক্রমণ করা যুক্তিযুক্ত নহে।

ক্লাইবের উচ্চ আশা-পথের দ্বার অনর্গল হইল। পিতার কাছে পত্রে তিনি ইংরেজ-অধিকৃত ভারতের গভর্ণর হইবার কামনা করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের নিকট রত্নসহ বস্ত্র ও হস্তী প্রাপ্তির কথাও লিখিতে বিস্মৃত হইলেননা। আরও লিখিলেন যে"সেদিনকার যুদ্ধের মত যুদ্ধ আমার জীবনে আর হয় নাই।" *

ধর্ম্মনীতি ও যুদ্ধনীতি উভয়ে এক নহে। ধর্ম্মনীতি অনুসারে যুদ্ধ করিলে তাহার পরাজয় ধ্রুব। ইংরেজ যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া তাই আজ পৃথিবী মধ্যে এরূপ প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইংরেজ বুঝিয়াছিল,

* The last attack was the warmest service I ever yet was engaged in. Clive's letter to his father dated 23 February. 1757.

ধর্ম্মাবতার হইয়া যুদ্ধ করিলে নিশ্চয় পরাজয় হইবে, তাই তাহারা ষড়যন্ত্র, ঘুষ ও মিথ্যার সাহায্য গ্রহণ করিয়া বাঙ্গালা দেশ অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

ক্লাইব প্রথম অবকাশে ষড়যন্ত্রের প্রধান নায়ক ইংরেজদিগের প্রধান সহায় জগৎশেঠকে পত্র লিখিতে বিলম্ব করিলেন না। তিনি জানিতেন জগৎশেঠের কৃপাকণা না পাইলে ইংরেজ কখনও এদেশে সূচির অগ্রভাগ পরিমিত ভূমিতেও অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইবে না। তাই ক্লাইব অত্যন্ত নম্রতার সহিত জগৎশেঠ মহাতব রায় এবং মহারাজ স্বরূপচাঁদকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে ১৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে একখানি পত্র প্রেরণ করেন।

"এদেশে শান্তি এবং কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃস্থাপন জন্য আপনারা যে লালা রঞ্জিত রায়কে নবাবের সহিত পাঠাইয়াছিলেন তাহা আমি উমির্চাদের কাছে অবগত হইয়াছি। তাঁহার সহিত পরামর্শ না করিয়া আমি কোন কার্য্যই করি নাই। উভয়-পক্ষ হইতেই সন্ধির কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। এদেশে কোম্পানীর বাণিজ্য পুনঃস্থাপন জন্য আপনারা যথেষ্ট দয়া দেখাইয়া যে চেষ্টা করিয়াছেন সে কথা আমি বিলাতের পত্রে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিব।'

বিলাতে জগৎশেঠের কথা উল্লেখ করিয়া ক্লাইব তাঁহাদিগের ইহলোক বা পরলোকের কি উপকার করিয়াছিলেন তাহা ইতি-হাসে স্পষ্ট করিয়া কিছু উল্লেখ নাই। এইমাত্র কহে জগৎশেঠ রাজদ্রোহী, জগৎশেঠ চক্রীদিগের নায়ক, জগৎশেঠ না থাকিলে ইংরেজ এদেশে কখনই প্রবেশ লাভ করিতে সমর্থ হইত না। শেঠ, ধন সম্পত্তিতে অসাধারণ হইলেও ক্লাইব তাহাকে

বিলাতের নামে মোহিত করিয়াছিল। এই সময় হইতে বিলাত-রূপ সম্মোহন অস্ত্রের নামেই আমাদের দেশের লোক আত্মহারা হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইংরেজ-বিদ্বেষের সহিত তাঁহার ফরাসী প্রীতি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, ফরাসীদের সাহায্যে ইংরেজদিগের সর্ব্বনাশ সাধন করিবেন। এই অভিপ্রায়ে তিনি ধন জন দিয়া ফরাসীদের সাহায্য করিতে লাগিলেন। মন্ত্রগুপ্তিই বিজয় সাধনের প্রধান উপায়। আমাদের নবাব কিন্তু যাহা মন্ত্রণা করিতেন অল্প সময়ের মধ্যেই তাহা হাটে বাজারে প্রচারিত হইয়া যাইত। তাঁহার সভাসদ ও সেনানীগণের মধ্যে তাঁহার শত্রুসংখ্যা অত্যন্ত অধিক পরিমাণে ছিল। এই সকল রাজদ্রোহীগণকে ইংরেজ অর্থ দ্বারা স্বীয় করতলগত করিয়াছিলেন। সুতরাং ইংরেজ তাঁহার স্বপক্ষ বা বিপক্ষ সকল কথাই যথাযথরূপে যথা সময় অবগত হইত। ইংরেজ বুঝিল, চন্দননগরে ফরাসীদিগকে থাকিতে দিলে তাঁহাদের পক্ষে বড় সুবিধা হইবে না। তাহারা নবাবের সহিত মিলিত হইয়া যে কোন সময়ে ইংরেজদিগের সমূহ বিপদ আনয়ন করিতে পারে। তাই তাঁহারা, ফরাসী শান্তিকামনা করিলেও, তাহাদিগের

ধ্বংসের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। নবাব প্রকাশ্য ভাবে ইংরেজকে কহিয়াছিলেন আমার রাজ্যের ভিতর তোমরা ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারিবে না। এই কথায় ইংরেজ একটু ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

নবাব কলিকাতা পরিত্যাগ করিলে ইংরেজেরা ওয়াটস্‌কে তাঁহার দরবারে দূত নিযুক্ত করে; ১৬ই তারিখে ইংরেজ নিজেদের স্বার্থ সংরক্ষণ জন্য কতকগুলি উপদেশ স্থির করিয়া ওয়াটস্‌কে প্রদান করিলেন। ইংরেজ যাহাতে তাহাদের বাণিজ্যে বাধাপ্রদানকারী যে কোন নবাব কর্ম্মচারীকে দরবারে না জানাইয়া দণ্ড প্রদান করিতে পারে তাহার চেষ্টা করিতে হইবে। ইংরেজ যাহাতে মুদ্রা প্রস্তুত ও কলিকাতার আদালতে কালা আদমিকে ফাঁসি লটকাইতে পারে তাহার চেষ্টা করিবে। কলিকাতা লুটে (দেশী লোকের ক্ষতির) টাকা দিতে যদি নবাব অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাহাকেই তাহাদের টাকা দিতে কহিবে। নবাবের লোকেরা যে সকল খাতা পত্র লইয়া গিয়াছেন সেগুলি যেন প্রত্যর্পণ করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার দরবারে কোম্পানীর যে সকল ইয়ুরোপীয় কর্ম্মচারী গমন করিবে তাহা-দিগের প্রতি যেন একটু ভদ্র ব্যবহার করেন। বাৎসরিক পেস-খাসের টাকা ব্যতীত তাহাদিগকে যেন কথায় কথায় নজর দিতে না হয় তাহার চেষ্টা করিবে। কলিকাতার নীচে গঙ্গার ধারে ১ মাইলের ভিতর যেন নবাব কোন দুর্গ প্রস্তুত না করেন। কথাটা বড় দরকারী কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে বেশী জোর দিবার আবশ্যক নাই। সিলেক্টকমিটী ও ওয়াটস্‌কে এইরূপ কতকগুলি উপদেশ প্রদান করিলেন। ইহা ছাড়া শঠ শিরোমণি শ্রেষ্ঠী

উমিচাঁদ ওয়াটসের সহিত গমম করিলেন। তাহার উপদেশ গ্রহণ বা পরিত্যাগ এবং কোম্পানীর স্বার্থের জন্য ওয়াটস্ যে কোন কার্য্য করিবার ও ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন। এই পত্রের বলে ওয়াটস্ ১৭ই তারিখে কলিকাতা হইতে যাত্রা করিলেন। যাইতে না যাইতে ষড়যন্ত্র, ঘুষ, মিথ্যা প্রভৃতি তিনি অবাধে প্রচার করিতে লাগিলেন। বিপ্লবের এই সকলই উপাদান। এই সকল ব্যতীত বিপ্লব সাধিত হয় না। তাই ইংরেজকে স্বার্থসিদ্ধির জন্য এই সকল বিষয় অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। ওয়াটস্ হুগলীর দশ ক্রোশ দূর হইতে ১৮ই ফেব্রুয়ারী ক্লাইবকে যে একখানি পত্র লেখেন নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"উমিচাঁদ হুগলীর ফৌজদার দেওয়ান নন্দকুমারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিয়াছেন। তিনি খবর দিলেন যে খোজা ওয়াজিদের দেওয়ান শিববাবু এবং নারায়ণ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র (বা ভাগিনেয়) মথুরমল নবাবের নিকট হইতে ফরাসীদের জন্য ১ লক্ষ টাকা ও ইংরেজ যদি চন্দননগর আক্রমণ করে, বা ফরাসীরা ইংরেজদিগকে আক্রমণ করে তাহা হইলে তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য নবাব নন্দকুমারকে পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। নবাবের ধারণা তাহা হইলে আর দেশে কলহ বিবাদ থাকিবে না। উমিচাদ, চন্দননগর শীঘ্র আক্রমণ করিতে কহে। নবাবের বিষয় ভাবিতে হইবে না। হুগলীতে এখন তিন শতের বেশী বন্দুকধারী নাই। আর নন্দকুমারের সহিত সে বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, তিনি কার্য্যে চিরকারিতা অবলম্বন করিবেন। নবাবের নিকট হইতে ফরাসীদের সাহায্য আসিলে, তাহাতে তিনি বাধা প্রদান করিবেন। ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ বাধিলে কেহই কোন

পক্ষকে সাহায্য করিবে না। উমিচাঁদ, নন্দকুমারের কাছে প্রতিশ্রুত হইয়াছে যে, যদি তিনি মধ্যস্থতা অবলম্বন এবং ফরাসীদের নবাবের সাহায্য প্রাপ্তি বিষয়ে বাধা প্রদান করেন। তাহা হইলে তাঁহাকে ১০।১২ হাজার টাকা উপহার এবং হুগলীর শাসনকার্য্যে থাকিবার পক্ষে চেষ্টা করা যাইবে। আপনি যদি এই উপহার প্রদানে সম্মত হন তাহা হইলে এই পত্রবাহককে "গোলাপ ফুল" এই কথা বলিয়া পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে নন্দকুমারের সহিত উমিচাঁদের যে বিষয় স্থির হইয়াছে তাহা সম্পন্ন হইবে। উমিচাঁদের ও আমার এই মত যে লোকটা যদি বিশ্বস্ত প্রমাণ হয় তাহা হইলে উপরোক্ত টাকা দেওয়া যাইবে। আপনি যদি অন্যরূপ বিবেচনা করেন তাহা হইলে "গোলাপ ফুল" উল্লেখ বা প্রেরক পাঠাইবার প্রয়োজন নাই। উমিচাঁদ বলে, জগৎশেঠের কাছে ফরাসীরা ১৩ লক্ষ টাকা ঋণী, এজন্য আমার বোধ হয় যে, আমাদের পক্ষ অবলম্বন করিতে শেঠজীরা ইতস্ততঃ করিবে। উমিচাদ বলে, মাণিকচাঁদ ও খোজাওয়াজিদের ফরাসীদের প্রতি একটু টান আছে। আমার ধারণা আমরা শিবিরে উপস্থিত হইলে এ সকল বিষয়ের বিপর্য্যয় ঘটিবে। অনুগ্রহ করিয়া দ্রুতগামী হরকরা দ্বারা পত্র দিবেন, যদি আপনি উপরোক্ত প্রস্তাবে সম্মত হন তাহা হইলে এই ব্রাহ্মণ পত্রবাহকের দ্বারা নন্দকুমারের নিকট হইতে পত্র আদান প্রদান করিবেন। আপনি ব্যতীত আমি আর কাহারও কাছে এ সকল কথা লিখি নাই, এবিষয় যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবেন। খোজা প্রেক্রুস ও আমার প্রেরিত দুই জন ভদ্রলোকের কাছে অবগত হইলাম যে, ফরাসীরা তাহাদের সম্পত্তি সকল

নৌকা বোঝাই করিয়া চুঁচড়ায় প্রেরণ করিতেছে—আপনি শূন্য-গৃহ দেখিবেন। শুনিলাম ডেনস্‌রাও ঐরূপ করিতেছে, আমি এবিষয় ভাল খবর পাই নাই, আপনি লইবেন। প্রার্থনা করি আপনি প্রত্যহ আমাকে আমার জ্ঞাতব্য পরামর্শ প্রদান করিবেন। • উমিচাঁদ আপনাকে সেলাম জানাইয়াছে।"

ষড়যন্ত্র-সুনিপুণ ওয়াট্‌সএর উপযুক্ত বাহন উমিচাঁদ নবাবের কর্ম্মচারীগণকে ঘুষ—ভবিষ্যতের আশা প্রভৃতির প্রলোভনে মুগ্ধ করিয়া অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী বণিকের পক্ষপাতী করিতে সর্ব্বতোভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংরেজের প্রলোভনে দেওয়ান নন্দকুমার কতদূর কর্ত্তব্য হইতে বিচলিত হইয়াছিলেন তাহা প্রকাশ নাই। প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তির বিরুদ্ধাচরণ করিয়াও ওয়াটস্ দোষভাগী হন নাই। কেন না স্বদেশ ও স্বজাতীর গৌরব সাধনই যাহার আন্তরিক অভিপ্রায়, সে ব্যক্তি বিদেশী রাজশক্তি ধ্বংস করিতে কখনই পশ্চাৎপদ হন না। তাই ওয়াটস্ স্বীয় গ্রন্থে এই সকল ঘৃণিত কার্য্য উজ্জ্বলাক্ষরে বর্ণন করিয়া গর্ব্বিত ভাব ধারণ করিয়াছেন।

এই সময় ইংরেজদের ক্যাম্বারলণ্ড জাহাজ আসিয়া উপস্থিত হয়। তাহাদের বাহুবলের বৃদ্ধির সহিত তাহাদের স্বরূপের পরিবর্ত্তন হইল। এত দিন ধরিয়া ফরাসীসহ সন্ধির যে প্রস্তাব হইতেছিল তাহা সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল। ফরাসীরা বুঝিয়াছিল যে ইংরেজ ফরাসী যুদ্ধ সমুদ্রবক্ষেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। তাই তাহারা স্থলপথে নবাবের সহিত মিলিত হইয়া ইংরেজের উচ্ছেদ সাধনে

* আত্ম প্রশংসা করিতে পাছে একটু বাধ বাধ ঠেকে এজন্য স্বীয়গ্রন্থে ওয়াটস্ নাম প্রকাশ করেন নাই

প্রবৃত্ত হয় নাই। * তাহাদের এই ভ্রম বা অতিশয় বুদ্ধির জন্য তাহাদিগকে ইংরেজ হস্তে নির্দ্দয় ভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইয়াছিল। চন্দননগর আক্রমণ জন্য ইংরেজ ১৮ই গঙ্গা পার হইয়া বরাহ-নগরের অপর পারে শিবির সংস্থাপন করিল। ফরাসীদের উকীল এ সংবাদ অবগত হইয়াই নবাবকে ইংরেজদের দুরভিপ্রায়ের কথা নিবেদন করিল। নবাব বুঝিলেন এ সময় ফরাসীকে রক্ষা করা তাঁহার সর্ব্বতোভাবে উচিত। ফরাসী রক্ষিত হইলে ইংরেজের ক্ষমতার সমতা সম্পাদনের পক্ষে সুবিধাজনক হইবে। তাই নবাব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া ক্লাইবকে একখানি পত্র লেখেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"কল্য আমি আপনাকে পত্র লিখিয়াছি, আপনি পাইয়া থাকিবেন। ফরাসীদের পত্রে ও তাহাদের উকীলের মুখে শুনি-লাম সম্প্রতি আপনাদের ৫।৬ খানা জাহাজ আসিয়াছে এবং আরো আসিবার সম্ভাবনা আছে। আমার সহিত আপনারা যে সন্ধি করিয়াছেন তাহা কেবল নামমাত্র। বর্ষাকালেই নাকি আমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। এ কিছু বীরোচিৎ কার্য্য নহে। তাহার কার্য্য ও হৃদয় একরূপ হওয়া উচিৎ! যদি আপনাদের সন্ধির প্রস্তাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ইচ্ছা থাকে,তাহা হইলে জাহাজগুলি সমুদ্রে পাঠাইয়া দিন, সন্ধিপত্রানুসারে কার্য্য করুন, আমিও তদনুসারে কার্য্য করিব। একবার শান্তি স্থাপনা করিয়া পুনরায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়া কোন ধর্ম্মকর্ত্তৃক অনুমোদিত হয় না। মহারাট্টাদের ঈশ্বর প্রেরিত পুস্তক নাই তবুও তাহারা যাহা বলে তাহা করে; আপনাদের ঈশ্বর প্রেরিত পুস্তক আছে, যদি কথা

---

* M. Renault এর ৪ঠা সেপ্টেম্বরের পত্র।

অনুসারে কার্য্য না করা হয় তাহা হইলে ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে।" নবাব ওয়াটসনকে এই তারিখে অপর একখানি পত্র লিখিলেন তাহার কিয়দংশ প্রদত্ত হইল।

"আপনি নিজের হস্তাক্ষর ও শিলমোহর অঙ্কিত পত্রে স্বীকার করিয়াছেন যে, আপনি এদেশের শান্তিভঙ্গ করিবেন না। কিন্তু এখন শুনিতেছি আপনি নাকি চন্দননগর অবরোধ করিতে মনঃস্থ করিয়াছেন। আপনার দেশের বিবাদ আমার দেশে আনা তাহা এদেশের আইনবহির্ভূত। বাদসার রাজ্যে ইয়ুরোপীয়রা পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে, তৈমুরের সময় হইতে একথা কেহ শুনে নাই। যদি ফরাসীদের কুঠী অবরোধ করা স্থির করিয়া থাকেন তাহা হইলে আমাকে অগত্যা ফরাসীদিগকে সাহায্য করিবার জন্য সৈন্য প্রেরণ করিতে হইবে।"

২০শে কুচক্রী ওয়াটস অগ্রদ্বীপের কাছে উপস্থিত হইলেন। তিনি যত নবাবের নিকটবর্ত্তী হইলেন তাহার চক্রের প্রসারও ততই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি এরূপ নির্ভীকতার সহিত ঘুষের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন যে তাহা শুনিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। নবাব, ইহার অণুমাত্র অবগত হইলেও তাঁহার মস্তক স্কন্ধচ্যুত হইত, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। যাহারা প্রত্যহ একাধিক বার মৃত্যুমুখে পতিত হয় তাহারাই মৃত্যুকে ভয়ঙ্কর বিবেচনা করিয়া থাকে। তাহারাই পৈত্রিক প্রাণ যে কোন রূপে হউক রক্ষা করিতে যত্নবান হয়। ওয়াটস, নবাবের গুপ্তচর বিভাগের প্রধান পুরুষকে উৎকোচ মহিমায় মুগ্ধ করিলেন। এই পুরুষপ্রবরের নাম রাজারাম, ইহাঁর কাছে ওয়াটস নবাবের হৃদয়ের কথা অবগত হইলেন। প্রাণের মমতা, চামড়ার সুখ

দুঃখের কথা ভুলিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে না পারিলে কখনই সফলতা লাভ করিতে পারা যায় না। কার্য্যকুশল ওয়াটস অগ্রদ্বীপের কাছে, ২১শে ফেব্রুয়ারী গাছের তলায় দিবা দুই ঘটিকার সময় যে পত্রখানি কলিকাতায় পাঠাইয়াছিলেন, নিম্নে তাহার মর্ম্ম প্রদত্ত হইল।

"নবাব কাল উমিচাদকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসা করেন 'ইংরেজরা শুনিলাম সন্ধি অন্যথা করিয়া উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।' উমিচাঁদ প্রত্যুত্তরে বলে "এ কথা কাহার মুখে শুনিলেন, এবং সন্ধির কোন্ অংশই বা অন্যথা করিয়াছে?" নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, গঙ্গার উপর ইয়ুরোপীয়েরা কি পূর্ব্বে কখন যুদ্ধ করিয়াছে। কোন অভিযোগ উপস্থিত হইলে তিনি কি তাহার প্রতিকার করেন নাই। প্রত্যুত্তরে উমিচাঁদ পুনরায় বলিল, ইংরেজ খবর পাইয়াছে যে নবাব ফরাসীদের হুগলী প্রদান, এক লক্ষ টাকা এবং টাকশাল প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়াছেন, আবার বড় উপাধি প্রদান করিবেন, এই কথা শুনিয়া ইংরেজ চিন্তিত হইয়া পরস্পর বলাবলি করিতেছে, ফরাসীরা নবাবের এমন কি কাজ করিয়াছে যাহাতে তাহারা নবাবের এত অনুগ্রহভাজন হইয়াছে। বরং নবাব যখন তাহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তখন তাহারা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল। অপরপক্ষে ইংরেজেরা সাধ্যানুসারে নবাবকে সাহায্য করিতে অঙ্গীকার করিয়াছে ও প্রস্তুত আছে। মুসেবুসী কি অভিপ্রায়ে এত অধিক সংখ্যক সৈন্য লইয়া এদেশে আসিতেছেন? সে বিষয় নবাব একটুও বিবেচনা করেন না, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের কথা। তারপর উমিচাঁদ নবাবকে বলিল "সে প্রায় ৪০ বৎসর ইংরেজের

আশ্রয়ে রহিয়াছে, কখন ইংরেজকে চুক্তিভঙ্গ করিতে দেখে নাই'। এ কথা উমিচাঁদ ব্রাহ্মণের পায়ে হাত দিয়া শপথ করিয়া বলিয়াছিল। ইংরেজের মধ্যে কেহ মিথ্যা কহিয়াছে এ কথা যদি প্রমাণ হয় তাহা হইলে ইংরেজ তাহার গায়ে থুথু দেয় এবং কেহ তাহাকে বিশ্বাস করে না। একথা শুনিয়া নবাব এরূপ প্রসন্ন হইয়াছিলেন যে ইতিপূর্ব্বে নবাব মিরজাফরকে ফরাসীদের সাহায্যের জন্য গমন করিতে আজ্ঞা দিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা প্রত্যাহার করিলেন। আপনাদিগকে লিখিবার জন্য নবাব উমি-চাঁদকে দিয়া আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে, হুগলীতে যে সৈন্য গিয়াছে তাহা তথায় থাকিবার জন্য, তাহারা আমাদের কোন অনিষ্ট করিবে না এ আজ্ঞা তিনি প্রদান করিবেন।

পুঃ। নবাব এ স্থান হইতে অনেক দূরে। আমি গাছের তলায় তাড়াতাড়ি লিখিলাম যদি কিছু ভুল হইয়া থাকে ক্ষমা করিবেন।"

পাঠক! রাজদ্রোহী উমিচাঁদের কাণ্ডকারখানা দেখিলেন। নবাব আশ্রিত রক্ষার জন্য উদ্যোগ করিতেছেন পাষণ্ড উমিচাঁদ মধুর মিথ্যা কথায় নবাবকে ভুলাইয়া দিল।

গত বৎসর যে ওয়াট্‌স্‌ প্রাণের দায়ে সকলের সমক্ষে দরবার মধ্যে ভেউ ভেউ শব্দে কাঁদিয়া "তোমার গোলাম, তোমার গোলাম" বলিয়া প্রাণলাভ করিয়াছিল। * এ বৎসর সেই ওয়াটস সিংহরূপ ধারণ করিয়া প্রাণের মায়া মমতা পরিত্যাগ করিয়া অকুতোভয়ে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। এইরূপ ষড়যন্ত্র করিতে করিতে উমিচাঁদ ও ওয়াটস্‌ নবাবের সহিত মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল।

---

* British Museum (Ads. M S 20914) ফরাসী লিখিত "বাঙ্গলার বিপ্লব" কাহিনী।

নবাব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইলে,ফরাসীদের সয়দাবাদ কুটীর বড় সাহেব মুসে ল, দরবারে উপস্থিত হইয়া চন্দননগরের সাহায্যের জন্য নবাবকে পীড়ন করিতে লাগিলেন। নবাব তাঁহাকে নিভৃত কক্ষে গমন করিতে কহিয়া স্বয়ং তথায় উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন * "বাঙ্গালায় এ সময় ইংরাজ ও তাঁহাদের কত সৈন্য আছে, তাঁহাদের জাহাজই বা কেন আসিতেছে না ? তাহাদের সহিত বিবাদ থাকিলেও গত যুদ্ধে কেন তাঁহারা তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। শুনিতে পাই মুসে বুসি উড়িষ্যার নিকটে—কেন তিনি সৈন্যসহ বাঙ্গলায় প্রবেশ করিতেছেন না ? এই সকল কথার পর নবাব ইংরেজদের সম্বন্ধে অনেক কথা কহিলেন। ইহাতে আমার বোধ হইল ইংরেজসহ তাঁহার সন্ধি স্থায়ী হইবে না। একথা কহিবার সময় নবাবের চক্ষু দিয়া যেন অগ্নিশিখা বাহির হইতে লাগিল। তারপর তিনি চন্দননগর সম্বন্ধে ইংরেজদের মনোগত ভাব জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আবশ্যক মত সৈন্য সাহায্য করিতে তিনি প্রতিশ্রুত হইলেন। এই অবকাশে রেনল যে সকল বিষয়ের প্রার্থনা করিয়াছিলেন, ল সে সকল বিষয় উত্থাপন করিলেন। নবাব বলিলেন, তিন দিনের মধ্যে পাঁচ হাজার অশ্বারোহী ও বন্দুকধারী গমন করিবার জন্য প্রস্তুত হইবে। তিনি আমাকে সিপাহি সংগ্রহ করিতে আদেশ করিলেন এবং এজন্য যে টাকার দরকার হইবে তাহা তিনি প্রদান করিবেন বলিলেন। মুসে রেনলকে তিনি যে দুই লক্ষ টাকা দিবেন বলিয়াছেন তাহা আমাকে দিতে কহিলাম, প্রত্যুত্তরে নবাব কহিলেন, তার জন্য

---

* লর গ্রন্থ।

কোন ভাবনা নাই। এবিষয় লিখিত অনুমতি প্রার্থনা করায় তিনি বলিলেন শীঘ্রই পাইবে। এর মধ্যে সংবাদ আসিল, সন্ধির পক্ষে কোন বাধা নাই সুতরাং সৈন্য সাহায্যেরও দরকার নাই। নবাব ৫ হাজার লোককে ছাড়াইয়া দিলেন। তাহারা মাহিনার জন্য অত্যন্ত তাগাদা করিতেছিল। ইত্যবসরে সংবাদ আসিল সমস্ত প্রস্তাব ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এডমিরেল আপত্তি উঠাইলেন যে চন্দননগরের কর্ম্মচারীদের এরূপ সন্ধি করিবার ক্ষমতাই নাই। কিন্তু ভিতরকার কথা এই যে, ইংরেজ যে জাহাজের প্রতীক্ষা করিতেছিল, সেই জাহাজের গঙ্গার মুখে আগমন কথা তাহারা অবগত হয়। কাযেই তাহাদের মতের পরিবর্ত্তন হইল, ইংরেজসৈন্য চন্দনগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। জাহাজ সকলও তদভিমুখে প্রস্তুত হইল, আমিও নবাবের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। আমি নবাবের সহিত প্রধান দেওয়ান মোহন-লালকে দুই বার দেখিতে গিয়াছিলাম। তাঁহার যতই কেন দোষ থাকুক না কেন, তিনিই একমাত্র নবাবের অনুগত ছিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা ছিল। তিনি বুঝিয়াছিলেন নবাবের পতনে তাঁহার পতন অনিবার্য্য। তিনিও তাঁহার প্রভুর ন্যায় অনেকের বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তিনি শেঠেদের পরম শত্রু ছিলেন। আমার বিশ্বাস তিনি যদি স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পাইতেন, তাহা হইলে তিনি শেঠেদের চক্রান্ত সহজে হইতে দিতেন না। দুরদৃষ্টক্রমে এই বিপদের সময় তিনি অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়েন। এসময় তাঁহার মুখ থেকে কথা বাহির করা সহজ কথা নহে। তাঁহাকে বিষ খাওয়াইয়াছে বলিয়া আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়। সিরাজ এই সময় তাঁহার একমাত্র সহায় হইতেও বাঞ্চিত হন।”

"নবাবের অন্যতম দেওয়ান রায় দুর্লভরামের উপর আমার প্রচুর আশা ভরসা ছিল। ক্লাইব আসিবার পূর্ব্বে ইনি নিজেকে ইংরেজশত্রু বলিয়া বিবেচনা করিতেন।—ইনি নিজেকে ইংরেজ-জিৎ এবং কলিকাতা-গৃহীতা বলিয়া গর্ব্ব করিতেন। এরূপ কথিত হয়, তিনি তাঁহার নাম অক্ষুণ্ণ রাখিতে সচেষ্ট ছিলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারীর ঘটনায় তিনি পলায়ন ব্যাপারেই যোগ দিয়াছিলেন। এই ঘটনার পর হইতে তাঁহাকে আর সে মানুষ বলিয়া বোধ হয় নাই। ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করা তিনি সর্ব্বাপেক্ষা ভীতিজনক কার্য্য মনে করেন। শেঠেদের প্রতি ঈর্ষ্যা করিলেও তিনি ধীরে ধীরে তাহাদের পক্ষ অবলম্বন করেন। তিনি নবাবের কাছে অনেকবার লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন। কাযেই নবাবের উপর তাঁর ঘৃণা ছিল। দরবারে তিনি কখন আমাদের অনুকূল একটি কথা কহেন নাই। পাছে কোন পক্ষের বলিয়া বিবেচিত হন এই ভয়ে তিনি বর্ত্তমান সময়ে নিরপেক্ষ ভাবে অবস্থান করেন। শেষকালে যে পক্ষ বলবান বলিয়া বিবেচিত হইবে, সেই পক্ষই অবলম্বনীয় বলিয়া স্থির করেন।"

"বর্ত্তমান সময়ে, সিরাজদ্দৌলাকে আমি একটা যন্ত্রস্বরূপ বিবেচনা করি। ইহা আমাদের হিতপ্রদ, নানাপ্রকার দোষে ইহার কার্য্য সকল রোধ হইতেছে, বিশেষ জোর না দিলে কার্য্য হয় না। আমাদিগকে এক্ষণে নিজের উপর নির্ভর করিতে হইবে। আমরা যদি সিরাজের দোষের প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হই, তাহা হইলে আমাদের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইবে; কেননা স্বার্থপর ব্যক্তিগণ এই সকল দোষের সহায়তা সম্পাদন করিতেছে। ইয়ুরোপীয় সৈন্য এবং তাহার একজন খ্যাতনামা

সেনানীর সাহায্যে এইসকল বাধা অতিক্রম করা যাইতে পারে।"

"দরবার ইংরেজের পক্ষে, তাহাদের অস্ত্রের ভীষণতা সিরাজে দোষ বহুলতা এবং শেঠেদের চক্রান্ত বিষয়ক কুশলতাই তাহাদের প্রধান সহায়। শেঠেরা অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ইংরেজের নিন্দা করিয়া নবাবের প্রীতি সম্পাদনকরতঃ বিশ্বাস ভাজন হইত। নবাবও সে সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে সমস্ত মনের কথা খুলিয়া বলিয়া তাঁহার শত্রুগণকে সতর্ক হইবার অবকাশ প্রদান করিয়া তাহাদের মায়াজালে আবদ্ধ হইতেন। নবাবের প্রায় অধিকাংশ প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারী ইংরেজ পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিল। ইংরেজের উপহার এবং শেঠেদের শক্তিতে মারজাফর আলি খাঁ, খোদা ইয়ার লতিফ প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মচারীগণের ইংরেজ প্রীতি বর্দ্ধিত হয়। সিরাজদ্দৌলা কর্ত্তৃক অবমানিত প্রাচীন মন্ত্রী-সকল,অধিকাংশ মুৎসদ্দী,মুন্সী * এমন কি অন্তঃপুরের খোজারাও ইংরেজের স্বার্থ সম্পাদনে যত্নবান। ওয়াটস্ এর ন্যায় চতুর লোক এই সকলের সাহায্যে কি কার্য্য না করিতে সমর্থ হয়।" (লর গ্রন্থ)

---

*ইংরেজ নৌসেনাপতি ওয়াটসনকে যে পত্র লেখা হয় তাহা ইহার সাক্ষ্য-স্বরূপ। ইহাতে ভাণকরা হইয়াছে যে নবাব তাঁহাকে চন্দননগর অবরোধ করিতে ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন ইংরেজ লেখকও ইহা চমৎকার বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন, এবং ওয়াটসের মনোমত লিখাইবার জন্য মীর মুন্সীকে ঘুষ দিতে হইয়াছে। নবাব যে সকল পত্র লিখিতে আদেশ করেন তাহা তিনি কখন পাঠ করেন না, তাছাড়া মুসলমানরা কখন নাম স্বাক্ষর করে না। পত্র ভাল করিয়া মুড়িয়া আনিয়া নবাবের শীলের প্রার্থনা করে এবং সম্মুখে শীল করিয়া থাকে। অনেক সময় জাল শীলও হইয়া থাকে। (ল)

নবাব, দুর্ল্লভরামকে প্রধান এবং মীরমদনকে দ্বিতীয় সেনাপতি করিয়া ফরাসীদের সাহায্যে প্রেরণ করেন। মুসে ল, রায় দুর্ল্লভ ও অন্যান্য সেনানীকে তাঁহাদের পদোচিত উপহার প্রদান করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। লর বাসনা পূর্ণ হইল না। যথাসময়ে তাঁহারা ফরাসীদের সাহায্যে উপস্থিত হইলেন না। ল, নবাব-দরবারে প্রাতঃকালে যে পরামর্শ স্থির করিলেন, অপরাহ্নে শেঠেরা নবাবকে তাহার উল্টা বুঝাইয়া দিলেন। কাযেই নবাব প্রতারিত হইলেন, তাঁহার সর্ব্বনাশের দ্বার সুপ্রশস্ত হইল।

নৌসেনানা ওয়াটসনকে ক্লাইব প্রভৃতি ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তিনি নবাবের অনুমতি ব্যতীত ফরাসীদের বিরুদ্ধে অস্ত্রোত্তলন করিবেন না, অথচ ফরাসীদের ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহাদের সহিত সন্ধিস্থাপনও করিবেন না, যখন এই বিষয় লইয়া ইংরেজ সভায় ঘোর তর্ক হইতেছিল তখন ওয়াটসের উৎকোচলব্ধ নবাবের পত্র সভাস্থলে আনীত হয়। ওয়াটসন আর কোন কথা না কহিয়া চন্দননগর আক্রমণের অনুকূলে মত প্রদান করিলেন।

এই সময়ের কিছু পূর্ব্বে (৪ঠা মার্চ্চ) নবাব ক্লাইবকে একখানি পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি ইংরেজকে এদেশে ফরাসীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে নিষেধ করেন। আর ফরাসীরা যদি তাহাদের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাহা হইলে তিনি তাহাদের ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ করিয়া দিয়া উপযুক্ত দণ্ডপ্রদান করিবেন, ইত্যাদি লিখিয়া নবাব স্বহস্তে লেখেন যে, বাঙ্গালা দেশে বাদসার ফৌজ আসিবার উপক্রম করিতেছে। আমি আজিমাবাদে (পাটনা)

যাইতে মনস্থ করিয়াছি। এ সময় যদি আপনি আমার সহিত মিলিত হন তাহা হইলে আমি মাসিক ১ লক্ষ টাকা আপনার খরচের জন্য প্রদান করিব। ইহার শীঘ্র উত্তর দিবেন।” ক্লাইব ৭ই মার্চ্চ ইহার উত্তরে লিখিলেন ফরাসীদের সহিত নিরপেক্ষতা অবলম্বন করিতে আমার ইচ্ছা। সেরূপ বন্ধনে আবদ্ধ হইবার শক্তি চন্দননগরের নাই। পণ্ডীচারীতে তাহা করিতে গেলে, তিন মাসের কমে হইবে না। ইহা তাহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক এবং আমাদের পক্ষে হানিজনক হইবে। আমরা যখন আপনার সহায়তার জন্য গমন করিব সে সময় চাই কি মুসে বুসি আসিয়া আমাদের কুঠী বিধ্বংস করিতে পারে। গত আরকটের যুদ্ধে নবাব যখন আমাদের উভয়কে কহিয়াছিলেন, তোমরা আমার রাজ্যে যুদ্ধবিগ্রহ করিও না তখন ফরাসীরাই নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া চেনাপট্টন (মাদ্রাজ) আক্রমণ করিয়া অধিকার করে। আপনি একথা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবেন। এখন কেমন করিয়া উহাদের কথায় বিশ্বাস করিতে পারি? আমি এখন চন্দন নগরাভিমুখে যাত্রা করিলাম, যে পর্য্যন্ত না আপনার পত্র পাইতেছি সে পর্য্যন্ত আমি তাহাদের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব না। আশা করি ইহা আপনার আনন্দপ্রদ হইবে। আপনার সহিত আমি পাটনায় গমন ও তথায় সুখ ও দুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। ভগবৎ কৃপায় আপনি শত্রুবিজয়ী হউন।”

ক্লাইব, সৈন্যগণকে ইতিপূর্ব্বেই বরাহনগরের অপর পারে রাখিয়া দিয়াছিলেন। তিনি আর বিলম্ব না করিয়া উত্তরাভি-মুখে যাত্রা করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার হুগলীর ফৌজদার, তিনি মনে করিলে ইংরেজদের জব্দ করিতে পারেন—আহার্য্য

দ্রব্য প্রাপ্তির পক্ষে যথেষ্ট বাধা দিতে পারেন—দূরদর্শী ক্লাইব এই সকল বিবেচনা করিয়া নন্দকুমার যাহাতে তাঁহার প্রতিপক্ষতা অবলম্বন না করেন সে জন্য নিম্নলিখিত মর্ম্মের তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিলেন। (৮ই মার্চ্চ)

"আমি এখন নবাবের বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ। তাঁহার ইচ্ছা অনুসারে আমি সৈন্যসহ তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য মুর্শিদাবাদে গমন করিতেছি। আমার উপস্থিতিতে আপনি ভীত হইবেন না। আমার সৈন্য যদি আপনার প্রজার প্রতি কিছু-মাত্র উপদ্রব করে, তাহা হইলে সে বিশেষ রূপে দণ্ডিত হইবে। এ বিষয় আপনি নিশ্চিন্ত থাকিবেন। আপনি আপনার অধি-কারস্থ প্রজাদিগকে আমার সৈন্যের খাদ্যের জন্য বাজার বসিতে অনুমতি দিবেন।"

৯ই মার্চ্চ ক্লাইব শ্রীরামপুরের নিকট শিবির স্থাপন করেন। এস্থান হইতে তিনি চন্দননগরের বড় সাহেবকে একখানি পত্র লেখেন। তাহাতে তিনি চন্দননগর কখনই আক্রমণ করিবেন না, আর যদি করেন পূর্ব্বাহ্ণে জ্ঞাপন করিবেন ইত্যাদি লিখিয়া-ছিলেন। ক্লাইব পাশ্চাত্য রাজনৈতিকদিগের আদর্শ পুরুষ, তাই তিনি ফরাসীদিগকে কোন রূপে স্বীয় মনোভাব ব্যক্ত করিলেন না। অকস্মাৎ তাহাদিগকে করতলগত করিবার চেষ্টা করিয়া-ছিলেন।

ফরাসীরাও পশ্চিমদেশীয়, পাশ্চাত্য ক্লাইবের কথার মূল্য তাঁহারা ভালই জানিতেন তাই তাঁহারা ক্লাইবের কথায় বিশ্বাস না করিয়া আত্মরক্ষায় প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

১০ই মার্চ্চ ক্লাইব সৈন্যসহ গরুটির নিকট উপস্থিত হন।

১১ই বিশ্রাম করেন। ১২ই তিনি চন্দননগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে তাঁবু ফেলেন।

১৩ই ইংরেজ, ফরাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে ফলতায় যখন ইংরেজ ঘোরতর দুঃখে অভিভূত হইয়াছিলেন, অন্নাভাবে জীর্ণ শীর্ণ হইয়া রুগ্ন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, সে সময় ফরাসীরা অন্নবস্ত্র প্রদান করিয়া তাঁহাদিগের যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন। ইংরেজ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা বা উপকারের কথা সম্পূর্ণ ভুলিয়া গিয়া, জাতীয় স্বার্থের প্রতি লক্ষ করিয়া পূর্ব্ব বন্ধু ফরাসীদিগকে সমূলে ধ্বংস করিতে অগ্রসর হইল। তাঁহারা ব্যক্তিগত স্বার্থের দাস হইলেও এক্ষণে সে কথা বিস্মৃত হইয়া, সকলে একপ্রাণে মিলিত হইয়া, জাতীয় সমৃদ্ধির ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন। এ সময় আমরা ইংরেজ চরিত্রে দেখিতে পাই, তাঁহারা কার্য্যসিদ্ধির জন্য একপ্রকার বাক্য বলিয়া কার্য্যে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীতাচরণ করিয়াছেন। ঘুষ মিথ্যা প্রলোভন প্রভৃতি দ্বারা নবাব-কর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিয়া স্বীয় কার্য্য উদ্ধার করিয়াছেন।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পাঠকের বোধ হয় স্মরণ আছে ক্লাইব ফরাসীদের বড় সাহেবকে লিখিয়াছিলেন যে "আমি আপনাদের সহিত যুদ্ধ করিব না, যদি একান্তই করিতে হয় তাহা হইলে না জানাইয়া যুদ্ধ

করিব না।" তাই ক্লাইব, চন্দননগরের উপকণ্ঠ হইতে ১৩ই নিম্নের লিখিত পত্র প্রেরণ করেন।

মহাশয়,—গ্রেটব্রিটনের অধীশ্বর ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার নামে আমি আপনাকে আদেশ করিতেছি যে, আপনি চন্দননগরদুর্গ অর্পণ করুন। অস্বীকৃত হইলে ইহার জন্য আপনাকে জবাব দিতে হইবে। এরূপ অবস্থায় যুদ্ধের নিয়ম আপনার প্রতি ব্যবহৃত হইবে।

মহাশয় আমি আপনার একান্ত অনুগত
বিনীত ভৃত্য।
আর, ক্লাইব।

"অনুগত বিনীত ভৃত্য" সুসভ্য ক্লাইব চন্দননগরের বড় সাহবকে দুর্গ অর্পণের জন্য পত্র লিখেন। তিনি কামানের মুখ ব্যতীত লেখনী মুখে উত্তর দিয়াছিলেন কি না তাহা আমরা অবগত নহি। আর আমাদের দেশে গৃহস্থকে পত্র দিয়া তাহার গৃহ রাত্রিকালে অধিকার করিয়া তাহার যথা সর্ব্বস্ব গ্রহণ করার প্রথা এই সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে কি না তাহাও আমরা অবগত নহি।

ফরাসীরা সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। গঙ্গার দিকে তাঁহারা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিলেন। এই দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য তাঁহারা গঙ্গাগর্ভে দুইখানি জাহাজ মৃত্তিকাপূর্ণ করিয়া ডুবাইয়া রাখেন। আরো কয়েকখানি ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। ফরাসীরা যদি জাহাজের রাস্তা ভাল করিয়া রোধ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে ওয়াটসন অত শীঘ্র কখনই চন্দননগর হস্তগত করিতে পারিতেন না।

১৩ই ক্লাইব, চন্দননগর আক্রমণ করেন। তিনি ইহা হস্তগত করা যত সহজ মনে করিয়াছিলেন, দেখিলেন ইহা অত সহজ নহে। সামান্য সামান্য যে যুদ্ধ হইল তাহাতে উভয় পক্ষেরই হতাহত হইতে লাগিল। ক্লাইব ইহাতে বিশেষ সুবিধা কিছু পাইলেন না। নন্দকুমার, ফরাসীদের সহায়তার জন্য ২ হাজার সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। এরূপ কথিত হয় তাহারা ফরাসীদের বড় কার্য্যে আসে নাই। ক্লাইব এই সময় একটি অমোঘ চাল চালিলেন। তিনি প্রচার করিয়া দিলেন, যে কোন ফরাসী সৈন্য তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন তিনি আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন। ইহার ফল ফলিল। ফরাসীদের একমাত্র গোলন্দাজ কর্ম্মচারী লেফটেনাণ্ট টেরাণ্ স্বজাতির পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় নারকীয় উন্নতির জন্য ইংরেজপক্ষ অবলম্বন করে। ইহার মুখে ফরাসীদের ভিতরকার কথা অবগত হইয়া ক্লাইব উৎফুল্ল হইলেন। নবাব ১৫ই ক্লাইবকে লিখিলেন যে তাঁহাকে আর আসিতে হইবে না। কলিকাতায় প্রত্যাগমন এবং ফরাসীদের সহিত শান্তিস্থাপন করুন। যাহাতে গঙ্গার উপর না যুদ্ধ হয় সে বিষয় নবাব পুনরায় নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব, ফরাসীদের উপর তাঁহার কাল্পনিক দোষারোপ করিয়া নন্দকুমারকে ফরাসীদের সাহায্য করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন।

ক্লাইব লিখিলেন—"ফরাসীরা কতকগুলি জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া আমাকে নবাবের বিরাগভাজন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরমেশ্বরের কৃপায় তাঁহার প্রীতি আমার প্রতি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। আমি অনেক দিন হইতেই তাহাদিগকে আমাদের শত্রুরূপে দেখিতেছি। আমি আর রাগ সামলাইতে

পারিতেছি না, তাহারা কোন্ সাহসে ইংরেজের বাণিজ্যে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হয়। তাহাদের সহরের নীচে দিয়া যাইবার সময়, তাহারা কোন্ সাহসে ইংরেজ পতাকা ও ইংরেজদস্তকসহ নৌকা কাড়িয়া লইতে প্রবৃত্ত হয়। আমি সে জন্য তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছি। শুনিলাম সরকারের কতক-গুলি অর্থলোভী ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে ফরাসীদের সহিত মিলিত হইয়াছে। নবাবের (His Excellency) যথেষ্ট অনু-গ্রহ এখন আমার প্রতি রহিয়াছে এ সময় কোন কর্ম্মচারীর অনিষ্ট করিতে আমি বড়ই দুঃখিত নই। এজন্য আমি ইচ্ছা করি আপনি সেই সৈন্যগণকে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ দিবেন এবং অন্য কেহ যেন তাহাদের সাহায্যার্থে না যায়।"

ক্লাইব, ফরাসডাঙ্গা আক্রমণের যে কারণ উল্লেখ করেন তাহা সম্পূর্ণ অলীক, তাহা বলাই বাহুল্য। নন্দকুমার, ফরাসীদের সাহায্য করিয়াছিলেন, ক্লাইব তাঁহার কর্ম্মচ্যুতির ভয় দেখাইয়া তাহাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করিতে চেষ্টা করিলেন। নন্দকুমার তাহার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিজের কর্ত্তব্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইলেন। ক্লাইব, বিশ্বসঘাতক স্বদেশদ্রোহী টেরাণুর সাহায্য পাইয়াও ফরাসীদের বড় কিছু করিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে ৭ দিন অতীত হইল, তথাপিও ক্লাইব প্রাণান্ত চেষ্টা করিয়াও ফরাসীদের কিছুমাত্রও ক্ষতি করিতে সমর্থ হইলেন না।

দরবারে ল, চন্দননগরের সহায়তার জন্য নবাবকে যথেষ্ট অনুরোধ করিতে লাগিলেন, ফরাসীরা রক্ষিত হইলে তাঁহার সিংহা-সন সুরক্ষিত হইবে, ইত্যাদি কথা তিনি নবাবকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিলেন। নবাব, দুর্লভরায়কে ফরাসীদের সাহায্যের

জন্য গমন করিতে আদেশ করিলেন। ল, দুর্লভরাম ও মীরমদনকে কিছু অর্থ পুরস্কার প্রদান করেন। ল বলেন, দুর্লভরাম ইংরেজ-ভয়ে এরূপ বিভীষিকাগ্রস্ত হইয়াছিলেন যে, তিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অর্থ পাইলেও তাঁহার ইংরেজ-ভয় দূর হইত না। মীরমদন উপযুক্ত লোক বলিয়া ল'র ধারণা ছিল। কৃতকার্য্য হইতে পারিলে তিনি তাঁহাদিগকে আরো অনেক অধিক টাকা প্রদান করিবেন একথা তাঁহাদের কাছে প্রতিশ্রুত হন। সম্ভবতঃ দুর্লভরাম রাজদ্রোহীদিগের পরামর্শে দ্রুতবেগে গমন না করিয়া মৃদুমন্থর গতিতে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। দুর্লভরামের মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রার কথা ক্লাইব অবিলম্বে জ্ঞাত হইলেন। তিনি মন্ত্রপূত পত্রে বিভীষিকাগ্রস্ত দুর্লভরামকে সম্মোহিত করিয়া ফেলিলেন—দুর্লভরামের আত্মমর্য্যাদা ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি অন্তর্হিত হইল। ক্লাইব ২২শে মার্চ্চ দুর্লভরামকে লিখিলেনঃ—"শুনিলাম আপনি হুগলীর দশ ক্রোশ দূরে উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি বন্ধুরূপে কি শত্রুরূপে আসিতেছেন, তাহা আমি অবগত নহি। যদি শেষোক্তরূপে আসিয়া থাকেন তাহা হইলে আমি এখনই আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কিছু লোক পাঠাইব। আর যদি বন্ধুরূপী হন, তাহা হইলে আপনি ঐ স্থানেই অবস্থান করুন। যে শত্রুর সহিত আমরা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছি সে দশগুণ বলশালী হইলেও আমরা তাহাদিগকে পরাজয় করিব। সন্ধিস্থাপনের পর হইতে, নবাব আমাদের বিশেষ বন্ধু হইয়াছেন, আমিও তাঁহার যে কোন শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত আছি। তিনি শপথ করিয়া আমাদের সহিত যে সন্ধি করিয়াছেন তাহাতে আপনার ও অন্যান্য বড় লোকের সহি মোহর আছে। সে সন্ধি যদি

তিনি অন্যথা করেন তাহা হইলে সে দোষ তাঁহার উপর পতিত হইবে।

"আমাদের যিনি শত্রু বা মিত্র,তিনি নবাবেরও শত্রু ও মিত্র। সেইরূপ নবাবের শত্রু মিত্র আমাদেরও শত্রু মিত্র রূপে পরিগণিত হন। আমি আপনাকে বলিতেছি যে, ফরাসীরা আমাদের দারুণ শত্রু। আমি তাহাদিগের ধ্বংস সাধন করিব। আমি বড়ই ভাবিত, আমার সহিত যদি আপনার যুদ্ধ হয় তাহা হইলে এক পক্ষের সর্ব্বনাশ হইবে। কোন পক্ষ তাহা ভগবানই জানেন। এখন আপনি আমার মনের ভাব বুঝুন।"

এই পত্রে দুর্লভরামের চলৎশক্তি চলিয়া গেল। তিনি আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। নিজের যুদ্ধ ব্যবসায়ের কথা তিনি ভুলিয়া গেলেন, পৈত্রিক প্রাণ রক্ষায় বিশেষরূপে মনোযোগী হইলেন।

৩০শে মার্চ্চ সেনানী ওয়াটসন, চন্দননগর অর্পণ জন্য নৌকাযোগে একজন কর্ম্মচারীকে তথাকার বড় সাহেবের কাছে প্রেরণ করেন। ফরাসীরা কিরূপভাবে জাহাজ ডুবাইয়া রাখিয়াছে রাস্তার অবস্থাই বা কিরূপ তাহা পরীক্ষা করাই সম্ভবতঃ তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বলা বাহুল্য চন্দননগরের বড়সাহেব উপেক্ষার সহিত ওয়াটসনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন, ক্লাইব যখন এতদিনে তাঁহাদের কিছুই করিতে সমর্থ হয় নাই, তখন গঙ্গার পথ অবরুদ্ধ থাকায় ওয়াটসন কখনই জাহাজ লইয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হইতে পারিবে না। এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া রেনল চন্দননগর রক্ষা করিতে দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন। ইংরেজ কর্ম্মচারী, ওয়াটসনের কাছে প্রত্যাগমন

করিয়া ডোবা জাহাজের ধার দিয়া নিরাপদে জাহাজ যাইতে পারে নিবেদন করিলেন। রাত্রিকালে ডোবা জাহাজের জলের উপর জাগা মাস্তুলের উপর আলো রাখা হইল। সেই আলোকে চন্দননগরের দিকে আবরণ রাখায় কাহারও কোন সন্দেহ হইল না অথচ ইংরেজ জাহাজের পথপরিদর্শকস্বরূপ হইল।

২৩শে মার্চ্চ প্রাতঃকাল ৫টার সময় ক্লাইব কেল্লার দক্ষিণ দিকে গঙ্গার নিকট হইতে ফরাসীদের উপর গোলা ছুড়িতে লাগিলেন। ইহাতে ইংরেজদের জাহাজ গমনের পক্ষে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিল। ৭টার সময় টাইগার, কেণ্ট, সলিসবরি নামক যুদ্ধ জাহাজ দুর্গের সন্নিকটবর্ত্তী হইল। নবাগত এডমিরাল পোকক, টাইগারে এবং কেণ্ট জাহাজে ওয়াটসন অবস্থান করিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে আক্রমণের চিহ্ন স্বরূপ রক্ত পতাকা উড্ডীন হইল। ঘোরতর বিক্রমে ইংরেজ সৈন্য যেন "স্বর্গমর্ত্ত্য" ধ্বংস করিবার উপক্রম করিয়া কামান ছুড়িতে লাগিলেন। ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের ঘোরতর অগ্নি বর্ষণে ফরাসীদের মাটির বুরুজ ধূলিসাৎ হইয়া গেল। ইহা মেরামতের জন্য ফরাসীরা যথেষ্ট চেষ্টা করিল, সে সময়ে মাটি পাওয়া বড় সহজ কথা নহে, তাহারা মাটির অভাবে উৎকৃষ্ট কাপড়ের বস্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য পণ্যদ্রব্যে ভগ্নস্থান পূরণ করিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ফরাসীরা আপনাদের স্বত্ব রক্ষার জন্য অনেকে একপ্রাণে এই যুদ্ধযজ্ঞে শরীর আহুতি প্রদান করিয়াছিল। অবশিষ্ট যাহারা রহিল, তাহারাও বীরপুরুষের মত জীবন বিসর্জ্জনে কৃতসঙ্কল্প হইল। দুর্গ রক্ষার যখন কোনরূপ আশা রহিল না, তখন বৃথা হত্যা অনর্থক বিবেচনা করিয়া ৯৷৹ টার সময় ফরাসীর বড় সাহেব রেনল রক্তপ্রবাহ রোধ করিবার

জন্য শান্তির চিহ্ন শ্বেতপতাকা উত্থাপন করেন। ইংরেজ ও ফরাসী উভয়ই রক্ষা পাইলেন। ক্লাইব খুব সাবধানতার সহিত সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন সেই জন্য তাঁহার সেনাদলের মধ্যে মৃত্যুসংখ্যা খুব কমই হইয়াছিল।

ফরাসীদের এই প্রলয়ঙ্কর ঘোরতর যুদ্ধে দুইজন কাপ্তেন এবং দুইশত সৈন্য হত ও আহত হইয়াছিল। ইংরেজ পক্ষে হতাহতের সংখ্যা বড় কম হয় নাই। সেনানী পোকক এবং অনেকগুলি উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী আহত ও নিহত হন। কেণ্ট জাহাজের দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। তাহাকে আর সমুদ্রে গমন করিতে হয় নাই।

ফরাসীরা শ্বেত পতাকা দেখাইলে যুদ্ধ স্থগিত হইল। ইংরেজ পক্ষ হইতে লেফটেনাণ্ট ব্রিটন এবং কাপ্তেন কুক দুর্গে গমন করিলেন। ফরাসীরা নিম্নলিখিত প্রকারে আত্মসমর্পণ পত্র প্রদান করেন।

১। পলাতকদিগের প্রাণ রক্ষা করিতে হইবে (যে সকল ইংরেজ সৈন্য পলাইয়া ফরাসীদের সহিত মিলিত হয়)

উত্তর। পলাতকদিগকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে হইবে।

২। এই দুর্গের কর্ম্মচারীরা বন্দী হইবে, শপথ গ্রহণ করিলে তাহারা আপন আপন আসবাবপত্র লইয়া যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারিবে। বর্ত্তমান যুদ্ধে বৃটনেশ্বরের বিরুদ্ধে তাহারা যুদ্ধ করিবে না।

উত্তর। ইহাতে এডমিরাল স্বীকৃত হইলেন।

৩। দুর্গের সৈন্যেরা, যে পর্য্যন্ত যুদ্ধ হইবে সে পর্য্যন্ত বন্দী

থাকিবে। ফ্রান্স ও ইংলণ্ডেশ্বর উভয়ের মধ্যে শান্তি সংস্থাপিত হইলে তাহাদিগকে পণ্ডিচারীতে পাঠাইয়া দিবেন এবং সে কাল পর্য্যন্ত ইংরেজ—কোম্পানীর ব্যয়ে তাহাদিগকে ভরণ পোষণ করিতে হইবে।

উত্তর। এডমিরাল ইহা স্বীকার করিয়া বলেন যে সৈন্য-গণকে পণ্ডিচারীর পরিবর্ত্তে মাদ্রাজ বা ইংলণ্ড পরে যথায় তিনি স্থির করিবেন তথায় পাঠাইয়া দিবেন। ফরাসী ব্যতীত যে কোন বিদেশী স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ইংরেজের অধীনতায় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করিবে সে ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে পারিবে।

৪র্থ। দুর্গের সিপাইরা যুদ্ধ-বন্দী হইবে না, তাহারা স্বীয় স্বীয় দেশে যাইতে অনুমতি পাইবে।

উত্তর। এডমিরাল ইহা স্বীকার করিলেন।

৫ম। সেণ্টকনষ্টেট নামক জাহাজের ইয়ূরোপীয় কর্ম্মচারী ও লোকদিগকে—করমণ্ডলকূলে যে জাহাজ প্রথমে গমন করিবে সেই জাহাজে তাহাদিগকে পাঠাইতে হইবে।

উত্তর। জাহাজের ইয়ুরোপীয় লোকবৃন্দ এবং কর্ম্মচারীগণের অবস্থা সৈন্যগণের সমতুল্য। তাহাদিগকে মাদ্রাজ বা ইংলণ্ডে অবিলম্বে পাঠান হইবে।

৬ষ্ঠ। ফরাসী রোমান ক্যাথলিক পাদরিদিগকে তাহাদের গির্জ্জা ভাঙ্গার পর তাহাদিগকে যে গৃহ প্রদান করা হইয়াছে সেই গৃহে ধর্ম্ম কার্য্য করিতে যেন দেওয়া হয়। রৌপ্যের অলঙ্কার এবং গির্জ্জার জিনিসপত্র এবং তাহাদের আসবাবপত্র যেন তাহারা প্রাপ্ত হয়।

উত্তর। এখানে কোন ইয়ুরোপীয়কে রাখিতে এডমিরাল

স্বীকৃত নন। পাদরীরা নিজেদের বা গির্জ্জার জিনিস পত্র লইয়া পণ্ডিচারী বা অন্যত্র গমন করিতে পারেন।

৭ম। এখানকার অধিবাসী, তিনি যে কোন জাতীয় হউন না কেন, ইয়ুরোপীয়, মুস্তী (মেটে ফিরিঙ্গি) ক্রিস্তান, কৃষ্ণকায় হিন্দু, মুসলমান দুর্গমধ্যে বা নগরে তাহাদের দখলে যে সকল গৃহ ও দ্রব্যাদি আছে তাহা তাহাদেরই থাকিবে।

উত্তর। এডমিরাল এ বিষয় ন্যায় বিচার করিবেন।

৮ম। কাশিমবাজার, ঢাকা, পাটনা, জগদীয়া এবং বালেশ্বরে যে যে কুটি আছে, তাহা তথাকার বড় কর্ম্মচারীর অধীনে থাকিবে।

উত্তর। এ বিষয় নবাবের সহিত এডমিরালের বন্দোবস্ত হইবে।

৯ম। ডাইরেক্টর, কাউন্সেলার এবং তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারিবৃন্দ সবস্ত্র যথায় ইচ্ছা তথায় গমন করিতে পারিবেন।

উত্তর। এডমিরাল ইহা স্বীকার করিলেন।

দুর্গ সমর্পণের পর একটি ঘটনা ইংরেজকে বড়ই ব্যথিত করিয়াছিল। ঘটনাক্রমে হউক বা কেহ ইচ্ছাপূর্ব্বক বারুদে আগুন লাগানতে বিস্তর বহুমূল্য দ্রব্য নষ্ট হইয়া যায়। ইহাতে ইংরেজরা অত্যন্ত মর্ম্মপীড়িত হইয়াছিল। জাহাজের পণ্য দ্রব্য সকল যাহাতে ইংরেজের হস্তে পতিত না হয় সেজন্য ফরাসীরা গঙ্গাগর্ভে সপণ্য জাহাজ ডুবাইতেও বিস্মৃত হয় নাই। ইংরেজদের হস্তে পতিত হইবার ভয়ে পলাতক সৈন্যসকল উত্তরদিকের অরক্ষিত দ্বার দিয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে পলায়ন করিয়াছিল। এজন্যও ইংরেজ ফরাসীদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন।

সন্ধির ২য় এবং ৯ম সর্ত্ত অনুসারে অনেক ফরাসী চুচড়ায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। ক্লাইব এ সর্ত্তের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া ফরাসী কর্ম্মচারীগণকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনিয়া কলিকাতায় বন্দী করিয়া রাখেন। বলা বাহুল্য ক্লাইবের এই ব্যবহারে অনেকেই বিরক্ত হইয়াছিলেন। এস্থানে ইংরেজের মহত্বতা-ব্যঞ্জক একটি ঘটনা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিকোলাস নামক জনৈক ভদ্র ফরাসীও এই যুদ্ধে সর্ব্বস্বান্ত হন। তাঁহার পোষ্যও অনেকগুলি ছিল। কাযেই তাঁহার দুর্দ্দশার সীমা ছিল না। জাহাজের সহৃদয় কাপ্তেন, নিকোলাসের দুঃখে অভিভূত হন। তিনি কয়েক মিনিটের চেষ্টায় জাহাজের সহৃদয় কর্ম্মচারী বৃন্দের নিকট হইতে ৯ হাজার ৪ শত টাকা সংগ্রহ করিয়া তাহাকে প্রদান করেন। যাহারা শত্রুর রক্তে পৃথিবী পঙ্কিল করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে নাই তাহারাই আবার শত্রুর দুঃখ মোচন করিতে সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইল। ইহা সকল কালেই সকলের অনুকরণীয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

চন্দননগর ধ্বংসে বাঙ্গালীদের মধ্যে ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এবং তন্তুবায় কুল বিশেষ রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিলেন। ইন্দ্র-নারায়ণ ফরাসীদের রক্ষার জন্য সাধ্যানুসারে যথেষ্ট চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার এক ভাই নবাব সরকারে ভাল কার্য্য করি-তেন। তিনিও ফরাসীদের সাহায্যের জন্য যথেষ্ট করিয়াছিলেন কিন্তু সকলই নিষ্ফল হইয়াছিল।

ওয়াটসনের বিজয়ে, ক্লাইব মনে মনে একটু ব্যথিত হন। তিনি নিজেকে এই বলিয়া সান্ত্বনা দিয়াছিলেন যে, যুদ্ধ জাহাজ না আসিলেও তিনি দুর্গ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন, তবে কিছু

কাল বিলম্ব হইত, আর তিনি না হইলে ডোবা জাহাজের নিকট দিয়া গমন করা ওয়াটসনের পক্ষে নিতান্ত সহজ হইত না এইরূপ নানাপ্রকারে তিনি মনকে প্রবোধ দিয়াছিলেন।

চন্দননগরের পতনের সহিত ইংরেজদিগের বল বুদ্ধি পরাক্রম সহস্রগুণে বর্দ্ধিত হইল। উৎসাহে তাঁহারা নিজেকে সকলের অপরাজেয় বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

যে সকল ফরাসী সৈন্য চন্দননগর পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, ইংরেজেরা তাহাদিগকে নদীয়া পর্য্যন্ত অনুধাবন করিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কতক নিহত, কতক বন্দী এবং অবশিষ্ট কোনরূপে সয়দাবাদে মুসে লর কাছে উপস্থিত হয়।

পাছে চন্দননগর দুর্গ পুনরায় শত্রুহস্তে পতিত হয় এই ভয়ে ইংরেজ তাহা বারুদে উড়াইয়া দেয়। তাহার কোন চিহ্ন রহিল না। যে দিন চন্দননগরের পতন সংবাদ লণ্ডনে নীত হয় সেদিন ইণ্ডিয়াষ্টক শতকরা ১২ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ইহাতেই পাঠক বুঝিবেন বাঙ্গালায় ইংরেজ, ফরাসীকে কিরূপ চক্ষে দর্শন করিত।

চন্দননগরের পতনের পর, ইহার উদ্ধার সাধন এবং নবাবের সাহায্যের জন্য ফরাসী সেনানী ডুপ্রে বহু সংখ্যক যুদ্ধ বিজয়ী সুশিক্ষিত সৈন্য লইয়া বাঙ্গলা অভিমুখে যাত্রা করেন। বুদ্ধিমান ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন যে তিনি বাহুবলে ফরাসীকে আঁটিয়া উঠিতে পারিবেন না, তাই তিনি সুগম উপায় অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ অর্থ দ্বারা সেনানীকে সম্মোহিত করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ভ্রংস করেন। সেনানী কেবল মাত্র চুপ করিয়া নিরস্ত হইলেন না তিনি আবার নবাবকে পত্র লিখিলেন যে ইংরেজ অজেয় ইহাদের সহিত যুদ্ধ করা বিড়ম্বনা মাত্র।

এ চালেও ক্লাইবের মন তৃপ্ত হইল না। তিনি শ্রীমান্ উর্মিচাঁদকে দিয়া নবাবকে অবগত করাইলেন যে মুসে ডুপ্রে ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া নবাবকে আক্রমণ করিবার মতলব করিতেছে। *

ক্লাইবচরিত্র বিশ্লেষণ করিলে আমরা দেখিতে পাই যে, তিনি ইহা গ্রহণ করিবার দেড়বৎসর পূর্ব্বে বিলাতে লিখিয়াছিলেন যে, "আমার ধারণা ফরাসিদিগকে চন্দননগর অধিকারচ্যুত করিতে সমর্থ হইব।" অথচ এই ক্লাইব চন্দননগর আক্রমণ করিবার অল্পকাল পূর্ব্বেও ফরাসীদিগকে জানিতে দেন নাই যে তিনি তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিবেন বরং ইহার বিপরীত ভাবই জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। ধর্ম্মনীতি ও রাজনীতি দুইটিই স্বতন্ত্র বিষয়। ধর্ম্মনীতিকের চক্ষে ইহা বিসদৃশ হইলেও "শত সম্বৎসরের পরেও অবকাশ পাইলেই শত্রুকে পদদলিত করিব," মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিয়া শত্রুর দুর্ব্বলতা অনুসন্ধান করিবে। রাজনীতির এই মতানুসারে ক্লাইবের অধ্যবসায় ও দূরদর্শনের প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।

---

* An army formidable having been sent under the command of Mr. Dupree, to retake Chandenagore and to assist the Viceroy. Mr. Clive conscious he had no chance against desciplined veterans, vribed the French General, whome he caused immediately to write to the Nabab, to let him know that the English were invinceble.

One Omichund the Viceroy's confidential servant, was alse corrupted by Mr. Clive's infidious arts; he received four lack of rupees, to tell his master of an agreement made between the English and Monsieur Dnpree to attack him.

Caraccioli's Life of Lord Clive p. 36. vol 1.

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

নবাবের দ্বিভাব, ইংরেজের দ্বিভাবের কাছে পরাজিত হইল। নবাব যদি দ্বিভাব পরিত্যাগ করিয়া একভাবে ফরাসী বা ইংরেজের সহিত মিলিত হইতেন তাহা হইলে তাঁহার শোচনীয় পরিণাম হইত না। তিনি তাঁহার দুর্ব্বলতা ও তাঁহার নিমক-হারাম কর্ম্মচারীদের জন্য একভাবে ফরাসীদের সাহায্য করিতে পারিলেন না, এজন্য তাঁহাকে ইংরেজদিগের দ্বিভাবের কাছে পরাজিত হইতে হইয়াছিল। পরাজয় হইলেই বিভীষিকা অমিতবল প্রকাশ করিয়া দুর্ব্বল হৃদয় অধিকার করিয়া থাকে। ভূয়োদর্শন চরিত্রবল এবং সুমন্ত্রীর সাহায্যে এই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ হইয়া থাকে। সিরাজের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার কুমন্ত্রীগণ তাঁহার এই বিভীষিকা আরো বাড়াইতে লাগিলেন। ভূতের গল্পে ভূতের ভয় যেরূপ বর্দ্ধিত হয়, সেইরূপ স্বার্থপর মন্ত্রীর, ইংরেজ বাহুবলের উপকথায়, সিরাজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তিনি নিজের শক্তি ভুলিয়া যাইতে লাগিলেন। সুতরাং তাঁহার নিজের শক্তির উপর আর বিশ্বাস রহিল না, তিনি পরমুখাপেক্ষী হইয়া পড়িলেন।

ক্লাইব, চন্দননগর অধিকার করিয়াই নবাবকে তাঁহাদের এই আনন্দ সংবাদ প্রেরণ করিলেন। নবাবও তাহার প্রত্যুত্তরে তাঁহার অসীম আহ্লাদের কথা জানাইয়া লিখিলেন, যেন তাঁহার সৈন্যরা হুগলীর ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের প্রজাদের উপর

কোনরূপ অত্যাচার না করে। তাহা হইলে রাজস্ব সংগ্রহের পক্ষে অত্যন্ত অসুবিধা হইবে। এবিষয় তিনি যেন নন্দকুমারকে আশ্বাস প্রদান করেন। ইংরেজসৈন্য পলাতক ফরাসীদের অনুসরণ কালে প্রজাপুঞ্জের উপর অত্যাচার করিয়াছিল। যাহাতে এরূপ কার্য্যের পুনরভিনয় না হয়, সেজন্য নবাব, ক্লাইবকে নিষেধ করিলেন। ফরাসডাঙ্গা বিজয়ের পর ইংরেজদের উদ্ধত প্রকৃতি যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। ল প্রভৃতিকে হস্তগত করিবার জন্য ইংরেজেরা নবাবকে যথেষ্ট পীড়ন করিতে লাগিলেন। ফরাসীদের অন্যান্য কুঠী ইংরেজ যাহাতে অধিকার করিতে পারে, সেজন্যও তাহারা নবাবের সহিত পত্র ব্যবহার করিতে লাগিলেন। ইংরেজ পাছে সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিয়া জলপথে মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করে এই ভয়ে নবাব সুতিতে এবং পলাশীতে গঙ্গার গতিরোধ করিবার জন্য আদেশ করিয়া পাঠান। অপরদিকে নবাব, ফরাসীসেনানী বুসিকে বাঙ্গলাদেশে আসিতে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। বাঙ্গলাদেশে উপস্থিত হইলে যাহাতে তাঁহার কোনরূপ কষ্ট না হয়, সে জন্য তিনি তাঁহার আগমন পথের জমীদার ফৌজদার প্রভৃতিকে তাঁহার সুখ স্বচ্ছন্দতার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে আদেশ করেন। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, নবাবের কোন কার্য্যই ইংরেজদের কর্ণগোচর হইতে বিলম্ব হইত না। ইংরেজ একথা অবগত হইয়াই ল কে সয়দাবাদ হইতে তাড়াতাড়ি দূর বা হস্তগত করিতে বিশেষরূপে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। বুসির আগমন কথা শুনিয়া ইংরেজ নবাবকে ভয় দেখাইতে লাগিলেন। মুসে বুসি যে সৈন্য লইয়া আসিতেছে একি আপনাকে আক্রমণ করিবে? এরূপ অবস্থায় নবাব, মুসে

লকে তাঁহার অবস্থা বুঝাইয়া দিয়া কিছু দিনের জন্য তাঁহাকে পাটনা অঞ্চলে অবস্থান করিতে আদেশ করেন।

ওয়াটস, লকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে শপথ গ্রহণ করিয়া কলিকাতা, চুঁচুড়া অথবা ফরাসডাঙ্গায় তাঁহার অবস্থান করিবার প্রস্তাব করেন। ল শত্রুর অনুগ্রহ বিষবৎ পরিত্যাগ করিয়া, স্বীয় ভাগ্যচক্র কিরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা দেখিতে প্রস্তুত হইয়া নবাবকে কহিলেন, "আপনি কি আমাকে শত্রু হস্তে ন্যস্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন? নবাব, বিমর্ষভাবে মাটির দিকে চাহিয়া কহিলেন, না না আপনার যে রাস্তায় ইচ্ছা সেই রাস্তা দিয়া যান, ভগবান আপনার সহায় হউন। ল দাঁড়াইয়া তাম্বুল গ্রহণ করিয়া দরবার হইতে গমন করেন। গোলাম হোসেন, তাঁহার সায়ের মুতাক্ষরীণে লিখিয়াছেন যে "ল গমন কালে নবাবকে বলেন, আবার আমায় ডাকিবেন? এই আমার আপনার সহিত শেষ দর্শন। আমার কথা মনে রাখিবেন আমাদের আর দেখা হইবে না, ইহা সম্পূর্ণ অসম্ভব।" এই বলিয়া ল দরবার হইতে চলিয়া আসিলেন। ইংরেজ ওয়াটস্, লর ক্ষুদ্র সেনাদলের ভিতর লোক পাঠাইয়া তাহাদিগকে ভাঙ্গাইয়া আনিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহার আশা পূর্ণ হয় নাই। লর অধীনস্থ প্রভুভক্ত লোক সকল তাহাদের নেতার সহিত তাহারা অবিকৃত বদনে সকল প্রকার অবস্থা ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। কোনরূপেই ইংরেজের আশা পূর্ণ হইল না। স্বপ্নেও তাহারা লর ভয়ে চমকিয়া উঠিতে লাগিল।

এখানে আমরা ঢাকার ফরাসীকুঠীর বড় সাহেবের কথা

উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। তাঁহার স্বাধীনতা সংরক্ষণ কাহিনী মৃতব্যক্তিরও যদি শ্রবণগোচর হয়, তাহা হইলে তাহারও ধমনীতে উষ্ণশোণিত প্রবাহিত হইয়া থাকে। চন্দন-নগরের পতনের পর, ঢাকার ইংরেজ, মুসে কুর্ত্তিনের কাছে আত্মপ্রদানের জন্য প্রস্তাব করিয়া পাঠান। কুর্ত্তিনের ইহাতে যথেষ্ট সুবিধা ছিল। তিনিও তাহা স্বীকার করিলে কেহই তাঁহার নিন্দা করিতে পারিত না। স্বাধীনতা দেবী যাঁহাদের হৃদয়ে বিরাজ করেন, তাঁহারা সহজে কখন শত্রুর অধীনতা পাশে আবদ্ধ হন না, তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যত্ন করিয়া থাকেন। ইহার জন্য মৃত্যুকেও আলিঙ্গন করিতে তাঁহারা কুণ্ঠাবোধ করেন না।

২২শে জুন কুর্ত্তিন, ১৭ জন মেটে ফিরিঙ্গি গোলন্দাজ, ৪।৫ জন কোম্পানীর ভৃত্য, ২৫।৩০ জন হরকরা, সর্ব্বশুদ্ধ ৬০ জন সৈন্য এবং তাঁহাদের আসবাব পত্র বোঝাই ৩০ খানা নৌকা লইয়া তিনি ল র সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন।

বীর হৃদয় কুর্ত্তিন তাঁহার স্ত্রীকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা হইতে কিছু উদ্ধৃত হইল। তিনি তাঁহার স্ত্রীকে পত্রে লিখিয়া ছিলেন যে, "৭।৮ দিন পরে আমরা শুনিলাম যে পলাশীর যুদ্ধে ইংরেজ মিরজাফরকে বাঙ্গলার তক্তে বসাইয়াছেন। সুতির কাছে সিরাজদ্দৌলার সর্ব্বনাশের কথা নিঃসন্দেহে অবগত হইলাম। আমরা মুর্শিদাবাদের এত নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলাম যে, দুই দিন ধরিয়া আমরা কামানের শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলাম। এ অবস্থায় আমি আমার গতির দিক পরিবর্ত্তন করিলাম। যে পর্য্যন্ত না ফরাসী সৈন্য বাঙ্গলায় পুনরায় আসিতেছে সে পর্য্যন্ত ভারতের

পার্ব্বত্য প্রদেশে অবস্থান করা আমি যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলাম এবং তদভিমুখে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ১০ই জুলাই আমি দিনাজপুর রাজের রাজধানীতে উপস্থিত হই। ইনি আমার গতিরোধ করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। আমরা ভয় দেখাইয়া বলিলাম, যে, আমাদের গতিরোধের চেষ্টা করিলে তাহাকে আমরা আক্রমণ করিব। রাজার ৫ হাজার পদাতিক ও অশ্বারোহী সর্ব্বদা সজ্জিত থাকে। যদি রাজা একটু দৃঢ়তা অবলম্বন করিতেন, তাহা হইলে আমাদের যে কি হইত তাহা আমার অজ্ঞাত। এস্থানে আমি একজন ফরাসী সৈনিক দেখিতে পাই। ইনি পলাশী যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। এস্থান হইতে আমি উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। আমি বাঙ্গলার সীমানার বহির্ভাগে উপস্থিত হইলাম, আমার সম্মুখে পর্ব্বত, এস্থান হইতে ২।৩ দিনের রাস্তা ব্যবধানে। পর্ব্বতে যাইবায় আমার বাসনা ছিল। কিন্তু নৌকার মাঝি মাল্লা কতকগুলা পলাইয়া যাওয়াতে আমি অগ্রসর হইতে পারিলাম না। সাহেবগঞ্জের রাজা আমাকে দুর্গ নির্ম্মাণের ভূমি এবং আমার যাহা কিছু দরকার হইবে, তাহা প্রদান করিবেন এরূপ বলিয়া পাঠান। আমি তাঁহার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া একটি উচ্চ ভূমিতে ত্রিকোণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। সকল প্রকারের কারুকর আমার সহিত ছিল। তাহাদের সাহায্যে দুর্গের যাহা যাহা দরকার তাহা সকলই প্রস্তুত হইল। নৌকার মাস্তুল দুর্গের পতাকা স্তম্ভ হইল। দুইটি কামান ইহার প্রাচীরের উপর স্থাপিত হইল। অল্পদিনের মধ্যেই হাজার পাউণ্ড উত্তম বারুদ প্রস্তুত হইল। দুর্গ মধ্যে ইহা রাখিবার নিরাপদ স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। দুর্গের নামকরণ হইল

(Fort Bourgogne) * এদেশে আমি "ফিরিঙ্গি রাজা" নামে অভিহিত হইলাম। আমার পার্শ্ববর্ত্তী রাজাদের আমি পরস্পরের বিবাদ ভঞ্জন করি, তাহারা আমার কাছে দূত প্রেরণ করে, আমার যশঃ বহুদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে।

"তিব্বতরাজ আমার কাছে একসময় দূত প্রেরণ করেন, তাঁহার সহিত প্রায় ৮ শত লোক ছিল, আমি তাহাদিগকে নয় দিবস ভোজ দিয়াছিলাম। গমনকালে তাহাদের শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে পদমর্য্যাদা অনুসারে উপহার প্রদান করিয়াছিলাম। তাহারা আমাকে পাঁচটা ঘোড়া, কয়েক প্রকার সুগন্ধি দ্রব্য, ৩।৪ রকম চিনে বাসন, গিল্টি করা কাগজ এবং ভুটিয়ারা যেরূপ তলোয়ার ব্যবহার করে সেই রূপ একখানি তলবারি প্রদান করে।" ইহাদিগকে দৃঢ়কায় এবং বলবান দেখিয়া কুর্ত্তিন ইহাদের সাহায্য গ্রহণ করিতে মনন করেন। ইহারা গ্রীষ্মাগমের পূর্ব্বেই স্বদেশ প্রত্যাগমন করে সুতরাং তাহাদের দ্বারা স্থায়ী ভাবে বিজয় সাধন সম্পূর্ণ অসম্ভব। কুর্ত্তিন নির্ব্বাসিত প্রায় হইয়াও এইরূপে নিজেদের প্রাধান্য সংস্থাপনের উপায় চিন্তায় চিন্তিত হইয়াছিলেন।

ল মুর্শিদবাদ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলেও ইংরেজ তাঁহাকে হস্তগত করিবার জন্য পত্রের উপর পত্র লিখিয়া নবাবকে ব্যতিব্যস্ত করিতে লাগিলেন!

ক্লাইব নবাবকে লিখিলেন, "আপনি নিশ্চয় জানিবেন, তাহারা মহারাট্টা বা পাঠান অথবা অন্য কোন শত্রুকে আহ্বান করিবার কল্পনা করিতেছে। সেই শত্রু এদেশে আসিলেই উহারা তাহা-

* অর্ম্মে বলেন ইহা তিস্তার উপর। রেনল তিস্তা হইতে একটু দূরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। জলপাইগুড়ির ৭।৮ ক্রোশ দক্ষিণ।

দের সহিত মিলিত হইয়া আপনার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিবে।” ইত্যাদি নানাপ্রকার লিখিয়া নবাবকে ব্যতিব্যস্ত করিতে চেষ্টা পায়। ক্লাইব্, স্বার্থ সাধনের জন্য দর উপর যে দোষ আরোপ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা, তাহাতে সত্যের লেশ মাত্রও ছিল না। নবাব ইংরেজদের ধৃষ্টতায় ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উকীলকে ২০শে এপ্রেল দরবার হইতে দূর করিয়া দেন। এই দিবস ইংরেজস্ক্রাফটন, শ্রীমতী ক্লাইবের আত্মীয় ওয়ালস্‌কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন নিম্নে তাহার সারমর্ম্ম প্রদত্ত হইল।“বালকেরা বেশীক্ষণ ক্রোধ লুকাইয়া রাখিতে পারে না। আজ হৃদয় ভেঙ্গে বাহির হইয়াছে। আমাদের উকীল তাহার কাছে গেলে—সে দেখিবামাত্রই তাহাকে দরবার থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। আসিবার সময় শুনিতে পাইল, সে বলিতেছে, “সবংশে তাদের আমি ধ্বংস করিব।” সসৈন্য মীরজাফর যাত্রার জন্য আদিষ্ট হইয়াছে, সেও তাহাকে অনুগমন করিবে। এ গমনের কারণ জিজ্ঞাসায় উত্তরে বলে “ওরা বার বার ফরাসীদের দেবার জন্য লিখিতেছে, ওদের আর চিঠি আমি গ্রহণ করিব না।”

“ভগবানের দোহাই এখন দিন কতক উহাকে ঠাণ্ডা রাখিতে হইবে, ঠিক সময় এখনও হয় নাই, উমিচাঁদকে জগৎ শেঠের কাছে পাঠান হইয়াছে। লতিফকে আমরা যাহাতে মনোনীত করি, এই অভিপ্রায়ে শেঠেদের কাছে উমিচাঁদকে পাঠান হইয়াছে। আমাকে যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় তাহা হইলে আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি যে দশ দিনের ভিতর আপনি উত্তরে দুই দিনের রাস্তা অগ্রসর হইলেই, আপনার সহিত বহুল পরিমাণে সৈন্য মিলিত হইবে। সে সময় আমরা এইরূপ প্রস্তাব করিব,

যে ;—কোম্পানীর যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা বিশেষরূপে পূরণ করিয়া দিতে হইবে। যুদ্ধের খরচের জন্য দশ লক্ষ টাকা, হাজার বা বেশী সৈন্য রাখিবার ব্যয় স্বরূপ কুল্পী পর্য্যন্ত প্রদেশ আমরা অধিকার করিব। চট্টগ্রামে আমাদের কুঠি স্থাপনের জন্য দশ ক্রোশ ভূমি লইব। ফরাসীদের আর পুনরায় কুঠি করিতে দেওয়া হইবে না। আমাদের, শেঠ ও উমিচাঁদের ক্ষতি পূরণ করিয়া লইব। নবাব পত্রে লিখিয়াছেন যে ফরাসী সৈন্যসহ এদেশে আসিলে তিনি আমাদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রত্যুত্তরে ধন্যবাদ দিয়া আপনি পত্র লিখুন। যে পর্য্যন্ত না আমরা তৈয়ার হই সে পর্য্যন্ত ঠাণ্ডা রাখুন—ইহা দিন কয়েকের জন্য মাত্র। আমার বিবেচনায় এখন পাটানাতে কুঠি পুনঃ স্থাপনের জন্য তাড়াতাড়ি করিবার দরকার নাই। এখানকার মালপত্র ও লোকজন শীঘ্র পাঠাইয়া দেওয়া উচিত। ধীরে ধীরে আঘাত করিয়া শেষে ধ্বংস করিতে হইবে। নবাব ক্রোধের ভরে বলিয়াছিলেন "ফরাসা আমার আমি তাহাদের নষ্ট করিব ?

২৬ বৎসর বয়সের স্ক্রাফটনের, ওয়াটসের একটু চিরকারিতা ভাল লাগিল না—শ্রীমানের ইচ্ছা এক মুহূর্ত্তের মধ্যে নবাবকে তাড়াইয়া দিয়া সিংহাসন অধিকার করে। গত বৎসর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া ওয়াটসের হৃদয় হইতে নবাবের ভয় একেবারে নির্মূল হয় নাই। তাই সে ধীরে ধীরে সকল দিক বাঁচাইয়া কায করিতেছিল। এই বিলম্বটুকু স্ক্রাফটনের অসহ্য হইল। তাই সে ওয়াটস্‌কে অতিক্রমণ করিয়া বাহবা নিজে লইবার জন্য ক্লাইবকুটুম্ব ওয়াল্‌স্‌কে উপরের পত্র প্রেরণ করেন।

নবম পরিচ্ছেদ।

—— o ——

২৬ বৎসরের যুবক স্ক্রাফটনও বাঙ্গলার ভাগ্যচক্র পরিবর্ত্তন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। ইনিও একজন বিধাতা-পুরুষ হইয়া বাঙ্গলার ললাটে কলম ডালিবার উপক্রম করিলেন। আমাদের দেশের স্বার্থপর প্রবীণ মহাশয়েরা, স্বার্থরক্ষার জন্য ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া নিজেদের পায়ে কুঠার মারিবার উপক্রম করিলেন। দরবার হইতে ইংরেজ দূতের বহিষ্কারের পর তাহারা অনতিবিলম্বে বিপ্লব সাধনের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। উমিচাঁদ. জগৎশেঠের বাড়ীতে গিয়া এক ব্যক্তিকে স্থির করি-লেন। ইহার নাম ইয়ারলতিফ, এ সিরাজের ভৃত্য হইলেও শেঠেদের অন্নদাস—শেঠেদের কথায় এ উঠে ও বসে সুতরাং এ নবাব হইলে শেঠেদের স্বার্থ সর্ব্বতোভাবে সুরক্ষিত হইবে। শেঠেদের এ প্রস্তাবে বামন ইংরেজ, আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, বিশ্বাসঘাতক স্বদেশদ্রোহীকে হস্তগত করিতে না পারিলে দেশ-বিজয় কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সুসিদ্ধ হয় না। ইংরেজ যখন শেঠেদের মতন মুরুব্বী পাইল, তখন আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়া অপেক্ষা যে অধিক প্রীত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ?

এই সময় আর একটি ঘটনা উপস্থিত হয়। ২২শে এপ্রেল মধ্যরাত্রে হুগলীতে নন্দকুমারের কাছে ক্লাইবের মুন্সী উপস্থিত হইয়া, কর্ণেল তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন, ইহা জ্ঞাপন করে। প্রত্যুত্তরে নন্দকুমার তাঁহার কার্য্য সমাধা হইলে দেখা করিব ইহা বলিয়া পাঠান। সূর্য্যোদয়ের এক ঘণ্টা পূর্ব্বে পুনরায় একজন

লোক আসিয়া বলিল কর্ণেল মাঠে দাঁড়াইয়া আছেন, আপনার সহিত কিছু কথা আছে অল্প সময়ের জন্য আপনি তাঁহার সহিত একবার দেখা করুন। নন্দকুমার অস্বীকার করিতে না পারিয়া গমন করিয়া দেখেন; কর্ণেল, মেজর, রোগার ড্রেক, এবং কাউন্সীলের অন্যান্য সভ্যগণ একত্রিত হইয়া পদাতিক ও গোলন্দাজ সৈন্যের কাওয়াজ দেখিতেছেন। এই সৈন্যদল চন্দননগরের মাঠ হইতে আরম্ভ করিয়া তালডাঙ্গা বাগানের উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আড়াই ঘন্টা এইরূপ কাওয়াজ দেখিয়া নন্দকুমারের প্রত্যাগমন কালে ক্লাইব তাঁহাকে বাগানের ভিতর একটু নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া কহিলেন নবাব কথায় আমাদের প্রতি যেরূপ অনুকম্পা দেখান কার্য্যে কিন্তু তিনি বিপরীত আচরণ করেন, ওয়াটস্‌কে তিনি রূঢ় কথা কহিয়াছেন, উকীলকে দরবার হইতে তাড়াইয়া দিয়াছেন, ইহাতে বোধ হয় তিনি আমাদের শত্রুর কথায় চালিত হইতেছেন। আমি কল্য প্রাতঃকালে সসৈন্য নবাবের উদ্দেশে যাত্রা করিব।

নন্দকুমার প্রত্যুত্তরে বলিলেন, আমি নবাবের যে সকল পরওয়ানা পাইতেছি, তাহার প্রত্যেক খানাতেই দেখিতে পাই আপনাদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে, আপনি এত তাড়াতাড়ি এরূপ কার্য্য করিবেন না! পরমেশ্বর কৃপায় নবাব যাহা বলিয়াছেন তাহা পূরণ করিবেন।

নন্দকুমার এইরূপ যথেষ্ট বলিলেও ক্লাইব কিছুতেই প্রত্যয় গেলেন না। নন্দকুমার উপরের সমস্ত ঘটনা নবাবকে নিবেদন করিয়া পাঠাইলেন। এই ঘটনায় নবাব ইংরেজের প্রতি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন। এই সময় মথুরমল, খোজা ওয়াজিদের দেওয়ান

শিববাবুকে ইংরেজদের কাহিনীপূর্ণ একখানি পত্র লিখেন, নবাব এই পত্রের মর্ম্ম অবগত হইলেন। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ সীমা অতিক্রমণ করিয়া বর্দ্ধিত হইল। এইপত্রে লিখিত হইয়াছিল যে —"পূর্ব্ব পত্রে সমস্ত সংবাদ দিয়াছি, এখন শুনিলাম কামান, যুদ্ধোপযোগী দ্রব্য এবং বন্দুক, ১১ খান নৌকায় কাশীমবাজার অভিমুখে নীত হইতেছে। দুই জন তেলেঙ্গা সেপাই স্থল পথে গমন করিতেছে, তাহাদের মুখে শুনিলাম ৫ শত বাচা গোরা ও ৫ শত তেলেঙ্গা অদ্য রাত্রে কাশীমবাজারে যাত্রা করিবে। কাশিমবাজারে নাকি ৩ শত সেপাই জমায়েৎ হইয়াছে। বিশেষ সতর্কতার সহিত নিজেকে রক্ষা করিবেন। গুপ্তচর পাঠাইয়া এবিষয় আরো সঠিক খবর অবগত হউন। আপনি নবাবকে একথা নিবেদন করিবেন, দিন রাত যেন অস্ত্রধারী সৈন্য দেউড়ি পাহারা দেয়। কাশীমবাজারের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন, তথায় প্রত্যহ গোরা ও সেপাই গমন করিতেছে। আর দুর্ল্লভ-রাম বাহাদুরকে এ সংবাদ দিবেন, তিনিও যেন সতর্ক হন। সকলে প্রস্তুত থাকিবেন, বেহোস হইবেন না। নবাবকে বলিবেন, তিনি নিজেকে কখন যেন সুরক্ষিত বিবেচনা না করেন। ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে আমি তাহা আপনাকে জানাইব।"

এই সংবাদে নবাব উমিচাদকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করেন। মীরজাফরকে যাত্রা করিতে আদেশ দেন, ইংরেজের সর্ব্বনাশের শপথ গ্রহণ করিয়া তিনি লকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদেশ করিয়া পাঠাইলেন। এ অবস্থায় ইংরেজ যাহাতে বিপ্লব শীঘ্র সাধিত হয় ভিতরে ভিতরে তাহার নিরতিশয় চেষ্টা করিতে লাগিলেন। কাহাকে বা তাহার স্বার্থের অনুকূল প্রস্তাব করিয়া কাহাকে বা

ভয় দেখাইয়া সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ক্লাইব মোহনলালকে একখানি পত্রে লেখেন—"নবাবের কার্য্য-কলাপ,ওয়াটসের প্রতি তাঁহার ব্যবহার এবং অন্যান্য কার্য্য দেখিয়া আমি বড়ই ভাবিত হইতেছি। এই ধনধান্যপূর্ণ রমণীয় দেশ আমার বোধ হইতেছে যে যুদ্ধের দারুণ স্বাদ গ্রহণ করিয়া উচ্ছিন্ন যাইবে। আমি আমার প্রত্যেক পত্রে নবাবকে আমার সরলতা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, তিনি যদি তাহাতেও বিশ্বাস না করেন তাহা হইলে তাঁহাকেই ইহার জন্য দায়ী হইতে হইবে। আপনার প্রচুর শক্তি এবং আপনার প্রতি নবাবের অনুগ্রহের জন্য আমি আপনাকে আমার মত লিখিলাম। সম্ভবতঃ যদি যুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হয়, তাহা হইলে তাঁহার বা আমাদের উচ্ছেদ নিবারিত হইতে পারে না। নবাব, যখন কলিকাতায় ছিলেন তখন আমি তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিলাম, এখন আমার সৈন্যবল বৃদ্ধি পাইয়াছে এ সময় আমি কোন অংশে ন্যূন নহি। আপনার মিত্র-তার অনুরোধে আমি আপনাকে বলিতেছি যে, আমাকে যেন নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিতে হয়। তাঁহার সহিত যেন যুদ্ধ করিতে হয় না। আপনি মনে রাখিবেন, যে স্থানে বিশ্বাস নাই সে স্থানে শান্তি বা বন্ধুত্ব থাকিতে পারে না। উকীল তাড়ান এবংওয়াটসকে ভয় দেখানতে আমি সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছি। নবাব একান্তই যদি তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া ফেলেন এই আশঙ্কায় আমি আমার সমস্ত সৈন্য একত্রিত করিয়াছি। কর্ণেল স্বহস্তে। নবাব আপনার কথা খুব শুনিয়া থাকেন, আমার অনুরোধ আপনি তাঁহাকে এরূপ পরামর্শ দিবেন, যাহাতে তাঁহার সম্মান রক্ষিত এবং দেশের মঙ্গল সাধিত হয়। ইহাতে আপনি

বিশ্বাসী কর্ম্মচারী বলিয়া খ্যাতি এবং ইংরেজেকেও বন্ধুরূপে প্রাপ্ত হইবেন।"

ক্লাইব, মোহনলালকে ২৩শে এপ্রেল যে পত্র লেখেন তাঁহার মুখ্য উদ্দেশ্য এইরূপে কিছু সময় অতিবাহিত হয়—ইংরেজ ষড়যন্ত্র পাকাইবার পক্ষে আর একটু বেশী সময় প্রাপ্ত হইবে। রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের দল নিজেদের দল পুষ্ট করিতে অবকাশ প্রাপ্ত হইবে। সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ক্লাইব মোহনলালকে নরম গরম পত্র লিখিলেন। এই তারিখের ক্লাইবের অপর পত্রে কাশীমবাজারে কোম্পানীর যাহা কিছু টাকা কড়ি আছে তাহা পাঠাইতে লিখেন—তাহাদের কাছে কিছু সৈন্য ও বারুদ গোলাগুলি পাঠাইবার কথাও লিখিলেন। ঠিক এই তারিখে ফন্দীবাজ ওয়াটস ক্লাইবকে লিখিলেন "একঘণ্টার মধ্যে যাহাতে আপনি প্রস্তুত হইয়া যাত্রা করিতে পারেন, সর্ব্বদা এইরূপ ভাবে প্রস্তুত হইয়া থাকিবেন—খুব গোপন ভাবে বলদ গাড়ি ও অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ঠিক করিয়া রাখিবেন। আপনি মাল পাঠাইতেছেন এরূপ ভাবে কিছু বারুদ ও গোলা পাঠাইবেন। একজন প্রবীণ কর্ম্মচারী এবং এক এক বারে ৪।৫ জন করিয়া লোক আমাদের দুর্গ রক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিবেন। নবাব যদি পাঠানআক্রমণ রোধ জন্য বেশী সৈন্য লইয়া উত্তরে গমন করিতে বাধ্য হন তাহা হইলে সেই অবকাশে আপনি অক্লেশে নগর ও নবাবের ধন সম্পত্তি হস্তগত করিতে পারিবেন।"

একই তারিখের ক্লাইব ও ওয়াটসের পত্র দেখিলেন। ক্লাইব মোহনলালকে লিখিলেন "নবাবের হইয়া যুদ্ধ করিতে আমার

বড় ইচ্ছা” এইরূপ লিখিয়া নবাব গত-প্রাণ মোহনলালকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিলেন। অপর পক্ষে ওয়াটস্ মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও ধনরত্ন হস্তগত করিবার স্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন।

রাজদ্রোহী জগৎশেঠ এবং বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর প্রভৃতি নবাব কর্ম্মচারী যদি ইংরেজের সহিত মিলিত না হইত, তাহা হইলে ইংরেজ কখনই নবাবকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। ইহারা নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইংরেজকে বুঝাইল, নবাব প্রথম সুযোগে সন্ধি বন্ধন ছিন্ন করিয়া তাহাদিগকে সমুচিত শিক্ষা প্রদান করিবেন। ইংরেজ বুঝিল দরবারের যেরূপ অবস্থা ইহাতে শীঘ্রই একটা পরিবর্ত্তন উপস্থিত হইবে। অতএব এই সময় হইতেই ভাবী নবাবের সহিত মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে ভবিষ্যতের সুবিধা হইবে। এই ভাবিয়া বণিক ইংরেজ, নবাব হইবার যাহার বেশী সম্ভাবনা তাহার সহিতই বিশেষ ঘনিষ্ঠতা সংস্থাপন করেন।

এই সময় প্রভুভক্ত মোহনলাল আরোগ্য লাভ করিয়া দরবারে আগমন করেন। সিরাজ, তাঁহার আমির ওমরাহগণকে বিশেষ সম্মানের সহিত মোহনলালকে অভিবাদন করিতে আদেশ করেন। গর্ব্বোন্নত সেনাপতি মীরজাফর, আলিবর্দ্দীর ভগিনীপতি, সিরাজের এ আদেশে অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন। পেত্রুস নামক তাঁহার একজন অনুগত ব্যক্তিকে ওয়াটসের কাছে প্রস্তাব করিয়া পাঠান যে “ইংরেজের যদি মত হয় তাহা হইলে তিনি রহিমখাঁ, রায়দুর্লভ, বাহাদুর আলিখাঁ, প্রভৃতির সহিত মিলিত হইয়া এ নবাবের পরিবর্ত্তে অন্য যাহাকে স্থির করা যাইবে তাহাকে তাঁহারা সিংহাসনে সংস্থাপন করিবেন”। ওয়াটস্

এ প্রস্তাব অবগত হইয়া আহ্লাদে অধীর হইলেন। ইয়ারলতিফ অপেক্ষা মীরজাফর সহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করিয়া তিনি কলিকাতায় পত্র লিখিলেন, এবং কিরূপ ভাবে তাঁহার সহিত বাঁধাবাঁধি হইবে সেই বিষয় উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন। ক্লাইব, নবাবকে এ সময় আর একটু ভাল করিয়া সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিলেন। তিনি নবাবকে লিখিলেন "আমি শান্তি ও আপনার মিত্রতা যেরূপ ভালবাসি সেরূপ আর কিছুই ভাল বাসি না। এই দেখুন আমার অধিকাংশ সেনাকে কলিকাতা যাইবার জন্য হুকুম দিয়াছি। আশা করি আপনিও সেইরূপ আপনার সৈন্যগণকে মুর্শিদাবাদে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিবেন। আপনার অনুগ্রহ ও মিত্রতা লাভই আমার লক্ষ্য, আপনি আমাদের উপর বিশ্বাস করিলে বুঝিতে পারিবেন যে, আমরা আপনার কিরূপ বন্ধু" ইত্যাদি। সেই দিন সেই কলমে ক্লাইব ওয়াটসকে লিখিলেন "মীরজাফরের সহিত এখন কাজে প্রবৃত্ত হও, তোমার খবর পাইলেই আমি ১২ ঘণ্টার মধ্যে নও-সরাইতে উপস্থিত হইব। এ স্থলে আমাদের সমস্ত সৈন্য মিলিত হইবে। মেজর এখন কলিকাতায়, তিনি এক মিনিটের মধ্যে প্রস্তুত হইয়া কামান গোলাগুলি প্রভৃতির সহিত নৌকাযোগে নওসরাই অভিমুখে ধাবিত হইবেন। তার পর আমরা মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করিব।"

"মীরজাফরকে বলিবে, তিনি যেন ভয় না করেন। যুদ্ধে কখন যাহারা পিঠ দেখায় নাই আমি এরূপ পাঁচ হাজার সৈন্য লইয়া যাইতেছি। তিনি যদি তাহাকে ধরিতে না পারেন, আমরা তাহাকে এদেশ হইতে তাড়াইয়া দিব। তাঁহাকে আশ্বাস

দিবে যে আমরা দিন রাত পথ চলিয়া তাঁহার কাছে উপস্থিত হইব। যে পর্য্যন্ত একজনও আমার লোক থাকিবে সে পর্য্যন্ত আমি তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া থাকিব। আমার গাড়ি টানা বলদের বড়ই অভাব আমার গমন কথা শুনিলেই তুমি যে কোন রূপে কতকগুলা পাঠাইবে।"

মীরজাফরও ইংরেজের মিলনের সহিত উমিচাঁদের কিছু মত পরিবর্ত্তন হইল। ইয়ারলতিফ নবাব হইলে উমিচাঁদের পক্ষে অনেকটা ভাল হইত। সে উহার কাছে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিত। মীরজাফরের কাছে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই, কাজেই উমিচাঁদের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। মধ্য হইতে উমিচাঁদ প্রচুর পরিমাণে টাকা হস্তগত করিবে, মীরজাফরেরও ইহা আন্তরিক বাসনা নহে। ষড়যন্ত্র যেরূপ ভাবে অগ্রসর হইয়াছে, এরূপ সময়ে উমিচাঁদকে বাদ দিয়া কার্য্য করাও শ্রেয়স্কর নহে। উমিচাঁদ এই আসন্ন সময়ে ত্রিশ লক্ষ টাকা এবং নবাবের যত ধন আছে তাহার উপর শতকরা ৫ ভাগ তিনি দাওয়া করিয়া বসিলেন। যদি তাহাকে তাহার এই প্রস্তাব অনুসারে না দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি এই ষড়যন্ত্রের কথা নবাবের কর্ণগোচর করিবেন। উমিচাঁদের টাকার প্রস্তাবে ক্লাইব প্রভৃতি তাহার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইল, গায়ে হাত বুলাইয়া কার্য্য উদ্ধারের জন্য ওয়াটসকে পত্রে লিখিলেন যে,—"উমিচাঁদের একটু ভাল করে খোসামোদ করে—তাহাকে বলিবে সে কোম্পানীর কার্য্যের জন্য যেরূপ শ্রমস্বীকার করিতেছে তাহাতে তাহার বিলাতে বড় নাম হইবে—এজন্য তাহার কাছে এডমিরাল, কমিটি এবং আমি বড়ই কৃতজ্ঞ আছি।" ইত্যাদি লিখিয়া উমিচাঁদকে তুষ্ট

করিতে চেষ্টা করিলেন! বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর নিজের জাতি, নিজের ধর্ম্ম, নিজের জন্মভূমির স্বার্থের দিকে একবার না দেখিয়া নিজে যে শৃঙ্খলে আবদ্ধ হন, নিম্নে তাহার গ্রন্থি প্রদত্ত হইল।

১ম। নবাব সিরাজদ্দোলা ইংরেজদিগকে যে সকল অধিকার প্রদান করিয়াছেন তিনিও তাহা রক্ষা করিবেন।

২। ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়া এদেশী বা ইয়ুরোপীয় শত্রুর সহিত তিনি যুদ্ধ করিবেন।

৩। বাঙ্গালা, বেহার, উড়িষ্যায় ফরাসীদের কুটী ও মাল পত্রাদি যাহা কিছু কিছু আছে তাহা ইংরেজকে দিতে হইবে, আর তাহাদিগকে কখন এখানে অবস্থান করিতে দিবেন না।

৪। ইংরেজ সিরাজদ্দোলা কর্ত্তৃক কলিকাতা ধ্বংসজনিত ক্ষতি এবং যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ (একশত লক্ষ সিক্কা টাকা) প্রাপ্ত হইবে। বন্ধনস্থ টাকা মীরজাফর পূরণ করেন।

৫ম। কলিকাতা গ্রহণজনিত ইয়ুরোপীয়দিগের যে ক্ষতি হইয়াছে তাহার জন্য ৫০ লক্ষ সিক্কা টাকা প্রদান করিতে হইবে।

৬ষ্ঠ। হিন্দুরা এই উপলক্ষে ২০ লক্ষ সিক্কা টাকা পাইবে।

৭ম। আরমেনিয়ানরা ৭ লক্ষ টাকা পাইবে।

৮ম। উমিচাদ ২০ লক্ষ সিক্কা টাকা পাইবে। (ইহা জাল পত্রে ছিল)।

৯ম। কলিকাতা খাতের ভিতর জমীদারদের যে জমী আছে এবং খাতের বাহিরে চতুর্দ্দিকে ৬০০ গজ পরিমিত ভূমি ইংরেজ প্রাপ্ত হইবে।

১০। কলিকাতার দক্ষিণ কুল্পী পর্য্যন্ত এবং গঙ্গা ও ধাপার

মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ চিরকালের জন্য ইংরেজ পাইবে। জমীদারেরা ইহার রাজস্ব যেরূপ প্রদান করিত ইংরেজও সেইরূপ দিবে।

১১। নবাব যখন আমাদের সৈন্য সাহায্য চাহিবেন তখন তাঁহাকে ইহার ব্যয় ভার গ্রহণ করিতে হইবে।

১২। হুগলীর দক্ষিণে গঙ্গার উপরে নবাব দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে পারিবেন না।

১৩। নবাব হইবার ৩০ দিনের মধ্যে ইহা কার্য্যকর হইবে।

১৪। সন্ধি রক্ষিত হইলে কোম্পানী, নবাবের শত্রুর বিরুদ্ধে সাহায্য করিবে।

ইহার নীচে নাম স্বাক্ষর করিলেন, চার্লস্ ওয়াটসন, রোগার ড্রেক, রবার্ট ক্লাইব, উইলিয়মস্ ওয়াটস্, জেমস্ কিলপাট্রিক, রিচার্ড বিচার।

এই সন্ধিপত্র দুই রকম কাগজে লিখিত হইয়াছিল। শ্বেত-বর্ণের যথার্থ, লালাখানি জাল। শেষের খানিতে ওয়াটসন তাঁহার নাম স্বাক্ষর বা শীলমোহর করেন নাই।

অষ্টাদশ বর্ষীয় হেনারী লুসিংটন, ক্লাইবের আদেশ অনুসারে লাল সন্ধিপত্রে ওয়াটসনের নাম জাল করেন। এরূপ বিপদের সময় ক্লাইব যদি ওয়াটনের নাম জাল না করাইতেন, তাহা হইলে তাঁহারা উমিচাঁদের ন্যায় ধূর্ত্তকে কখনই প্রতারণা করিতে সমর্থ হইতেন না, এবং বঙ্গদেশও তাহাদের কখনই পদাক্রান্ত হইত না। বঙ্গদেশই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান ঐশ্বর্য্যের মূল কারণ, ক্লাইব যদি জালিয়াতি না করিতেন, তাহা হইলে ইংলণ্ডের এ সম্পদ কোথায় থাকিত? আর এক কথা ক্লাইব চরিত্র কিছু এরূপ নির্ম্মল নহে যে তাহাতে এই দোষটিমাত্র পতিত হইয়া

তাহা সকলের চক্ষুর অন্তর্গত করিয়াছে। ইংরেজ যদি এই বিপ্লবে অকৃতকার্য্য হইত, তাহা হইলে কেহ একথা লইয়া আলোচনা করিত না। কৃতকার্য্য হইয়াছে বলিয়া নানা দোষের খনি ক্লাইবের উপর আর একটী দোষ আরোপিত হইয়াছে। ইহাতে তাহার চরিত্রের ক্ষতিবৃদ্ধি কিছুই হয় নাই। যে কেহ স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য, যে কোন দোষাবহ কার্য্য করিয়াছেন, নৈতিক চক্ষে দেখিলে তাহা বড় দোষের বলিয়া বোধ হয় না। যাহার হৃদয়ে স্বদেশের গৌরব কিসে বর্দ্ধিত হইবে, এই ভাব প্রবলরূপে অবস্থান করে তিনি যাহাই করুন না কেন, তিনি সম্মানের পাত্র সন্দেহ নাই।

উপরের সন্ধিলিখিত টাকা ব্যতীত সিলেক্টকমিটিকে ১২ লক্ষ, এবং নৌসেনা ও পদাতিক সৈন্যকে ৪০ লক্ষ টাকা দিবার জন্য ওয়াটস্ মীরজাফরকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। মীরজাফর, রায় দুর্ল্লভের সহিত পরামর্শ করিয়া সমস্ত স্থির করিলেন। পাছে লোকে কোনরূপ টের পায়, এজন্য ওয়াটস, অধিক রাত্রে স্ত্রীলোকের ন্যায় ডুলি চড়িয়া মীরজাফর ভবনে গমন করিলেন। মীরজাফর পুত্রের মস্তকে কোরাণ স্থাপন পূর্ব্বক শপথ করিলেন যে, তিনি এইপত্র অনুসারে কার্য্য করিবেন। যথা নিয়ম স্বাক্ষর ও সীলমোহর হইল। ওয়াটস্ কুঠীতে প্রত্যাগমন করিল, পরদিবস ওমরবেগ সন্ধিপত্র লইয়া কলিকাতায় গমন করিল।

এই ঘটনার কিছুপূর্ব্বে কলিকাতায় একজন লোক মহারাষ্ট্রাদের নিকট হইতে একখানি পত্র লইয়া আইসে। তাহাতে এরূপ লিখা ছিল যে ইংরেজবাণিজ্য পুনঃ স্থাপন জন্য, মহারাষ্ট্রীরা

তাহাদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছে। ইংরেজ মনে করিল তাহাদের মনের কথা জানিবার জন্য, মাণিকচাঁদ এইরূপ ছলনা করিয়াছে। ক্লাইব এই পত্রখানি নবাবের কাছে পাঠাইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার নবাবের উপর বিশ্বাস, আর যদি সত্য সত্যই মহারাষ্ট্রাদের পত্র হয়, তাহা হইলে নবাবহৃদয়ে মহারাষ্ট্রীয় ভীতি বদ্ধমূল করিয়াছিলেন। স্ক্রাফটন, পত্র লইয়া ২৪শে মে নবাবের কাছে উপস্থিত হন। নবাব পত্র পাইয়া ইংরাজের রাজভক্তিতে প্রীত হইলেন এবং মীরজাফরকে পলাশী হইতে মুর্শীদবাদে প্রত্যাগমন করিতে আদেশ করিয়া পাঠান।

ষড়্‌যন্ত্র পাকিয়া উঠিল। মীরজাফর, সৈন্যগণসহ ইংরেজ সহিত কিরূপে মিলিত হইবেন সে সকল বিষয় স্থির হইতে স্থিরতর হইল। লেফটেনাণ্ট কাসেলস্, কাশীমবাজারে যে সকল যুদ্ধোপযোগী দ্রব্যসম্ভার ছিল, সে সমস্ত লইয়া কলিকাতা অভিমুখে গমন করিলেন। অনিচ্ছায় উমিচাঁদও স্ক্রাফটনসহ কলিকাতায় রওনা হইলেন।

মীরজাফরের সহিত ইংরেজের কোনরূপ গুপ্তসন্ধি হইয়াছে একথা ধীরে ধীরে নবাবের কর্ণগোচর হয়। তিনি ক্রোধে বুদ্ধিহারা হইলেন। তিনি তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করিলেন। সে স্থলে খোজা হাদিকে নিযুক্ত করিলেন। নূতন বক্সী খোজা হাদিকেও ইংরেজ হস্তগত করিতে চেষ্টা করেন। নবাব, স্বজাতীদ্রোহী বিশ্বাসঘাতক মীরজাফরকে সংহার করিতে সংকল্প করিলেন। তাহার বাড়ী সৈন্য পরিবেষ্টিত হইল, কামান সকল তাহার গৃহ ভূমিসাৎ করিবার জন্য অগ্নি সংযোগের অপেক্ষা করিল। ঠিক সময়ে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া চক্রী ওয়াটস শিকার করিবার

ভাণ করিয়া ১২ই জুন কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করিলেন।* ওয়াটসের পলায়ন কথা নবাবের অবগত হইতে বিলম্ব হইল না। তিনি বুঝিলেন, ইংরেজ তাঁহার সহিত প্রবঞ্চনা করিয়াছে। এক্ষেত্রে তিনি নিজের উদ্যম ও বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলেন। লর আগমন অপেক্ষা, অথবা মীরজাফরকে সমূলে ধ্বংস না করিয়া নবাব, মীরজাফরকে স্বপক্ষে আনয়ন করিবার জন্য স্বয়ং তাহার বাড়ী গিয়া তাহাকে অনেক উপরোধ অনুনয় করিলেন। মীরজাফর, কোরাণ স্পর্শ করিয়া তাঁহার পক্ষ অবলম্বন করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন। সিরাজ, মীরজাফরকে বিশ্বাস করিয়া দারুণ ভ্রমে পতিত হইলেন। তিনি নিজের ধ্বংসের পথ নিজেই পরিষ্কার করিলেন। সিরাজ যদি মীরজাফরকে বিশ্বাস না করিয়া তাহার পাপের প্রায়শ্চিত্য স্বরূপ তাহাকে ইহলোক হইতে অপসারণ করিতেন, তাহা হইলে ষড়যন্ত্রের চক্রীগণের বিষদন্ত উৎপাটিত হইত। ভয়ে তাহাদিগকে সিরাজকে ভক্তি করিতে হইত, ইংরেজও নির্বীর্য্য হইত, সিরাজসহ ল মিলিত হইয়া তাহাকে শত্রুগণের দুর্দ্ধর্ষ করিয়া তুলিত। তাহা হইল না, প্রবঞ্চক কর্ম্মচারীদিগের কথায় সিরাজ মুগ্ধ হইয়া "বিষকুম্ভ পয়োমুখ' মীরজাফরকে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন।

ক্লাইব, ওয়াটসের কথা অনুসারে পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলেন। ঠিক সময় উপস্থিত হইয়াছে বুঝিয়া তিনি ১৩ই জুন মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে তিনি নবাবকে এইরূপ মর্ম্মে পত্র লিখিলেন যে ঃ—"আপনি সন্ধি ভাঙ্গিয়াছেন,

* ওয়াটস্. তাঁহার Revolution in Bengal নামক গ্রন্থের ১০৭ পৃষ্ঠায় ১১ই জুন লিখিয়াছেন।

আমাদের শত্রুকুলের সহিত পত্র ব্যবহার করিতেছেন—ল কে মাসিক দশ হাজার টাকা দিয়া পোষণ করিতেছেন—আপনি লিখিলেন তাহারা কর্ম্মনাশা পার হইয়াছে—অথচ তাহারা ভাগলপুরে রহিয়াছে। আমাদের প্রাপ্য টাকা কড়িও আপনি দিতেছেন না। টাকার জন্য আমি বড় ভাবিত নই। আপনি বারংবার কথা বদলান বলিয়া আমি ভাবিত হইয়াছি। ইংরেজদের আপনি বড় অবিশ্বাস করেন। তাহাদিগের কাশীমবাজারের কুঠীতে দুষ্ট অভিপ্রায়ে বারুদ গোলা ও সৈন্য রক্ষিত হইয়াছে বলিয়া আপনি তথাকার কুঠিখানাতল্লাসী করেন—কাশীমবাজার গমন কালে ইংরেজ অবমানিত হয়—আমাদের উকীলকে আপনি, আপনার সম্মুখ হইতে দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছেন। আমি আপনার কৃত অপমান আর কত সহিব? এখানকার সকলের এরূপ মত যে আমি কাশীমবাজারে উপস্থিত হইয়া জগৎশেঠ, রাজামোহনলাল, মীরজাফর খাঁ, রাজারায় দুর্ল্লভ, মীরমদন এবং অন্যান্য সম্রান্ত ব্যক্তির হস্তে আমাদের এই বিবাদ অর্পণ করিব। তাঁহারা মধ্যস্থ থাকিয়া ইহা নিষ্পত্য করিবেন। তাঁহারা যদি বলেন আমি সন্ধি ভাঙ্গিয়াছি তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিব, আর আপনি ভাঙ্গিয়াছেন যদি ইহা সাবাস্ত হয়, তাহা হইলে আপনাকে আমাদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ ও আমাদের সৈন্যের ও জাহাজের সমস্ত ব্যয় দিতে হইবে। বৃষ্টি দিন দিন বাড়িতেছে, ইহার উত্তর পাইতে বিলম্ব হইবে বলিয়া আমি স্বয়ং আপনার কাছে গমন করিতেছি। আপনি যদি আমার উপর বিশ্বাস করেন তাহা হইলে কোন ক্ষতি হইবে না। বন্ধুভাবে বলিলাম, যাহা ইচ্ছা তাহা করুন।” ক্লাইব এই পত্র লিখিয়া মুর্শিদাবাদে যাত্রা করিলেন।

১২ই ওয়াটস কাশীমবাজার হইতে পলায়ন করেন। ১৩ই ক্লাইব, মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ১৫ই নবাব ক্লাইবকে লিখিলেন সন্ধি অনুসারে প্রায় সবই ওয়াটসকে দেওয়া হইয়াছে, আর অতি অল্পই বাকি আছে। মাণিকচাঁদ সম্পর্কীয় হিসাবও খুব শীঘ্র শেষ হইতেছে। এসকল হইলে ওয়াটস্ সদলে বাগানে যাইবার নাম করিয়া রাত্রে পলায়ন করিয়াছে। কুমতবল ও সন্ধি ভাঙ্গিবার অভিপ্রায়ে এরূপ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। আপনার অজ্ঞাতসারে ইহাদের কোন কার্য্য যে হয় নাই সে বিষয় সন্দেহ নাই এই কারণেই আমি পলাশী হইতে সৈন্য আনি নাই। ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি যে আমার দ্বারা সন্ধি ভঙ্গ হয় নাই। যে ইহা প্রথমে ভাঙ্গিয়াছে নিঃসন্দেহে ভগবান তাহাকে শাস্তি প্রদান করিবেন।

নবাব, স্পষ্ট কথায় নির্ভয়ে ক্লাইবকে লিখিলেন। অপর পক্ষে ক্লাইব নবাবকে মুগ্ধ করিতে চেষ্টা করিল। মনের ভাব তখনও গোপন রাখিয়া প্রবঞ্চনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। নবাব, ইংরেজের দ্বিভাবের কাছে পরাজিত হইলেন। তিনি যদি প্রবঞ্চনা, মিথ্যা, শঠতায়, ইংরেজকে পরাজিত করিতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই রাজ্যচ্যুত হইতেন না।

ক্লাইব লিখিলেন, "যদি আমি সন্ধি ভাঙ্গিয়া থাকি তাহা হইলে আমি আমার সমস্ত দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিব" তিনি কোম্পানীর দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন, একথা না লিখিয়া তিনি লিখিলেন"তিনি নিজের দাবি দাওয়া পরিত্যাগ করিবেন।" বাস্তবিক পক্ষে ক্লাইবের নিজের কিছুই দাবি দাওয়া ছিল না, সুতরাং তাঁহার ক্ষতিরও কোন আশঙ্কাও ছিল না। ক্লাইবের

পত্র এইরূপ বৃত্তান্তে পরিপূর্ণ, ইহাতে তাঁহার চরিত্র বেশ ভাল করিয়া বিকাশ পাইয়াছে। আমাদের ভূতপূর্ব্ব সদাশয় প্রভু কর্জ্জন "আমাদের পূর্ব্বজেরা মিথ্যাবাদী ছিলেন, আমরাও কোন কাজের নহি" ইত্যাদি মিথ্যা কথায় আমাদিগকে আবার সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে যুগ চলিয়া গিয়াছে। আবরণ উন্মুক্ত হইয়াছে। এসিয়াবাসীর উপর পাশ্চাত্য প্রভাব দিন দিন হ্রাস হইতেছে। এসিয়াবাসী এখন পৃথিবীর সর্ব্বত্র দলে দলে গমন করিয়া ইয়ুরোপীয়দিগের বিভীষিকা উৎপাদন করিতেছে এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বাধীনভাবে তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্র গর্ব্ব ভরে বিচরণ করিবে এবং আবশ্যক হইলে বাহুবল দেখাইতেও পশ্চাৎপদ হইবে না। *

---

* The day will come, and perhaps is not far distant, when the European observer will look round to see globe girdled with a continuous zone of the black and yellow races no longer too week for aggression or under tutelege, but independent or, practically so, in government, monopolising the trade of their own regions and circumscribing the industry of the European; when Chinaman and the nations of Hindustan, the States of Central and South America by that time predominanlty Indian, and it may be African nations of the Congo and the Zambesi, under a dominant caste of foreign rulers, are represented by fleets in the European seas, invited to international conferences, and welcomed as allies in the quarrels of the civilised world. P. 89. National Life and Character by Pearson.

দশম পরিচ্ছেদ।

ওয়াটসের পলায়নের পর নবাব বুঝিলেন, ইংরেজের শান্তি কামনা মৌখিক মাত্র। তাই তিনি কালবিলম্ব না করিয়া ফরাসী লকে তাঁহার কাছে আসিতে পত্র লিখিলেন। যখন তিনি চরমুখে শুনিলেন, ইংরেজ সৈন্যসামন্ত লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে আগমন করিতেছে, তখন তিনি আর বিলম্ব না করিয়া সৈন্যগণ সহ পলাশী অভিমুখে গমন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

ক্লাইব, উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে হুগলীর নবনিযুক্ত ফৌজদার সেখ আমীরউল্লাকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিলেন যে "আমি মুর্শিদাবাদে যাইতেছি, তুমি হুগলীতে চুপ চাপ করিয়া থাকিলে তোমাকে কেহ কিছু বলিবে না। যদি তুমি একটু এদিক ওদিক কর, তাহা হইলে তোমার সহর ধ্বংস করিয়া ফেলাইব। ইংরেজকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর। তাহা হইলে তাহারাও তোমাকে সেইরূপ দেখিবে। তুমি কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিও না, নবাবের সহিত আমাদের মনোমালিন্য আপোষে অথবা যুদ্ধ করিয়া যে পর্য্যন্ত না মিটমাট হয় সে সময় পর্য্যন্ত তুমি অপেক্ষা কর।" পাছে ফৌজদার ইংরেজদের সংবাদ আদান প্রদানের কোনরূপ বাধা প্রদান করে তাহার প্রতিকারের জন্য "ব্রীজওয়া-টার" নামক জাহাজ হুগলীর সম্মুখে নোঙ্গর ফেলিয়া অবস্থান করে। সেক সাহেবের ইংরেজ ভয়ে বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছিল! কাজেই তিনি ক্লাইবের মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়া নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করিয়া

ছিলেন। বরাহনগর হইতে কিলপাট্রিক নৌকাযোগে রাত্র ১১টার সময় চন্দননগরে ক্লাইবের সহিত মিলিত হইলেন। ক্লাইব ১৩ই জুন ৬ শত ৫০ জন গোরা ১ শত মোটে ফিরিঙ্গি, ১৫০ জন গোরা গোলন্দাজ ৮টা কামান এবং দুই হাজার একশত কালা সেপাই লইয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে রঙ্গক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন।

বলা বাহুল্য সাদারদল নৌকা করিয়া, আর কালারদল পদব্রজে গমন করিয়া অপরাহ্ণ তিনটার সময় নওসরাই উপস্থিত হয়। ১৪ই, প্রাতঃকালে কালারদল আবার চলিতে লাগিল, রাস্তাঘাট ভাল না থাকায় তাহাদের ক্লেশের সীমা রহিল না, অজ্ঞাত প্রদেশে সন্দেহজনক ভবিষ্যৎ আশার উপর নির্ভর না করিয়া ১ জন জমাদার, ১ জন হাবিলদার,এবং ২৯ জন তেলেঙ্গা সেপাই, ইংরেজপক্ষ পরিত্যাগ করিয়া গমন করে। গোরা বোঝাই প্রথম নৌকা রাত্র ১১ টার সময় কালনায় কালাদের সহিত মিলিত হয়। এই দিন দিবা ৩টার সময় কাশীমবাজারের ওয়াটস প্রভৃতি এবং ৩০ জন গোরা ইহাদের সহিত মিলিত হয়। এই দিবস খোজা পেক্রস ও মীরজাফরের লোক ক্লাইবের সহিত মিলিত হইয়াছিল। ক্লাইব, ধীরে ধীরে ১৭ই পাটুলী উপস্থিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে ক্লাইব কাটওয়ার কেল্লাদারকে ভয় দেখাইয়া পত্র লিখিয়াছিলেন, পত্রের ফলও ফলিয়াছিল। কেল্লাদার বন্ধু রূপে পরিণত হইল। ক্লাইব কূটকে এই মৃণ্ময় দুর্গ অধিকার করিবার জন্য প্রেরণ করেন। ১৮ই অপরাহ্ণে কূট ২ শত গোরা ৫ শত কালা লইয়া কাটওয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। রাত্র ১২ টার সময় তিনি কাটওয়াতে উপস্থিত হন। এখানকার ৩ জন

লোককে রাস্তায় তিনি বন্দী করেন। তাহাদের মুখে তিনি অবগত হইলেন যে, কাটওয়াবাসী ভয়ে পলাইয়া গিয়াছে। দুর্গ মধ্যে প্রায় ২ হাজার নবাব সৈন্য অবস্থান করিতেছে, এবং শীঘ্রই রাজা-মাণিকচাঁদ, দশহাজার অশ্বারোহী লইয়া সাহায্যে আগমন করিবেন। ১৯শে,কূট একজন তাঁহার মুসলমান জমাদারকে কেল্লাদারের কাছে প্রেরণ করেন—কেল্লাদার খানিকক্ষণ বন্দুক ছোড়েন। ইহাতে কাহারও ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নাই! তিনি তাঁহার ইজ্জত রক্ষা করিয়া পৈত্রিক প্রাণ লইয়া পলায়ন করেন। ইনি মীরজাফরের অনুগত ছিলেন বলিয়া কথিত হন।

ক্লাইব, তাঁহার এই বিপ্লবে দেশীয় রাজন্য বর্গের সহানুভূতি পাইবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহারা ইংরেজদের কোনরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। ক্লাইব, বীরভূমরাজ অসাদুজ্জমা মহম্মদ, কামাগর খাঁর আত্মীয়কে কাটওয়া হইতে ২০শে জুন একখানি পত্র প্রেরণ করেন। তাহাতে তিনি কাটওয়া দুর্গ হস্তগত করিয়াছেন, এই সংবাদ প্রদান করিয়া তাঁহার নিকট ২।৩ শত অশ্ব যাচিঞ্চা করেন, এবং ভবিষ্যতে তাঁহার যথেষ্ট উপকার করিবেন একথাও তিনি লিখিতে ভুলিয়া যান নাই। সিরাজের প্রতি কোন কোন জমীদার অসন্তুষ্ট হইলেও তাঁহার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ভাবে অস্ত্রধারণ করেন নাই। প্রজাপুঞ্জও কোন প্রকার তাঁহার প্রতিকূল আচরণ করে নাই। তাহারা নবাবের নিমকহারাম কর্ম্মচারী পরিচালিত বিপ্লবের কেবল মাত্র দর্শক রূপে অবস্থান করিয়াছিল। এ যে কি অভিনয় হইতেছে অনেকে বোধ হয় তাহার অর্থ ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় নাই। নবাব যদি তাঁহার বিশ্বাস-

ঘাতক কর্ম্মচারীর উপর বিশ্বাস স্থাপন না করিয়া, প্রজাশক্তির উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, পথিমধ্যে ইংরাজদিগকে বাধা দিবার জন্য তিনি প্রজাদিগকে আদেশ প্রদান করিতেন তাহা হইলে ইংরেজ কোন রূপেই পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইত না।

ক্লাইব এই দিবস অপরাহ্নে কাটওয়াতে উপস্থিত হইলেন। তিনি কলিকাতা হইতে যত দূরতর হইলেন—মীরজাফরের আশ্বাস জনক পত্র পাইতে তাঁহার যত বিলম্ব হইতে লাগিল, ততই তাঁহার উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মীরজাফরের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ পরিচয় নাই। একজন রাজদ্রোহী বিশ্বাসঘাতকের ফাঁকা কথায় বিশ্বাস করিয়া তিনি কোম্পানীর যথাসর্ব্বস্ব নষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছেন। যখন তাঁহার মনে উদয় হইত যে ৫০ হাজার সৈন্য এবং পঞ্চাশটা কামান লইয়া নবাব সমরাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন তাঁহার হৃদয় যে বিশেষরূপে কম্পিত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবার যখন ভাবিতেন অক্লিষ্টকর্ম্মা ল নবাবের সহিত মিলিত হইয়া পূর্ব্ব শক্রতার প্রতিশোধ কামনায় যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ ফরাসী সৈন্য নিশ্চয়ই যুদ্ধ স্থলে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া লর সহিত মিলিত হইবে, যখন এই চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে উদয় হইত তখন যে তাঁহাকে "বিশেষরূপে আকুলিত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আবার যখন নবাবের সহিত মীরজাফরের মিলন হইয়াছে—মীরজাফর কোরাণ হস্তে তাঁহার প্রতিপক্ষতা করিব না বলিয়া শপথ করিয়াছেন একথা শুনিয়া ক্লাইব যে নিরুৎসাহে ম্রিয়মান হইবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

মীরজাফরের গতিবিধির প্রতি নবাবের চর সর্ব্বদা বিশেষ রূপে নজর রাখিল। কোন উপায়ে ক্লাইবকে পত্র পাঠাইতে না পারিয়া মীরজাফর জুতার চামড়ার ভিতর পত্র পুরিয়া তাহা সেলাই করিয়া দিলেন। পত্রবাহক তাহা পরিয়া লইয়া গেল। মীরজাফরের ফাঁকা আশ্বাসে ইংরেজ বিশ্বাস স্থাপন করিতে সাহসী হইল না। তাঁহারা নবাবের সহিত কি পুনরায় সন্ধি করিবেন, কিম্বা অযোধ্যাপতি অথবা মহারাষ্ট্রীয় গণকে আহ্বান করিয়া যুগপৎ নানাদিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া ব্যতি-ব্যস্ত করিবেন, তাহা তাঁহারা কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলেন না। নবাবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া কলিকাতায় প্রত্যা গমন করা বড় সামান্য কথা হইবে না। ইহাতে যে, সমস্ত সৈন্য ধ্বংস পাইবে ইহা ধ্রুব সত্য। বিপ্লব দুই প্রকারে সাধিত হইয়া থাকে। প্রথম, সৈন্যদের গমনাগমনের রাস্তাঘাট সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস, এবং রাজকীয় গৃহাদি দাহ ও রাজকোষাদি লুণ্ঠন করিয়া দেশ মধ্যে ঘোরতর অরাজকতা আনিতে পারিলে, সেই দুর্দ্দিনের মধ্যে অজ্ঞাত প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি আপনিই বহির্গত হইয়া, দেশবাসীর আকাঙ্ক্ষা পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়, রাজ্যের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীকে ঘুষ, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতিতে দূষিত করিয়া রাজাকে অতর্কিত অবস্থায় হস্তগত করিতে পারিলে বিপ্লব সাধিত হইয়া থাকে। ইংরেজ শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া আমাদের দেশে তাঁহাদের রাজত্বের ভিত্তি সংস্থাপন করে।

ক্লাইব, এই সঙ্কট সময়ে কি যে করিবেন, তাহার উপায় নিরূপণ করিতে না পারিয়া ২১শে জুন প্রধান প্রধান সৈনিক কর্ম্মচারীগণকে আহ্বান করিয়া মন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করেন।

ক্লাইবের কক্ষে কর্ম্মচারী সকল উপস্থিত হইলেন। সকলেই স্বীয় মর্য্যাদা অনুসারে আসন গ্রহণ করিলেন। হেটটার নামক সেনানী এই সভায় স্বীয় মর্য্যাদা অনুরূপ আসন না পওয়ায় তিনি এ সভায় নিজের মত প্রদান করেন নাই। ঘোরতর বিপদ কালেও জনবুল, আপনার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে ভুলিয়া যায় নাই। ইহাই ইংরেজের বিশেষত্ব। যিনি প্রাধান্য কামনা করেন, তিনি সর্ব্বতোভাবে আপনার গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া থাকেন। এইরূপ ব্যক্তিগত গৌরব রক্ষিত হইলে, জাতিগত গৌরব আপনিই রক্ষিত হইয়া থাকে একথা বলা বাহুল্য। এই মন্ত্রণা সভায় ক্লাইব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

লেপ্টনেণ্ট কর্ণেল	ক্লাইব	আশু যুদ্ধের প্রতিকূলে
মেজর	কিলপাট্রিক	”
”	গ্রাণ্ট	”
”	কূট	আশু যুদ্ধের অনুকূলে ১।
কাপ্তেন	গপ	প্রতিকূলে
”	গ্রাণ্ট	অনুকূলে ২।
কাপ্তেন	কুডমোর	” ৩।
”	রলবোল্ড	প্রতিকূলে
”	ফিশ্চার	”
”	পামার	”
”	আরমষ্ট্রং	অনুকূলে ৪।
”	মিট্টয়র	” ৫।
”	বিউম	প্রতিকূলে।
”	কেম্পবল	অনুকূলে ৬।

"	ওয়াগোনর	প্রতিকূলে।
"	কর্ণেলি	"
কাপ্তেন লেপ্টনাণ্ট	কাস্‌টেয়রস্‌	অনুকূলে ৭।
"	জেনি	প্রতিকূলে।
"	পাশ্‌চ্‌ড	"
"	মনিটর	"

ক্লাইব সহ এই ২০জন কর্ম্মচারীর মধ্যে ১৩ জন আশু যুদ্ধের প্রতিকূলে এবং ৭ জন অনুকূলে মত প্রদান করেন। এই সাত জনের মধ্যে ৪ জন বাঙ্গালার সাহেব ছিলেন। বাঙ্গালার মোট ৬ জন কর্ম্মচারীর মধ্যে দুইজন মাত্র প্রতিকূলে মত প্রদান করিয়াছিলেন। যুদ্ধের পক্ষপাতীদিগের মধ্যে, কূট পদমর্য্যাদায় সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। আশু যুদ্ধের পক্ষে তিনি তিনটী হেতু প্রদর্শন করেন। প্রথম, এখন যুদ্ধ না করিলে সৈন্যগণ হতবীর্য্য হইয়া পড়িবে, নৈরাশ্য আসিয়া তাহাদিগকে অধিকার করিবে। দ্বিতীয় লর আগমনে নবাবের সৈন্যবল বৃদ্ধি এবং সুমন্ত্রণায়ও তিনি পরিপুষ্ট হইবেন। চন্দননগরের পতনের পর যে সকল ফরাসী আমাদের সহিত মিলিত হইয়াছে নিশ্চয়ই তাহারা প্রথম সুযোগে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া লর সহিত মিলিত হইবে, ইহাতে আমরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িব। তৃতীয়তঃ কলিকাতা হইতে আমরা অনেক দূরে আসিয়াছি। তথা হইতে সংবাদ আদান প্রদান বন্ধ হইয়া যাইবে, রসদ আদি সংগ্রহ করা বড় সহজ হইবে না, এই কারণে কূট শীঘ্র যুদ্ধের জন্য মত প্রদান করেন। ক্লাইবের যুদ্ধবিষয়ক জ্ঞান খুবই কম ছিল, বা কিছুই ছিল না বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। কূটের যুক্তি যুক্ত কথা

তাঁহার মস্তিষ্কে প্রবেশ করিলে পর তিনি যুদ্ধ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। এক ঘণ্টা পরে তিনি কূটকে জ্ঞাপন করিলেন যে, মন্ত্রণার প্রতিকূলে মতপ্রদান করিলেও তিনি প্রাতঃকালে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইবেন। এতদনুসারে সৈন্য সকল প্রস্তুত হইল। কাটওয়া দুর্গ একজন নিম্নতম গোরা কর্ম্মচারীর অধীনে রাখা হইল। এদেশের গ্রীষ্ম ও জল বায়ুরগুণে যে সকল সৈন্য রুগ্ন হইয়া ছিল, তাহাদিগকেও কাটওয়া দুর্গে রাখা হইল। ২২শে জুন ৮টা প্রাতঃকালে ইংরেজ সৈন্য ভাগীরথীর পরপারে একক্রোশ মাত্র গমন করিয়া অবস্থান করে। অপরাহ্ন ৪টার সময় আবার গমন করিতে আরম্ভ করিল। জল বৃষ্টিতে ইংরেজ সৈন্যের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। রাত্রি ১২টার সময় তাহারা পলাশীতে উপস্থিত হইল। ২ শত গোরা ৩ শত কালা ২টা কামান লইয়া তাহারা পলাশী ভবন অধিকার করিল। সিপাহিরা আম্রকানন রক্ষা করিতে নিযুক্ত হইল।

নবাব, মীরজাফরকে বিশ্বাস করিলেন, মীরজাফরও লড়াই করিবেন বলিয়া শপথ গ্রহণ করিলেন। সিরাজের মতিভ্রম হইল। তিনি বিশ্বাসঘাতককে বিশ্বাস করিলেন। ল'র আগমনের আর অপেক্ষা করিলেন না। তিনি সসৈন্যে পলাশী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নবাবের সহিত ফরাসীবীর সিন্‌ফ্রে ৫০।৬০জন ইয়ুরোপীয় সৈনিক সহ মিলিত হইলেন। কাশীমবাজার পরিত্যাগের পূর্ব্বে সিন্‌ফ্রে নবাবের অনুমতি লইয়া ইংরেজের কাসীমবাজারের দুর্গ ভূমিসাৎ করেন।

মীরজাফর ১৯শে রবিবার মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া একদিন অমানি গঞ্জে অবস্থান করেন। এস্থানে তিনি স্বীয়

পক্ষীয় লোকজন সংগ্রহ করিয়া পলাশী অভিমুখে অগ্রসর হন।

মীরজাফর, ক্লাইবকে এই সময়ের একখানি পত্রে নবাবকে অকস্মাৎ আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে বিহ্বল করিবার জন্য উপদেশ প্রদান করে। ক্লাইব ২২শে জুন মীরজাফরকে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহাতে তাঁহার হৃদয়ের অবস্থা অতি উত্তমরূপে সূচিত হয়। তিনি যে কি করিবেন তাহা স্থির করিতে না পারিয়া লিখিলেন—"আমি আপনার জন্য সমস্ত দায় মাথায় লইয়াছি, অথচ আপনি একটুও গা ঘামাইতেছেন না। আজ সন্ধ্যার সময় নদীর ওপারে যাইব। আপনি যদি পলাশীতে আমার সহিত মিলিত হন, তাহা হইলে আমি অর্দ্ধেক রাস্তায় গিয়া আপনার সহিত মিলিত হইব। এরূপ হইলে আমি যে আপনার জন্য লড়াই করিতেছি, একথা নবাবের সৈন্য সকল অবগত হইবে। ইহাতে আপনার গৌরব রক্ষিত হইবে এবং আপনিও সুরক্ষিত হইবেন। এরূপ করিলে আপনি নিশ্চয়ই এদেশের সুবা হইবেন। আমাদের এইটুকু সাহায্য করিতেও যদি আপনি পশ্চাৎপদ হন, তাহা হইলে ভগবান দেখিবেন যে ইহাতে আমার কোন দোষ নাই। আপনার অভিমতি লইয়া আমি নবাবের সহিত সন্ধি করিব। আপনার সহিত আমাদের যাহা হইয়া গিয়াছে, তাহা কেহই জানিতে পারিবে না। আমি আর বেশী কি বলিব আমি আমার বিষয় যেরূপ ভাবি আপনার সফলতা ও মঙ্গলের কথা সেইরূপই ভাবিয়া থাকি।" মীরজাফর, ক্লাইবের প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়াছিলেন সে বিষয় সন্দেহ নাই।

২২ শে জুন বাঙ্গালার ভাগ্যহীন নবাব সিরাজদ্দৌলা, মন্‌সুর-

কালে পলাশী প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। ডচ্ দিগের পত্রে অবগত হওয়া যায় যে, পরদিন প্রাতঃকালে ১৫ হাজার সৈন্য লইয়া মোহনলাল মীরমদন, মাণিকচাঁদ, খোজা হাদী, নবসিং হাজারী ইংরেজদিগকে ঘোরতর বিক্রমে আক্রমণ করেন। সিনফ্রে তাঁহার অধীনস্থ জরমান * পটুর্গীজ ফরাসী প্রভৃতি নানাজাতীয় সৈন্য লইয়া ইংরেজদিগকে লক্ষ্য করিয়া গোলা ছুড়িতে লাগিলেন। মীর-জাফর দুর্ল্লভরাম, ইয়ার লতিফ প্রভৃতি নবাবের নিমকের নফর সকল নিশ্চেষ্টভাবে অবস্থান করিয়া তামাসা দেখিতে লাগিল।

প্রাতঃকালে যখন নবাবের বিপুল বাহিনী অর্দ্ধচন্দ্রাকার ধারণ করিয়া ধীরে ধীরে ইংরেজদিগের ক্ষুদ্র সেনাদলেরদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল, তখন বোধ হইল এইবার বুঝি বাঙ্গালা দেশ হইতে ইংরেজদিগের অস্তিত্ব চিরকালে জন্য বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাই-বের মনের ভাব এ সময় কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তাঁহার ক্ষুদ্র চিটিতে বেশ প্রকাশ পায়।

"পলাশী ২৩শে জুন ১৭৫৭
"প্রাতঃকাল ৭টা।

"কর্ণেল ক্লাইবের নিকট হইতে জাফর আলিখাঁর নিকট। আমার যা করবার তা করিয়াছি, এর বেশী আর কিছু আমি করিতে পারি না। যদি আপনি দাদপুরে আসেন, তাহা হইলে আমি পলাশী হইতে আপনার কাছে গমন করি। যদি আপনি ইহাও করিতে না পারেন তাহা হইলে আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি নবাবের সহিত একটা স্থির করিব।"

* Anquetil du Perron বলেন যখন তিনি মীরমদনের কাছে উগ্রবীর্য্য মদ্য পান করিয়া বিহ্বল হন, সে সময়ে নবাবের জরমান সৈন্য শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার সংজ্ঞাসম্পাদন করেন।

নবাবের বিশ্বস্ত সেনানী এবং সিনফ্রে পরিচালিত সৈন্যগণ ইংরেজকে আক্রমণ করিলে অগত্যা তাহারা যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল। একজন ফরাসীস বলেন, নবাবের এই সেনাদলের সহিত ইংরেজদের কিয়ৎক্ষণ বেশ যুদ্ধ হইয়াছিল। ইহার ফলে ইংরেজদিগকে কলিকাতা অভিমুখে পলাইবার উপক্রম করিতে হইয়াছিল। *

বিশ্বাসঘাতকদিগের কপট পরামর্শ এবং যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় মীরমদন এবং মোহনলালের জামাতা বাহাদুর আলি খাঁ যদি মৃত্যুমুখে পতিত না হইতেন। তাহা হইলে ইংরেজ কখনই জয় লাভ করিতে সমর্থ হইত না। যদি বৃষ্টিতে নবাবের বারুদ ভিজিয়া না যাইত তাহা হইলে ইংরেজ, জয়যুক্ত হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। ক্লাইব, নবাব সৈন্য আক্রমণ করিলে সেই সময় নবাবের বারুদের বস্তায় আগুন লাগিয়া সকলকে সম্মোহিত করিয়া ফেলে, ইহা যদি না ঘটিত তাহা হইলেও ইংরেজের নবাব সৈন্য জয় করা বড় সামান্য কথা হইত না। উপযুক্ত সময় বুঝিয়া রাজদ্রোহী মীরজাফর ক্লাইবকে লিখিলেন ঃ—

"আপনার পত্র পাইয়াছি। আমি এই ময়দানে নবাবের কাছে ছিলাম—দেখিলাম সকলেই ভীত হইয়াছে। তিনি আমাকে ডাকাইয়া তাঁহার পাকৃড়ি আমার সম্মুখে রক্ষা করেন, একদিন কোরাণ স্পর্শ করিয়া আমাকে দিয়া লিখিয়া লইয়াছিলেন, সেই জন্যই আমি আপনার কাছে যাইতে পারি নাই। ভগবানের

* The English who were in the greatest consternation and were preparing to return to Calcutta, British Museum (Add MS. 20, 914) "Revolutions in Bengal."

কৃপায় আপনি শুভদিন প্রাপ্ত হইবেন। মীরমদনকে গোলা লাগিয়াছিল সে মরিয়া গিয়াছে। বক্‌সী হাজারীও মরিয়াছে। ১০।১৫ জন অশ্বারোহী হত ও আহত হইয়াছে। রায়দুর্ল্লভ, লতিফকাদের খাঁ, আর আমি, বামদিক হইতে দক্ষিণদিকে গমন করিয়াছি। একবার অকস্মাৎ দৃঢ়ভাবে আক্রমণ করুন, তাহা হইলে সব পলাইবে, তার পর আমাদের যা কর্ত্তব্য তাহা করিব। কর্ণেল, রাজা, খাঁ, এবং আমি এই চার জনে মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য বিষয় স্থির করিব। এখন আমরা নিশ্চয়ই কার্য্য সমাধা করিব। বেলদার ও গোলন্দাজেরা কথা অনুসারে কার্য্য করিয়াছে। আমি মহম্মদের নাম লইয়া শপথ পূর্ব্বক বলিতেছি যে উপরের কথা সত্য। রাত্র তিনটার সময় আক্রমণ করুন, তাহারা পলাইবে আমারও সুবিধা হইবে। সৈন্য সকল সহরে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে। যে কোন প্রকারে হউক রাত্রে আক্রমণ করুন। আমরা তিন জনে নবাবের বাম ভাগে থাকিব; খোজা হাদি দৃঢ়তার সহিত নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া থাকিবে। আপনি আসিলে তাহাকে বন্দী করিবার সুযোগ পাওয়া যাইবে। আমরা তিন জনে আপনার সেবার জন্য প্রস্তুত আছি, ধীরে ধীরে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। বাক্সী মরিয়াছে, সংগ্রামে আহত হইয়াছিল। পদতিক এবং তলবারধারী সেনানীরা গড়বন্দী পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছে। কামানগুলা সেই স্থানেই রাখিয়া আসিয়াছে। তাহাদের যৎসামান্য ক্ষতি হইয়াছে। আপনি যদি সৈন্যসহ তথায় উপস্থিত হইতে পারেন তাহা হইলে আর কিছুই করিতে হইবে না। সে সময় আমি দূরে ছিলাম এজন্য আমি দুঃখিত আছি। এ ঘটনার সময় আপনার লোক আমার কাছে উপস্থিত ছিল।

কদম হোসেন, মীরণ, মীরকাসীম, লতিফ খাঁ এবং রাজা দুর্লভ-রাম সকলেই,কর্ণেল এবং সমস্ত জেণ্টলমানকে সেলাম জানাইয়া-ছেন।” পত্রখানি ক্লাইব অপরাহ্ন ৫টার সময় প্রাপ্ত হন।

পাঠক, পত্রখানি একটু ভাল করিয়া পাঠ করুন, স্বাধীন মীরজাফরের পরাধীন হইবার উপক্রম কালে, তাঁহার ভাষা কিরূপ পরিবর্ত্তন হইল তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে সেলামের বহরও কেমন বর্দ্ধিত হইল তাহাও দেখিবার জিনিস।

মীরজাফর, নবাবের কাছে উপস্থিত হইয়া উপদেশ দিলেন এখন আর যুদ্ধের আবশ্যক নাই, মোহনলাল ও সিনফ্রেকে প্রত্যা-বর্ত্তন করিতে আদেশ করুন, সৈন্যগণ আজ বিশ্রাম করিয়া পুন-রায় কাল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে। এ সময় মোহনলাল ও সিন্‌ফ্রে ইংরেজদের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। নবাবের আজ্ঞায় অনিচ্ছা সত্ত্বে তাঁহারা প্রত্যাগমন করিলে, কিলপাট্রিক পরিচালিত ইংরেজ সৈন্য নবাব সৈন্যের পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ক্লাইব এ সময় পলাশী ভবনে নিদ্রা যাইতেছিলেন। নিদ্রাভঙ্গের পর দেখিলেন কিল-পাট্রিক তাঁহার অনুমতি না লইয়া শত্রু সৈন্য আক্রমণ করিয়া-ছেন। বীর পুরুষের ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তৎক্ষণাৎ কিলপাট্রিককে যথেষ্টরূপে ভৎর্সনা করিলেন।

নবাবের যাহা কিছু জয়ের আশা ছিল, তাহা মীরজাফরের পরামর্শে, মোহনলালের প্রত্যাগমনের সহিত তাহাও অন্তর্হিত হইল। তিনিও পরাজয় বার্ত্তা বহন করিয়া উষ্ট্র পৃষ্ঠে সর্ব্ব প্রথমে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন। ইহাই ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ নামে অভিহিত হইল। ইংরেজ এইরূপে অসি-বলে বাঙ্গালা দেশের রাজমুকুট পলাশী প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হইলেন।

সিরাজের বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীগণকে ঘুস, মিথ্যা ও প্রবঞ্চনায় মোহিত করিয়া ইংরেজ বঙ্গদেশ অধিকার করেন। এরূপ ভাবে বিস্তৃত প্রদেশের অধীশ্বর হওয়া অপেক্ষা মানুষের মতন লোকের নিকট হইতে হস্ত পরিমিত ভূমিও যদি অধিকার করিতে পারা যায় আমাদের বিবেচনায় তাহাই যথার্থ গৌরবের বিষয় এবং সেই গৌরবের উপার্জ্জকের প্রতিমূর্ত্তি জেতা ও বিজিত শত্রু ও মিত্র সকলের নিকট প্রপূজিত হইয়া থাকে।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধে মৃত্যু সংখ্যা দেখিয়া পণ্ডিতগণ জাতীয় জীবনীশক্তি পরীক্ষা করিয়া থাকেন। দেশে যখন জাতীয় জীবন সম্পূর্ণরূপে অবস্থান করে, যখন তাহা বিলাসাদি দোষে দূষিত হয় না, তখন সেই জাতি স্বদেশের গৌরব সাধনের জন্য, স্বীয় ধর্ম্ম সংরক্ষণ জন্য, অবিবেকী প্রভুর অত্যাচার হইতে আপনাকে রক্ষা করিবার জন্য, প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে কিছুমাত্র পরাঙ্মুখ হন না। এরূপ অবস্থায় মৃত্যু স্বর্গজনক বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে, এরূপ অবস্থায় এই নশ্বর শরীর আহুতি প্রদান করিবার জন্য ব্যক্তিগণ সুযোগ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। অপর পক্ষে দেশ যখন অধঃপতিত হয়। সে সময় ব্যক্তিগত স্বার্থ, জাতীয় স্বার্থের উপর পদাঘাত করিয়া থাকে। নিজের উদর পূরণ করাই তখন জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হইয়া থাকে। নিজের, দেশের ও ধর্ম্মের সর্ব্বনাশ

সাধিত হউক, তাহাতে কিছুই আইসে যায় না, নিজের স্বার্থের যাহাতে না কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় সেই দিকেই দৃষ্টি সতত পতিত থাকে। অত্যন্ত বিলাস ও অজ্ঞান মানুষকে মৃত্যুভয়ে বিভীষিকা-গ্রস্ত করিয়া থাকে।

কলিকাতা,চন্দননগর এবং পলাশী যুদ্ধের হতাহতের তালিকা দেখিলে আমরা বুঝিতে পারি যে ইংরেজ ও ফরাসী স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য নিজেদের সুনামের উপর যাহাতে কোনরূপ কলঙ্ক পতিত না হয় সে জন্য তাহারা অম্লানবদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। জয় পরাজয় দেখিয়া যিনি শত্রুর ধাতু পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তিনি কখনই প্রাজ্ঞ নামে অভিহিত হইতে পারেন না। কিন্তু যিনি শত্রুর উদ্যম—ক্লেশ সহিষ্ণুতা নিঃস্বার্থপরতা এবং সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তর প্রাণের প্রতি নির্ম্মমতা প্রভৃতি গুণরাজী লক্ষ করিয়া ধাতুপরীক্ষা করেন তিনিই যথার্থ পরীক্ষক। তাই ফরাসী পরাজিত হইয়াও ঘৃণিত হয় নাই। বরং পূজিত হইয়াছে। কলিকাতা যুদ্ধে নবাব সৈন্য মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পশ্চাৎপদ হয় নাই। নায়কেরা যদি প্রাণ খুলিয়া কর্ত্তব্য বুঝিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইত, তাহা হইলে কলিকাতাতেই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। কলিকাতায় সিরাজের সেনানায়কেরা ততটা দূষিত হয় নাই। তাই ইংরেজের অত লোকক্ষয় হইয়াছিল। অপর পক্ষে পলাশীতে ইংরেজের লোকক্ষয় খুব কম হইয়াছিল। নবাব পক্ষের শিথিলতাই তাহার কারণ। পলাশীতে ৪জন গোরা হত ৯জন আহত আর ২ জন নিরুদ্দেশ মোট ১৫ জন গোরা হতাহত হইয়াছিল। ইংরেজের কালার হিসাব দেখুন—কালা সেপাই হত ১৬ আহত ৩৬ মোট ৫২ জন হতাহত হইয়াছে।

নবাবের সৈন্য যদি যুদ্ধ করিত, তাহা হইলে কি ফল এইরূপ হইত? দুর্লভরাম ও মীরজাফর একটীও গুলি ছোঁড়ে নাই, বা একটীও মুষ্টি উত্তোলন করে নাই সুতরাং মানুষ মরিবে কোথা হইতে। মীরজাফরের পত্রে অবগত হওয়া যায় যে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত নবাব সৈন্যের মৃত্যু সংখ্যা ১৫।২০ জনের বেশী হয় নাই।

ইংরেজ বলেন "নবাব পক্ষে পাঁচশত লোক নষ্ট হইয়াছিল।" ইহা যুদ্ধে নষ্ট হয় নাই। পলায়ন কালে বিশৃঙ্খলার মধ্যে পেষাপেষিতে নষ্ট হইয়া থাকিবে। পশ্চাৎ অনুধাবন কালে ইংরেজের গুলিতেও যে জন কয়েক মরে নাই এরূপ নহে। যদি স্বীকার করিয়া লওয়া যায় যে এই "খেলা ঘরের লড়াই" এ নবাবের যে ১৫ হাজার সৈন্য ইংরেজের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল তাহাদের মধ্যেই পঞ্চশত সৈন্য পঞ্চত্বলাভ করিয়া ছিল। ইহাতে আমরা দেখিতে পাই যে শতকরা ৩জন মাত্র লোক নবাব পক্ষে নিহত হইয়াছিল। ইহা পঞ্চাশ হাজারের হিসাব নহে, তাহা হইলে হোমিওপ্যাথিক ক্রমে এই মৃত্যু সংখ্যা শতকরা অনেক হ্রাস হইয়া যাইবে।

এই অবনত জাতির সহিত, অবতোন্মুখ জাতির যুদ্ধের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাইবেন, সেই সকল জাতির হতাহত ও বন্দীর সংখ্যা শতকরা কিরূপ হারে নিষ্পন্ন হইয়াছে। এরূপ ভাবে তুলনা করিলে পাঠক অনায়াসে বুঝিতে পারিবেন যে জাতীয় জীবনী শক্তির উপর জাতীয় গৌরব কিরূপভাবে নির্ভর করিয়া থাকে। এইরূপে রোগ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসক জাতীয় ব্যাধির চিকিৎসা করিয়া থাকেন। সৎকার্য্যের জন্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষায় বুঝা যায় যে মৃতপ্রায় জাতিতে জীবনী শক্তির সঞ্চার হইতেছে।

বিলাসিতা পরিত্যাগের সহিত পরুষকারের চর্চ্চা ও উদাহরণ সহ-যোগে জীবনী শক্তি বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

এস্থানে আমরা দুই একটা অবনতোন্মুখ ইয়ুরোপীয় জাতীর যুদ্ধের কথা আলোচনা করিব। তাহাতে পাঠক বুঝিতে পারিবেন, সেই সকল জাতি ধীরে ধীরে কেমন পরুষকার প্রভৃতি পুরুষ জনোচিত সদ্‌গুণ সকল হারাইয়া তাহার স্থলে অলসতা, চিরকারিতা, বিলাসিতা প্রভৃতি দুর্গুণের আশ্রয় স্থল হইতেছে। যুদ্ধরূপ ভীষণ অগ্নি পরীক্ষায় জাতীয় শক্তি উত্তমরূপে পরীক্ষিত হয়। গত ফরাসী জর্ম্মাণ যুদ্ধে ফরাসীর অধঃপতন এবং জর্ম্মাণীর অভ্যুদয় অতি উত্তমরূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। গ্রেভেলোট ক্ষেত্রে ফরাসী সেনানী ব্যাজাইন ১ লক্ষ ২০ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরণ করেন। তাঁহার সাহায্যের জন্য ৩৫ হাজার সৈন্য পশ্চাদ্‌ভাগে রক্ষিত হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ১৪ হাজার ৭ শত ৬৫ জন ফরাসী সৈন্য হতাহত হইয়াছিল অর্থাৎ মোট সৈন্যের উপর শতকরা ১১ এবং যুদ্ধে নিযুক্ত সৈন্যের মধ্যে শতকরা ১২ জন ফরাসী হতাহত হইয়াছিল।

ভিয়নভিল ক্ষেত্রে ফরাসীদের ১ লক্ষ ৩৮ হাজার সৈন্য যুদ্ধে নিযুক্ত ছিল। এই যুদ্ধে ৮৭৯ জন সেনানী এবং ১৬ হাজার ১ শত ২৮ জন সৈন্য হতাহত হইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ১২ জনের কিছু বেশী বিনষ্ট হইয়াছিল। অপর পক্ষে এই যুদ্ধে জর্ম্মাণীর ৬৭ হাজার সৈন্য নিযুক্ত হইয়াছিল তাহার মধ্যে ১৬ হাজার ভবলীলা সম্বরণ করে অর্থাৎ শতকরা ২৫ জন নিহত হইয়াছিল। সিদানক্ষেত্রে ফরাসীদের ১ লক্ষ ৪০ হাজার সৈন্য সমরাঙ্গণে অবতরণ করে। ইহাতে ১৭ হাজার হতাহত হয় অর্থাৎ শতকরা

১২ জন মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল। সে সময় ফরাসীদের যুদ্ধের ফল দেখিয়া তাহার শত্রুমিত্র সকলেই বলিয়াছিল যে ফরাসী অধঃপথে গিয়াছে, হীনবীর্য্য হইয়াছে, ফরাসীর আর মঙ্গল নাই। সে সময় অপেক্ষা বর্ত্তমান কালে ফরাসী সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইলেও ফরাসীর অধঃপতন রোধ হয় নাই।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্লেবননা আক্রমণ কালে, স্কবলফের সহিত ১৮ হাজার রুস সৈন্য অবস্থান করিতেছিল। তাঁহার সেই ঘোরতর আক্রমণে ৮ হাজার সৈন্য যমলোকের অতিথি হইয়াছিল অর্থাৎ শতকরা ৪৫ জন বীরলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। স্বজাতির গৌরব অর্জ্জন করা বড় সহজ সাধ্য নহে। শোণিত নদী প্রবল ধারায় অকাতরে প্রবাহিত করিতে পারিলে তবে বিজয়শ্রী লাভ করিতে পারা যায়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন। তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন যে কত বৎসর ধরিয়া "মাতাকাটা" তপস্যার পর ইংরেজ জগৎ মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ক্রেসীর * দিকে চাহিয়া দেখুন ইংরেজ কিরূপ অধ্যবসায় ও দৃঢ়তার সহিত যুদ্ধ করিয়া শত্রু সৈন্য আশ্চর্য্য জনক পরাজয় করিয়াছে। ব্যোংকারহিলে দেখুন ৩ হাজার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ১ হাজার ৫১ জন বীরগতি প্রাপ্ত হইল। তবুও কাহারও মনে মৃত্যুভয় উপস্থিত হইল না। ইংরেজের তখন অভ্যুদয়ের সময় বিলাসিতার নামও তাহারা জানিতনা। কাযেই

* ক্রেসীফ্রান্সের একখানি গ্রাম, যুদ্ধের জন্য প্রসিদ্ধ। তৃতীয় এডওয়ার্ড ২৬শে আগষ্ট ১৩৪৬ খৃঃ ৪০ হাজার সৈন্য লইয়া ১ লক্ষ ফরাসীকে পরাস্ত করেন। ইহাতে ৩০ হাজার ফিরাশী ভূশয্যা গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়।

তাহাদের উন্নতি অনিবার্য্য। ওয়াটারলুতে, ওয়েলিংটনের সহিত ২৩ হাজার ৯ শত ৯০ জন সৈন্য ছিল। যুদ্ধ স্থানে ৬ হাজার ৯শত ৩২ জন মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হইয়াছিল। গত বুয়ার যুদ্ধে জন কতক অশিক্ষিত চাষার সহিত যুদ্ধ পরীক্ষায় ইংরেজ যে স্থান অধিকার করিয়াছেন তাহাও ভাবিবার বিষয়। সেনানী গ্যাটেকার ২ হাজার ৫ শত সৈন্য লইয়া বুয়ারদিগকে আক্রমণ করিতে গমন করেন। বুয়ারদের দুর্ব্যবহারে তিনি প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন। ইহাতে তাঁহার ৫ শত সেনা বুয়ার হস্তে বন্দী এবং ৮১ জন নিহত হয়। বন্দী বাদ দিয়া হিসাব করিলে দেখা যায় যে তাঁহার শত করা প্রায় তিন জন নিহত হইয়াছিল। কলেঞ্জো যুদ্ধে বুলার সৈন্যের শত করা ৫ জনের বেশী হাতাহত হয় নাই। মেগাসফনটেনে মেথুযান ১২ হাজার সৈন্য লইয়া যুদ্ধ করেন, তাহাতে তাঁহার ৯৬১ জন হতাহত হইয়াছিল। ইহাতে ইংরেজ শত করা ৮ জন মাত্র হতাহত হয়। বুয়ার যুদ্ধ পরীক্ষা ইংরেজদের শক্তি সামর্থ্য স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। তাই সূক্ষ্মদর্শী মেকালে যথার্থই বলিয়াছেন, ইংলণ্ডেরও এমন দিন আসিবে যখন একজন অসভ্য নিউজিলাণ্ডবাসী সেণ্টপল গিরজার ভগ্ন স্তূপের উপর দাড়াইয়া লণ্ডনের চিত্র অঙ্কন করিবে।

বাঙ্গলার এই বিপ্লব একটু ভাল আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, জনকয়েক যুবক, যাহাদের বয়স ত্রিশের কোটা পার হয় নাই—এরূপ কয়েকজন ব্যক্তি দ্বারা বাঙ্গলার এই বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। নিম্নে একটি তালিকা প্রদত্ত হইল ইহাতে তাঁহাদের বয়স বেতন এবং এদেশে তাঁহাদের আগমন কালের সময় প্রদত্ত হইল।

ক্লাইব	৩২ বৎসর	বেতন	আগমন কাল
বিচার	৩৫ „	৪০৲ টাকা,	১৭৪৩
ওয়াটস্	৩৮ „	৪০৲ „	১৭৫০
ওয়ারন হেষ্টিং	২৫ „	১৫৲ „	১৭৫০
স্যামুয়েলমিডিলটন	২৩ „	৫৲ „	১৭৫৩
লিউক স্ক্রাফটন	২৬ „	৩০৲ „	১৭৪৬
লুসিংটন *	১৮ „	৫৲ „	১৭৫৫
কিলপাট্রিক	(বেশীনয়)	৭৫৲ „	১৭৩৭
কূট	৩১		
ওয়াটসন নৌসেনানী	৪৩		
ফরাসী ল	৩৮		
সিন্‌ক্রে	(বেশীনয়)		

ইংরেজ সকল বিষয়ে নগন্য হইলেও সে মরিতে ভীত হয় নাই। সে নবাবের জনবল বা ধনবল দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই। সে বুঝিয়াছিল এ বসুন্ধরা বীরভোগ্যা, তাই তাহারা ছলে বলে বা কৌশলে সকল বিষয়েই বীরত্ব দেখাইয়া এই শষ্য শ্যামলা বাঙ্গলা হস্তগত করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। চুপ চাপ করিয়া বসিয়া থাকিলে লক্ষ্মী কখন প্রসন্না হন না। যে কয়েক জন মুষ্টিমেয় ইংরেজ, সাহসে বুক বাধিয়া পলাশীর দাঙ্গায় অভিনয় করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহাঁতে লিপ্ত না থাকিলেও মৃত্যুমুখে পতিত হইতেন। তাঁহারা মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে গিয়াছিলেন, বলিয়া ইংলণ্ডের আজ এত সম্পদ এত গৌরব এবং এত অভিমান।

* ইনি জাল সন্ধিতে ওয়াটসনের নাম স্বাক্ষর করেন।

কতকগুলি বেণে বুদ্ধির ধারণা যে প্রচুর ধনের অধীশ্বর হইতে না পারিলে দেশের আর কল্যাণ নাই। তাঁহারা দেশটাকে সুদ গণিতে নিপুণ, অর্থসর্ব্বস্ব বেণেতে পরিণত করিতে ইচ্ছুক। যদি সুদ গণিতে শিখিলে জাতি বড় হইত তাহা হইলে হতভাগা ইহুদীগুলাকে আজ রুসের লাথি—কাল তুর্কীর পদাঘাত সহ্য কবিতে হইত না। আমাদের দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় বৃত্তি যেন লোপ পাইতে বসিয়াছে। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা নিজেদের বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া কেহ বণিক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সুদ গুণিতে মজবুত হইয়াছেন, কেহ বা কলুর বৃত্তি গ্রহণ করিয়া তৈল-সিঞ্চনবিদ্যায় পারদর্শী হইতেছেন।

ইংলণ্ডের রাজশক্তি লাভের সহিত, পরস্ব দিবসের পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশে প্রবেশ অধিকার লাভ করিয়াছে। এসভ্যতা রোমক সভ্যতাকে অনুকরণ করিয়াছে। রোমক সভ্যতা যাহাকে অনুকরণ করিয়াছিল। সে সভ্যতা বহুদিন হইল জগৎ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। বর্ত্তমান পাশ্চাত্যসভ্যতা যে অচির কাল মধ্যে ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, তাহার লক্ষণ সকল পাশ্চাত্য সমাজে স্পষ্ট করিরা প্রকাশ পাইয়াছে। দুঃখের বিষয় এই যে শত ম্যাক্‌সিম কামান ইহাকে কোন রূপে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেনা। ব্যভিচার ও মদ্য,পাশ্চাত্য সমাজকে জর্জ্জরীভূত করিয়া ফেলিতেছে। ইহার পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়। সাধারণের ব্যয়ে কপটতা, স্বার্থপরতা, আত্মম্ভরিতা, উচ্ছৃঙ্খলতা প্রভৃতি শিক্ষাকে পাশ্চাত্য শিক্ষা বলিলে বোধ হয় কোন রূপ দূষণীয় হয় না। *

---

* রুস গর্ব্ব খর্ব্বকারী জাপানের, পাশ্চাত্য সভ্যতার ধর্ম্মজ্ঞ সুবিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত Viscount Torio's theory that Western civiliza-

আমাদের সম্মুখে কত জাতির উত্থান এবং কত জাতির পতন হইল, এবং হইবে কিন্তু আমাদের সভ্যতা আমাদিগকে মাতার ন্যায় রক্ষা করিয়া আসিতেছেন ও করিবেন। হিন্দুর সকল বিষয়ই সুশৃঙ্খলাবদ্ধ। অসন, বসন, শয়ন কোন বিষয়েই হিন্দু উচ্ছৃঙ্খল হইতে পারেন। রক্তশুদ্ধির কথা আজ কাল ইয়ুরোপ বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে। রক্তের শুদ্ধতা সম্পাদিত না হইলে দেশে অধিক সংখ্যক মুক, বধির, কুষ্ঠি, উন্মাদ এবং দুর্দ্দান্ত প্রকৃতির লোক জন্মগ্রহণ করে। ইয়ুরোপীয় রাজপরিবার এই এবিষয়ের অতি উজ্জ্বল উদাহরণ। * চাকচিক্যময়ী পাশ্চাত্য

---

tion has the defect of cultivating the individual at the expense only of the mass, and giving unbounded opportunities to human selfishness, unrestrained by religious sentiment, law, or emotional feeling P. 40. Vol II. The Life and Letters of Lafcadio Hearn by E Bisland 1907.

* The most exclusive caste in the world is that of royalty, and it is among reigning families accordingly that we find neuropathic conditions most highly developed. From an exhaustive inquiry into this subject, extending from the Cæsars to the Georges, Dr. Paul Jacoby has felt justified in laying it down as a principle that the assumption of power by one class over another is a crime unfailingly resented and punished by nature. * The degeneration of the Cæsars was terribly rapid and complete, beginning unmistakably with Augustus. Roman society as a whole was at that time so corrupt, however, that the Cæsars may be taken rather as an example of family than of class degeneracy, the conjunction of the gens Julia and the gens Claudia in Caligula being an

* Jacoby, E'tudes sur la Selection dans ses rapports avec l' hérédite chez l' homme.

সভ্যতা আমাদের সর্ব্বনাশ সাধনের উপক্রম করিয়াছে। আমা-দিগকে এরূপ মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় করিয়াছে যে আমরা নিজেকে সর্ব্বতোভাবে অসভ্য, অক্ষম, অজ্ঞ বিবেচনা করিয়া থাকি। এ

illustration of the worst effects of consanguinity in promoting weak mindedness, depravity and downright mania. In dealing with the modern dynasties of Europe, Jacoby finds abundant material for supporting his theory. The subject being one of some novelty and importance, it may be well to indicate in a few words the French writer's line of research, remarking merely that he seems disposed to attach an exaggerated significance to eccentricities of character upon which the historians have but lightly touched. Passing over his analysis of the various Savoy, Spanish, and Portuguese dynasties—a uniform record of vice, madness, and sterility—we come to the royal families of England

In the Plantagenet period the rival houses of Lancaster and York, Jacoby declares, were both degenerate, the former being a family of fools and imbeciles, the latter of knaves, including Richard III, whose paralysis and deformities indicated the neuropathic nature of the family villainy. The Tudors were in similar case. Henry VIII was cruel, sanguinary, and lascivious; his son Edward VI died at eighteen,—and a tendency to early death as well as sterility, be it remembered, is an unfailing sign of family degeneracy,—while his daughter Mary was fanatical and childless, and his other daughter Elizabeth eccentric, avaricious, cruel, and malformed. Among the Stuarts insanity declared itself as early as the time of James V, and through Mary, Queen of Scots the taint was communicated to James I. of England who was foolish, fanatical, cowardly, slovenly, and given to stuttering. To the daughter of James I, Elizabeth, who married the Elector Palatine Frederick V, and who served

মোহ না ঘুচিলে আমাদের রক্ষা নাই। অতএব হিন্দু, হিন্দুকে রক্ষা করিতে অগ্রসর হও! অন্যথা আমাদের মৃত্যু অনিবার্য্য।

কালের কি বিচিত্রগতি। যে দেশের নিম্নশ্রেণীর লোকও সত্য প্রতিপালনের জন্য, ধন, জন জীবন, পরিত্যাগ করিতেও পশ্চাৎপদ হইত না, এই সময় হইতে তাহারা ইংরেজের ধর্ম্মাধিকারের সংসর্গে অধার্ম্মিক হইয়াছে। *

---

ultimately to bring the Crown of England to the Hanoverian dynasty, we shall presently return. Charles I.—to follow the direct line of the Stuarts—was perfidious and cowardly; Charles II, depraved, epileptic, and without issue; the brother of the latter, James II, was treacherous, vindictive, mendacious, cruel, and ridiculous to boot; Mary, daughter of James II, was weak-minded and childless; and Anne, although prolific, had not a healthy or long lived family. Finally Charles Stuart the Pretender, the last of his line, was illiterate, drunken, paralytic, and died insane.

It is inadvisable for obvious reasons to pursue our inquiries as far as the present condition of the royal caste in Europe Suffice it to say that not a few examples of the truth of Jacoby's argument could be drawn from the history of the past ten years alone. (1)

* Genuine Memoirs of Asiaticus গ্রন্থকার বলেন সুপ্রিম কোর্টের স্থাপনের সহিত এদেশের জনসাধারণ দুঃখিত হন।

The inhabitants of Calcutta seem to be a little displeased at the new form of government, which the Judges, or, as they call themselves, the supreme Court of Judicature in

---

(1) "We have seen a list of more than twenty princes and princesses [of the royal families of Europe] under medical care for brain affections, and the number displays a perilous tendency to increase."—The Economist, 9th February 1889.

এদেশবাসী ভদ্রতার জন্য চিরকাল হইতে সুপরিচিত। কিন্তু হায় বর্ত্তমান কালে ইংরেজ আমাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার জন্য অর্দ্ধসভ্য ইত্যাদি বিশেষণে আমাদিগকে লাঞ্ছিত করিতে কুণ্ঠিত হয় না। আমাদের ভদ্রতা, বিনয়, সুজনতা প্রভৃতি সামাজিক গুণ সকল, এখনও ইয়ুরোপীয়দিগের অনুকরণের বিষয়।* ইয়ুরোপীয়দিগের সংসর্গের সহিত আমাদের অজ্ঞান যতই বৃদ্ধি হউক না কেন, তাহাদের আবরণে আমরা যতই কেন অচ্ছাদিত

Bengal have already began to introduce. The Mayor's Court is abolished, and the same legal process which is used at Westminster now prevails. The attornies, who have followed the Judges in search of prey, as the carrion crows do an Indian army on its march, are extremely successful in supporting the spirit of litigation among the natives, who, like children, delighted with a new play thing, are highly pleased with the opportunity of harassing one another by vexations suits; and those pests of society, called bailiffs, a set of miscreants hitherto little known in India, are now to be seen in every street, watching for the unhappy victims devoted to legal persecution. Even the menial servants are new tutored to breathe that insolent spirit of English licentiousness, * * the house of the Chief Justice of Bengal resembles the office of a trading magistrate in Westminster, who decides the squabbles of oyster women, and picks up a livelihood by the sale of shilling warrants. 58 to 59. P. Genuine Memoirs of Asiaticus.

* In refinement and ease they are superior to any people to the westward of them. In politeness and address, in gracefulness of deportment and speech, an Indian is much superior to a Frenchman of fashion.

See Mackintosh : Travels P. 321 Vol 1.

হই না, সে কালের ইংরেজ কিন্তু আমাদের পরিচ্ছদ অনুকরণ করিবার জন্য লালায়িত হইত, আমাদের পারিপাট্য দেখিয়া তাহারা মুগ্ধ হইত *। আজ আমরা বিজাতীয় পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া শরীর ও মন অপবিত্র করিয়া দেশকে কলঙ্কিত করিতেছি। তাই বলি আমাদের প্রাচীন প্রথা আমাদের দেশের সম্পূর্ণ উপযোগী, তাহা পুনরায় গ্রহণ না করিলে আমাদিগের মঙ্গল কখনই সাধিত হইবে না। অথবা আমাদের পূর্ব্বের শ্রী ও কান্তি কখনই পুনরায় প্রত্যাগমন করিবেনা। †

সে কালে আমাদের দেশের জন সাধারণ মিতাচারীছিলেন। এজন্য তাহাদিগের ইন্দ্রিয় সকল সুস্থ ও সবল ছিল। তাঁহারা অল্প প্রয়াসে ফরাসী, ইংরেজী, পর্টুগীজ, ফারসী প্রভৃতি ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহাতে অনর্গল কহিতে ও লিখিতে সমর্থ হইতেন। তাঁহাদেরও শক্তি দেখিয়া ইয়ুরোপীয়েরা মুগ্ধ হইয়া যাইত। ‡ আমাদের দূরদর্শনের সহিত আমাদের দর্শন শক্তিও যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে। সে কালে আমাদের দেশের লোকেরা

---

* The dress of the Brahmin ladies stands confessed, as yet unrivalled in the world, for its elegance and simplicity. The Ladies Monitor P 14.

† The slight covering, and constant exposure to the air mutually contribute to produce that admirable firmness of which they may so justly boast. 44 to 45 pp Ibid.

‡ The ease with which these people (সরকারেরা) learn any thing is wonderful, they all both speak and write the French English, Portuguese, Moorish, Malabar and their own sacred language, which last no one understands that does not belong to their caste Vol. II. P. 20. A Voyage in the Indian Ocean and to Bengal by L. De Grandpre.

জলপান করিয়াই তাহার গুরুতা ও লঘুতা নির্ণয় করিতেন। *
ইয়ুরোপীয় সভ্যতার কৃপায় আমরা যে সকল বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহাদের মধ্যে "চা" ও "বাদসাই" ব্যাধি বড়ই ভীষণ। দেশের সর্ব্বত্র ইহার দারুণ প্রকোপ দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের নিত্য সহচর প্লেগ ও দুর্ভিক্ষ হইতেও ইহা ভীষণতর। পুত্রাদিক্রমে ইহার সখ্যতার ফল অনুক্রামিত হইয়া থাকে। †

বর্ত্তমানকালে ইয়ুরোপীয় সভ্যতার প্রভাবে আমাদের দেশবাসীর জিহ্বাও মস্তিষ্কের ন্যায় বিকৃত হইয়াছে। তাই বলিতেছি যে ইয়ুরোপীয় সভ্যতা আমাদের কখনই মঙ্গলজনক হইতে পারে না ইহা সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয় একথা বলাই বাহুল্য।

---

* The people of Hindustan, it should be observed class good and bad water under the denomination of heavy(bharee) and light (halka) and this being their only beverage, they acquire so much nicely of discrimination in the selection of it, that their report on all occasions may be relied on with confidence, and made to serve the purpose of an ordinary specific gravity apparatus. Vol. 1. P. 140. Modern India by Dr. Spry. M. D.

† চা ও ধূমপান, পাশ্চাত্য মাংসাসী ও মদ্যপাদিগের যথেষ্ট অনিষ্ট করিতেছে, এরূপ অবস্থায় আমাদের শাক ভাতের শরীরের যে সমূহ অপকার করিবে সে বিষয় বলা বাহুল্য। নিম্নে চা ও ধূম পানের অপকারিতা বিষয়ক কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত হইল।

The great evil of excessive tea-drinking, or of continual smoking, and yet in my opinion these are doing far more injury to the constitution of the people of this country than alcohol. 45 P. Medical Philosopy by Russel.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

নবাব সৈন্য পলাশী হইতে পলায়ন করিলে পর ক্লাইব তাহাদিগকে দাদপুর পর্য্যন্ত অনুসরণ করেন। সে রাত্র তাঁহাকে দাদপুরে অবস্থান করিতে হইয়াছিল। প্রভাতকালেই ক্লাইব সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বাসঘাতক রাজদ্রোহী মীরজাফরকে হস্তগত করিবার জন্য স্ক্রাফটনের হাতে নিম্নলিখিত মর্ম্মের পত্র খানি প্রেরণ করেন।

"ক্লাইবের নিকট হইতে মীরজাফরের কাছে।

"দাদপুর ২৪ শে জুন, ১৭৫৭

"এ বিজয়ের জন্য আপনার কাছে আহ্লাদ প্রকাশ করিতেছি। ইহা আপনার বিজয় আমার নহে। খুব শীঘ্র করিয়া আমার সহিত মিলিত হইলে বড়ই সুখী হইব। ভগবৎ কৃপায় আমাদের যে বিজয় হইয়াছে তাহা সম্পূর্ণ করিবার জন্য কল্য যাত্রা করিব, এবং আপনাকে নবাব বলিয়া প্রকাশ করিতে মনন করিয়াছি। মিষ্টার স্ক্রাফটন আমার হইয়া আপনার কাছে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে। আমি যে আপনার কিরূপ পক্ষপাতী তাহা তাহার কাছে আপনি অবগত হইবেন।"

ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন যে বর্ত্তমান সময়ও যদি মীরজাফর, রায় দুর্লভ প্রভৃতির সহায়তা না পান তাহা হইলে তাঁহাদের অস্তিত্ব যে কোন সময়ে বিলুপ্ত হইতে পারে। সেইজন্য ক্লাইব, মীরজাফরকে "নবাব" প্রলোভনে প্রলুব্ধ করিয়া তাঁহার বুদ্ধি ধ্বংস করিয়াছিলেন।

দাদপুরে ক্লাইবের সহিত মীরজাফরের সাক্ষাৎ হইল। ক্লাইব অতি সম্মানের সহিত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে নবাব বলিয়া সম্বোধন করিলেন। মীরজাফরের মস্তক বিঘূর্ণিত হইল। তিনি বিনা প্রয়াসে সুবে বাঙ্গলার নবাব বলিয়া গৃহীত হইলেন।

সিরাজ, মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়া পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিলেন। সৈন্যগণ মধ্যে প্রচুর পরিমাণে অর্থ বিতরণ করিলেন। কিছুতেই তিনি স্থির হইলেন না। বিশ্বাসঘাতকদিগের পৈশাচিক ব্যপার তাঁহার মানসপটে অঙ্কিত হইল। তাহাদিগের পিশাচলীলা যেন তাঁহার চতুর্দ্দিকেই ব্যক্ত হইতে লাগিল। মুর্শিদাবাদে অবস্থান করা আর কল্যাণকর নহে বিবেচনা করিয়া, তিনি গুপ্তভাবে তস্করের ন্যায় নিজের প্রাসাদ হইতে নিশীথ রাত্রে পলায়ন করিলেন।

মোহনলাল, পরিবারবর্গের সহিত ধনরত্ন লইয়া পূর্ণিয়া অভিমুখে পলায়ন করিলেন। ফরাসীবীর সিন্‌ফ্রে অবশিষ্ট ফরাসী সহ বীরভূম অভিমুখে পলায়ন করিলেন।

মীরজাফর, মুর্শিদাবাদের ধনভাণ্ডার হস্তগত করিবার জন্য পুত্রসহ ত্বরিত গতিতে গমন করিলেন। পিতা, সিরাজের মুনসুরগঞ্জ প্রাসাদ এবং পুত্র জাফরগঞ্জ ভবন অধিকার করিলেন।

ক্লাইব ২৬শে সয়দাবাদে ফরাসীদের কুঠীতে তাঁবু ফেলিলেন। নবাবের ধনভাণ্ডার যাহাতে না কেহ সরাইয়া ফেলে সে বিষয় নজর রাখিবার জন্য ওয়াটস্, ও ওয়ালস্ ইতিপূর্ব্বেই মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছেন। অর্থব্যবহারে রায়দুর্লভ ইংরেজের বড় প্রীতিপ্রদ হইতে পারেন নাই। শ্রীমানদ্বয় ২৬শে জুনের পত্রের একস্থানে লিখিয়াছেন "রায়দুর্লভ, তাঁহার যাহা কিছু জেণ্ট্

(ফিরিঙ্গি প্রদত্ত আমাদের প্রাচীন নাম) অলঙ্কার ছিল তাহার সাহায্যে আমাদিগকে বুঝাইতেছে যে নবাবের ধনাগারে ১কোটী ৪০ লক্ষ টাকার বেশী নাই” ইংরেজ নবাবের টাকার কথা অবগত থাকিলেও রায়দুর্লভের সম্মুখে তাঁহার বড় কিছু প্রতিবাদ করিতে সমর্থ হইলেন না। এই সময় পুত্রসহ বীরবর মোহনলাল বন্দী হইয়া মুর্শিদাবাদে আনীত হন। ওয়াটস্ কার্য্যসিদ্ধির জন্য তাঁহাকে ক্লাইবের কাছে লইয়া যাইতে প্রস্তুত হইলেন। উমিচাঁদের গায়ে হাত বুলাইয়া নবাবের ধনরত্ন কোন্ কোন্ স্থানে পুঞ্জীকৃত আছে তাহা অবগত হইবার জন্যও চেষ্টার ক্রটী হইল না।

২৭শে ক্লাইবের সহরে যাইবার দিন নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। জগৎশেঠেরা, পূর্ব্বোক্ত ইংরেজযুগলকে সংবাদ দেন যে “গতরাত্রে মীরণ,রায়দুর্লভ, কাসীমহোসেন খাঁ পরামর্শ করিয়াছে যে ক্লাইব যে সময় নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবে সেই সময় তাঁহাকে কাটিয়া ফেলা হইবে” এতদনুসারে ক্লাইব এ দিবস মুর্শিদাবাদে আসিলেন না। এ পত্রে ক্লাইব আরো জ্ঞাত হইলেন যে “নবাবের ধনদৌলত গুপ্তভাবে গোদাগাড়িতে প্রেরিত হইয়াছে”। ক্লাইবকে নিহত করিবার পরামর্শ সম্বন্ধে কোনরূপ তদন্ত হয় নাই। সুতরাং ইহা শেঠেদের কল্পনাপ্রসূত কিনা তাহারও কোন মীমাংসা হয় না।

বঙ্গের নবাব সিরাজের ধনাগারে যে প্রচুর পরিমাণে ধনরত্ন থাকিবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে। ডাক্তার ফোর্থ, ইনি আলিবর্দ্দিখাঁর সময় হইতেই নবাব দরবারে যাতায়াত করিতেন। নবাবের অনেকটা ভিতরের খবরও তিনি অবগত ছিলেন।

ডাক্তার সাহেব বলেন,সিরাজের হীরা,মুক্তা,ব্যতীত স্বর্ণ ও রৌপ্যে ৬৮ কোটী টাকা ধনভাণ্ডারে ছিল *। ওয়াটস্ যখন কাসীমবাজারে অবস্থান করিয়া সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন সে সময় তিনি ক্লাইবকে পত্র লিখিয়াছিলেন যে নবাবের কাছে ৪০ কোটী টাকা মজুত আছে। † পলাশীর যুদ্ধের পর ইংরেজ অবগত হইলেন নবাবের ধনাগারে ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকার বেশী নাই। এ টাকা গেল কোথায় এ প্রশ্ন স্বতঃই মনোমধ্যে উদয় হইয়া থাকে। ইংরেজ লিখিয়াছেন,টাকা সম্বন্ধে রায়দুর্লভ বড়ই পাযণ্ডের মতন ব্যবহার করিতেছে। ‡ তা করিবারই ত কথা! সাত সমুদ্র তেরনদী পার হইয়া ইংরেজ তাহাদের রক্তওটা টাকা দুইটা মিষ্ট কথায় পিট চাপড়াইয়া যে লইয়া যাইবে রায়দুর্লভের তাহা সহ্য হয় নাই। তাই আমাদের প্রজার টাকা, তাঁহারা ইংরেজকে না দিয়া আপনাআপনি বিভাগ করিয়া লন। সব টাকা তাঁহারা আপোষে বিভাগ করিয়া লইতে

---

* He has likewise taken a particular account of his riches; they amounted to sixty eight crore of rupees some *lacks* in silver and gold exclusive of his pearl and other jewels. Letter from Dr. W Forth to Council at Falta, 11-12-1756.

† by all accounts the Nawab is worth forty crores. Watt's letter to Clive.

‡ The chicanery and villany of Roy Dulub obliges me to go tomorrow to the City to prevent the ill consequence that attends the great power lodged in his hands, * * as he pretends the whole balance in the Treasury is but one *crore* and forty *lack* of rupees. Letter from Col. Clive to Select Committee. 17 June 1757.

পারেন নাই। ক্লাইবের মুনসী নবকৃষ্ণ প্রমুখ কয়েকজনকে কিছু ঘুষ দিতে হইয়াছিল।

যে সকল রাজদ্রোহী ইংরেজদের সহিত মিলিত হইয়াছিল, নবকৃষ্ণ তাহাদের মধ্যে একজন। সে কলিকাতার সুবর্ণবণিক নকুধরের বাড়ীতে মুহুরীর কার্য্য করিত। ধরমহাশয়ের ইংরেজ-দের কাছে টাকা কড়ি লেন দেন ছিল। সেই সুযোগে নবকৃষ্ণ ইংরেজদের সহিত পরিচিত হন। কালক্রমে নবকৃষ্ণ ক্লাইবের বেনিয়ান হইয়াছিল। সে কালে এই "বেনিয়ানদের উৎপাতে আমাদের দেশ জর্জ্জরিত হইয়াছিল। ইহারা তাঁহাদিগের প্রভুর শাসন ও বাণিজ্য বিষয়ের উপর যথেষ্ট পরিমাণে হস্তক্ষেপ করি-তেন। বেনিয়ানরা কখন দোভাষীর কার্য্য; কখন হিসাব রক্ষা কখন বা ভৃত্যবর্গের উপর কর্ত্তৃত্ব, কখন বা প্রভুকে টাকা ধার, কখন বা গৃহকার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ, কখন বা প্রভুর দুষ্কার্য্য সকল স্বীয় স্কন্ধে বহন করিয়া, তাঁহাকে দোষবিহীন করিতেন। এই বেনিয়ানকুল অনন্তরূপে অতন্ত লীলা দেখাইয়া হতভাগা প্রজা-গণের অর্থ শোষণ করিতেন। ইঁহারা যখন লবণ, তামাক, সুপারী প্রভৃতি ব্রিটিশ বণিকের একচেটে ব্যবসার কর্ম্মচারী হইয়া প্রজা-দিগের কাছে বিক্রয়ের জন্য গমন করিতেন, তখন ইহাঁরা যমরাজ সহোদর বলিয়া প্রতীত হইতেন। ইহাঁদিগের অত্যাচারে প্রজাকুল আকুলিত হইয়া বাস্তুভিটা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। একজন ন্যায়দর্শী বেনিয়ান প্রভু বলিয়াছেন যে বেনিয়ানদ্দিগের ভিতর সৎ লোক অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। * হেষ্টিংস বলিতেন বেনিয়ানরা দৈত্যবিশেষ।" †

* Bolts Indian affairs. † গ্রন্থকার প্রণীত মহারাজ নন্দকুমার চরিত।

পাশ্চাত্যশিক্ষাত্য শিক্ষার সুপক্ক (না আমপক্ক?) ফল, স্বজাতিদ্রোহী, ফিরিঙ্গি ভক্ত, অনভিজ্ঞ — তাঁহার নায়ক নবকৃষ্ণের চরিত্র বর্ণন কালে লিখিয়াছেন—যে হেতু নবাবের ধনাগারে ১ কোটী ৪০ লক্ষ টাকা বর্ত্তমান ছিল তাহা হইতে নবকৃষ্ণ প্রচুর টাকা কখনই পাইতে পারে না।

যে হেতু তারিখ-ই মস্তুরিকার মুসলমান এবং নবাবের বন্ধু ছিলেন। তিনি স্বীয় চক্ষে যখন ব্যাপার দেখেন নাই তখন তাঁহার যে উক্তি—নবকৃষ্ণ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ অন্দরের ধন ভাগ করিয়া লইয়াছিল—ইহা অলীক।

যেহেতু একজন মাত্র ইংরেজ (মার্সম্যান) বলিয়াছেন যে "নবকৃষ্ণ তাহার মাতার শ্রাদ্ধে নয়লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়াছেন" তাহাও আবার ক্ষুদ্র স্কুলের পুস্তকে উক্ত হইয়াছে। সম্ভবতঃ তাহা সেই মুসলমানের গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত হইয়াছে—অতএব ইহাও মিথ্যা।

যেহেতু সেকালে অনেকে নবকৃষ্ণের ঈর্ষা করিত সেই হেতু তাহার লুটের টাকা লওয়ার কথা মিথ্যা।

মুতাক্ষরীণের টিপ্পনীতে নবকৃষ্ণের টাকা লওয়ার কথা যে লিখিত হইয়াছে সে কথা কি ব্যারিষ্টার ঘোষ সাহেব জানেন না? জ্ঞাত হইলে সম্ভবতঃ এইরূপই একটা জবাব দিবেন।

নবকৃষ্ণ যদি ক্লাইবের সম্পর্কীয় না হইতেন তাহা হইলে আমরা এ কথার উল্লেখ করিতাম না।

নবকৃষ্ণের বংশধর মহারাজ কমলকৃষ্ণের জামাতা, রাজা বিনয়কৃষ্ণের ভগিনীপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী মিত্র প্রণীত মহারাজ নবকৃষ্ণের একখানি জীবনচরিত আছে, তাহার ৯১।৯২ পৃষ্ঠায়

লিখিত হইয়াছে যে, "তাঁহার দোষের মধ্যে ইন্দ্রিয় দোষই অধিক ব্যাপকতা লাভ করিয়াছিল।" তাঁহার ৭টি স্ত্রী (এন ঘোষের মতে ৬টি) বর্ত্তমান থাকিলেও তাঁহার বিরুদ্ধে ইন্দ্রিয় দোষের কথা যথেষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। ক্লাইবেরও এ দোষ বড় কম ছিল না, কাহার সঙ্গগুণে কে এ বিষয় গুণবান হন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। *

২৯ শে জুন ক্লাইব প্রাতঃকালে ২ শত গোরা ৩ শত কালা সিপাই লইয়া মুর্শিদাবাদে গমন করেন। ইহাদিগকে দেখিবার জন্য রাস্তা এবং উভয় পার্শ্বের গৃহ সকল জন পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এই জনসঙ্ঘ যদি মনে করিত, তাহা হইলে প্রত্যেকে মুষ্টি পরিমিত ধূলি নিক্ষেপ করিয়া শ্বেতকায়দিগকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হইত। † প্রজাশক্তি ইংরেজদিগের বিরুদ্ধে হস্তোত্তলন করে নাই।

* Nabhoiss,—(এঁকে এখানে চেনা ভার ইনি আমাদের নবকৃষ্ণ) Lord Clive's chief benyan, a man of no principles, and great commercial knowledge, proud, vain, ostentatious, but plausible and insinating ; by his skill and connexions became one of the wealthiest agents in the East ; his riches were not known, and he had the policy to hide his views and his treasure from his noble master, whose plan he persued with a relentless severity, for their mutual advantage and the ruin of the country. He spent within a few years after Lord Clive's etnrn to Europe lacs of rupees (120, 000 l.) in balls feasts' and other entertainments. P. 98: vol. II. Carrocioli's Life of Lord Clive.

* The inhabitants, who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands ; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they might have done it with sticks and stones.

Evidence of Lord Clive.

তাই তাহারা রক্ষিত হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তাহারা আমাদের দেশে প্রবেশ অধিকার লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। আমাদের দেশের লোক বুঝিয়াছিল এবং ইংরেজও বুঝাইয়াছিলেন যে, তাঁহাদের সহিত দেশের রাজকার্য্যের কোনরূপ বাধ্য বাধকতা থাকিবেনা। তাঁহারা যেরূপ ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন, উত্তরকালেও সেইরূপ করিবেন, সুতরাং ইংরেজদের উপর কাহারও কোনরূপ আশঙ্কা হয় নাই। বৃথা নরহত্যা করা ভারতবাসীর স্বভাব বিরুদ্ধ, তাই সে দিন গোরাদের কেশের উপরও কোনরূপ আঘাত পতিত হয় নাই।

ক্লাইব সৈন্যগণ সহ প্রাসাদের নিকটবর্ত্তী মুরাদবাগে অবস্থান করিয়াছিলেন। অপরাহ্নকালে ক্লাইব মীরণ কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া মীরজাফর সমীপে নীত হইলেন। মীরজাফর মসনদ পরিত্যাগ করিয়া ক্লাইবের অভ্যর্থনা করিলেন। ক্লাইব তাঁহাকে মসনদে বসাইয়া যথোচিত সম্মান দেখাইয়া সকলকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন যে * ইংরেজ রাজশক্তির বিরুদ্ধে কখনও যুদ্ধ করে না। সিরাজ, আমাদিগের ধ্বংসের চেষ্টা করিয়াছিলেন, সন্ধির সর্ত্ত প্রতিপালন করেন নাই, তাই পরমেশ্বরের ইচ্ছা ক্রমে

---

* I only attemped to convince them, that it was not the maxim of the English to war against the government *

* that for our parts, we should not anyway interfere in the affairs of the government, but leave that wholly to the Nawab, that as long as his affairs required it, we were ready to keep the field, after which we should return to Calcutta and attend solely to commerce, which was our proper sphere and our whole aim in these parts. Clive's letter to Select Committee. Dated Muxadavad 30 June 1757.

সে সিংহাসন চ্যুত হইয়াছে। বর্ত্তমান নবাব ভাল লোক ইহার অধীনে সকলে সুখ স্বচ্ছন্দতার সহিত অবস্থান করিবে। আমরা ইহার রাজকার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না—নবাবের উপরই তাহা সম্পূর্ণ নির্ভর করিবে। আমরা কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া ব্যবসাবাণিজ্যে মনোনিবেশ করিব, ইহা ব্যতীত এ অঞ্চলে আমাদের আর অন্য কোন মতলব নাই।" এ দিবস আর অন্য কোন কথা হইল না। পাঠক, ক্লাইবের ঘুম পাড়ান মন্ত্রের দিকে একটু লক্ষ্য করিবেন। ইংরেজ এই সম্মোহন অস্ত্রের সাহায্যে নবাবকে মোহে অভিভূত করিয়া স্বকার্য্য সাধনে দৃঢ়ব্রত হইলেন। একজন যুবকের সম্মোহনে আমাদের দেশ শুদ্ধ লোক সম্মোহিত হইল, যুবকের পক্ষে এ বড় কম প্রশংসার কথা নহে। আমার সমস্ত অধীন, সমস্ত আমারই ভোগ্য, আমি পরাধীনতার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই ইত্যাদি ভাবনাই সম্মোহনের মূলমন্ত্র। ক্লাইবের এই ভাবনা, নবাবের অস্থি মজ্জার ভিতর অনুবিদ্ধ হইয়াছিল, তাই ক্লাইব নবাবের উপর অসাধারণ আধিপত্য সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

প্রত্যাগমন কালে ক্লাইবের জগৎশেঠের সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। পরদিবস প্রাতঃকালে মীরজাফর ক্লাইবের সহিত দেখা করিতে যান। লৌকিক শিষ্টাচারের পর প্রথমেই টাকার কথা উঠিল। ক্লাইবের বুঝিতে বাকি রহিল না যে মন্ত্রীরা প্রচুর টাকা গোপন করিয়াছে। সে কথা লইয়া পীড়াপিড়ি করিলে চাই কি বিপরীত ফল ফলিতে পারে এই বুঝিয়া ক্লাইব আর সে কথার উত্থাপন করেন নাই।

জগৎশেঠের বাড়ীতে সফলকাম চক্রান্তকারীদের মিলন

হইল। কে কিরূপ টাকা পাইবে তাহার নির্ণয় করাই এমিলনের উদ্দেশ্য। বন্ধুভাবে বহু তর্ক বিতর্কের পর স্থির হইল যে ইংরেজ প্রাপ্য টাকার মধ্যে এক্ষণে অর্দ্ধেক পাইবেন, ইহার মধ্যে দুয়ের তৃতীয় অংশ নগদ টাকা এবং একের তৃতীয় অংশ মণি মুক্তা স্বর্ণ রৌপ্যের বাসন ইত্যাদিতে প্রাপ্ত হইবেন। অপরার্দ্ধ তিনবৎসরে সমান তিন কিস্তিতে প্রাপ্ত হইবেন। রায় দুর্লভ শত করা ৫ ভাগ প্রাপ্ত হইলেন। ক্লাইবের আহ্লাদের সীমা রহিল না তিনি যাহা স্বপ্নেও আশা করেন নাই, তাহা তিনি প্রাপ্ত হইলেন। * ক্লাইব আহ্লাদে উৎফুল্ল হইয়া এইবার উমিচাঁদের দিকে অগ্রসর হইয়া স্ক্রাফটনকে কহিতে কহিলেন, স্ক্রাফটন বলিলেন "উমিচাঁদ লাল কাগজ ঝুটা হায়, টোম কো কুছ নাহি মিলে গা।" এই কথা শুনিয়াই সেই হতভাগার মাথা ঘুরিয়া গেল —ইহাদের কাণ্ড দেখিয়া সে মুৰ্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল— পশ্চাতে তাহার পরিচারক ছিল, সে তাহার মনিবকে পাল্কি করিয়া গৃহে লইয়া যায়। এই ঘটনার কিছুদিন পরে, এই হত-ভাগা আবার ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করিয়াছিল। দয়ালু ক্লাইব, তাহাকে তীর্থ পর্য্যটন করিতে উপদেশ দেন— প্রায় দেড় বৎসর পরে সে পাপলীলা সম্বরণ করে।

১লা জুলাই পরহস্তগত ধন, ক্লাইব স্বহস্তে প্রাপ্ত হইলেন। এই প্রচুর অর্থ তিনি কলিকাতায় পাঠাইবার উদ্যোগ করিতে লাগি-লেন। স্ক্রাফটন বলেন তিরিস খানা নৌকা বোঝাই করিয়া নবাবের এই লক্ষ্মী কলিকাতা অভিমুখে প্রেরিত হয়। ক্লাইব যেরূপ হিসাব দিয়াছেন, তদনুসারে ইহা অপেক্ষা আরো অনেক

* The terms exceeded my expectations, Clive.

বেশী সংখ্যক নৌকা করিয়া ধনরত্ন প্রেরিত হইয়াছিল। এড-মিরাল ওয়াটসনের বহর এই সকল ধনরত্ন লইয়া যাইবার জন্য নবদ্বীপ পর্য্যন্ত আগমন করিয়াছিল। গমন কালে এই সকল নৌকার শ্বেতকায় আরোহীগণ নৃত্যগীত করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল। তাহাদের আনন্দধ্বনীতে দিক সকল মুখরিত হইয়াছিল। গত বৎসর ঠিক এইরূপ সময় ইংরেজের দুঃখের সীমা ছিল না। কেহ এক মুষ্টি অন্ন দিয়া তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল, কেহ বা বস্ত্র দিয়া তাহাদের লজ্জা নিবারণ করিয়া-ছিল। পুরুষার্থের কি অদ্ভুত পরিবর্ত্তনশক্তি—মুষ্টিমেয় কএকজন ইংরেজ নিজেদের পৌরুষের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া আজ তাহারা সগর্ব্বে বিজয় পতাকা উত্তোলন করিয়া কলিকাতা অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। পৌরুষ ব্যতীত শ্রীভগবানের কৃপালাভের অধিকারী হওয়া অসম্ভব।

ইংরেজের পক্ষে কি শুভক্ষণেই আমাদের এই টাকা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়াছিল। গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপে তৃণ গুল্ম প্রভৃতি উদ্ভিদ রাজীর মূল সকল মৃত্তিকা মধ্যে যেরূপ মৃতপ্রায় অবস্থান করে, সেইরূপ কঠোর দারিদ্র্যের প্রভাবে বুদ্ধিমান ইংরেজদিগের উদ্ভাবনী শক্তি প্রসুপ্ত অবস্থায় তাহাদিগের হৃদয়-কন্দরে অবস্থান করিতেছিল। বাঙ্গলার অর্থ-বারি বর্ষণে অনতিকাল মধ্যে ইংলণ্ডে নূতন যুগের অঙ্কুর দেখা দিল। তথায় নানারূপ কল কারখানার আবিষ্কার হইল। তাহা বাঙ্গলার অর্থে বর্দ্ধিত হইয়া ইংলণ্ডকে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিল। এই সময় হইতে ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিষয়ক প্রাধান্যের সূত্রপাত হয়। অপর পক্ষে আমাদের আমার বলিবার আর কিছু রহিল না, আমাদের সর্ব্বনাশের প্রারম্ভ

হইল আমাদের কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি যাহা কিছু অর্থাগমের দ্বার ছিল তাহা সম্পূর্ণরূপে শ্বেতকায়দিগের অধীন হইল। আমরা যেন পুরুষানুক্রমে দুঃখ দারিদ্র্য ভোগ করিবার জন্য ভগবানের নিকট হইতে অধিকার প্রাপ্ত হইয়া এদেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি!

ক্লাইব, মিথ্যা প্রবঞ্চনা, জাল, জুয়াচুরী করিয়া ভদ্র আখ্যায় অভিহিত এবং পাশ্চাত্য সমাজে ভারি "ডিপ্লম্যাট"নামে কথিত হইলেন। ইয়ুরোপ খণ্ডে যিনি মিথ্যা কথায় সুপ্রবীন তাঁহার "ডিপ্লোমেসী"জ্ঞান সমীচীন, তিনি লোকপূজ্য হইয়া থাকেন। এই সকল নিদারুণ সত্যবাদীর কাছে আমরা আবার পাহাড়ে মিথ্যাবাদী বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকি।

ক্লাইব, ডচ বণিকদিগের মারফতে প্রচুর অর্থ স্বদেশে প্রেরণ করিলেন। তিনি তাঁহার দরিদ্র আত্মীয় বন্ধু বান্ধবগণকে মুক্ত হস্তে অর্থ বিতরণ করিতে লাগিলেন। আমাদের দেশের এই বিপ্লবে সামান্য শ্বেতকায় সৈনিক কর্ম্মচারী ৩০।৩৫ হাজার টাকা হস্তগত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এরূপ কথিত হয়, এডমিরাল ওয়াটসন ৭০ লক্ষ টাকা রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। এইরূপ নৌসেনানী পোকক ও প্রভূত অর্থ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এমন কি জাহাজের সামান্য মাজি মাল্লা ২০।২৫ হাজার টাকা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বাঙ্গলার এই টাকা ইংলণ্ডে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে সর্ব্বতোভাবে সমৃদ্ধি সম্পন্ন করিয়াছিল একথা বলাই বাহুল্য। বাঙ্গলার এই উপকার কথা স্বীকার করিয়া কয়জন ইংরেজ যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি।

অপর পক্ষে এই সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান কালেও

আমাদের অন্নে পরিপুষ্ট কতকগুলা নিম্ন শ্রেণীর ফিরিঙ্গীর কাছে আমরা "অকর্ম্মণ্য-মিথ্যাবাদী" ইত্যাদি বিশেষণে সর্ব্বদা অভিহিত হইয়া থাকি। একটা অনামুখো ধৃষ্ট আবার আমাদের পা দেখে বলেছে যে "গোলামের মতন আমাদের পা আমরা দাসত্বেরই জন্য জন্মগ্রহণ করিয়াছি" ইত্যাদি।* হায় ভগবান্! জানি না অসভ্য বর্ব্বরদের কাছে আরো কতদিন এরকমের কথা শুনিতে হইবে। জগৎশেঠ, রায় দুর্ল্লভ, মীরজাফর তোমরা নিজেদের ক্ষণিক সুখের জন্য যে মহাপাপ করিয়াছ, তোমার স্বদেশবাসী হিন্দু মুসলমানকে এখনও তাহার ফল ভোগ করিতে হইতেছে। একথা যদি তোমরা একটুও ভাবিতে তাহা হইলে কি তোমরা এরূপ পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে?

আমাদের অবস্থা দেখিয়া কতকগুলা নীচমনা ফিরিঙ্গী উৎকট ঠাট্টা করিয়াছে, অপর পক্ষে সহৃদয় উন্নতমনা-ইয়ুরোপীয়েরা আমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাও উদ্ধৃত হইল "দরিদ্র ভারতবাসী কৃষ্ণশার্দ্দূল তোমাদের আগে

*এই সকল ফিরিঙ্গীপুঙ্গবেরা এখন আমাদের চিত্রকর তুলি এখন এঁদেরই হাতে। এ চিত্র ন্যক্কার জনক হইলেও কিরূপ রংএ আমরা চিত্রিত হই তাহা আমাদের জানা উচিত বলিয়া কএকপংক্তি উদ্ধৃত হইল।

The Bengali's leg is the leg of a slave. Except by grace of his natural masters, a slave he always has been and always must be. He has the virtues of the slave and his vices,—strong family affections, industry, frugality, a trick of sticking to what he wants until he wears you down, a quick imitative intelligence and amazing verbal cleverness, dishonesty, supiciousness, lack of initiative, cowardice, ingratitude, utter incapacity for any sort of chivalry. 75 to 76 p. p. In India, by G. W. Steevens.

ভক্ষণ করিয়াছে, এক্ষণে শ্বেত শার্দ্দুল আসিয়া কৃষ্ণশার্দ্দুলকে ভক্ষণ করিতেছে। হায়! অভাগা ভারতবাসী তোমাদের কপাল কি ফিরিয়াছে!" *

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

—o—

দুর্জ্জন পরিবেষ্টিত সিরাজ, পাটনা হইতে ফরাসী বীর ল কে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য পত্রের পর পত্র পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার দুরন্ত, বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারীরা যথা সময়ে লর সেই সকল পত্র প্রাপ্তি পক্ষে ব্যাঘাত সম্পাদন করিয়াছিল। ল যদি যথা সময়ে সিরাজের পত্র প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে সিরাজের শোচনীয় পরিণাম তত শীঘ্র সম্পন্ন হইত কি না, সে বিষয় গভীর সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। সিরাজ যদি এক জনও প্রধান স্বদেশদ্রোহী বিশ্বাসঘাতককে সবংশে নিহত করিয়া তাহার গ্রাম বা গৃহ অগ্নিযোগে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিতেন, তাহা হইলে কাপুরুষ বিশ্বাসঘাতকগণ তখনই তাঁহার বিরুদ্ধে অতশীঘ্র মস্তকোত্তলন করিতে সমর্থ হইত না। মহাভাগ শিবাজী, সময় সময় এইরূপ ঔষধ প্রয়োগ করিতেন বলিয়া স্বদেশদ্রোহীদিগের হৃদয়, তাঁহার নাম স্মরণ মাত্রেই বিকল হইয়া পড়িত।

* আকুনইতি দুপেরন বাক্য ২৮ পৃষ্ঠায় Hemrires Sur L' Indousten Par 17. Gentil. Paris 1822. পুস্তক দেখুন।

সিরাজ, গুপ্তভাবে দীনবেশে আপনার রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া, লর সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে পাটনা অভিমুখে নৌকা যোগে গমন করেন। কএকদিনের পথের ক্লেশ, উৎকট চিন্তা এবং এক মুঠা পেটভরিয়া খাইতে না পাওয়াতে তিনি অত্যন্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন। একটু বিশ্রাম ও খিচুড়ি প্রস্তুত করিয়া আহার করিবার জন্য, তিনি মালদার নিকট নৌকা লাগাইলেন। আহারের উদ্যোগ কালে একজন মুসলমান ফকীর সিরাজকে দেখিতে পায়। এরূপ কথিত হয় যে, সিরাজ এই ফকীরের নাক কান কটিয়া দিয়াছিলেন। ফকীর, সিরাজকে দেখিবামাত্র চিনিয়া ফেলিল। সে ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া মীর-দাউদ খাঁকে সিরাজের আগমনের সংবাদ দিল। ইতি পূর্ব্বেই সিরাজের পরাজয় বার্ত্তা প্রচার হইয়াছিল। দাউদ, নবাবকে বন্দী করিতে কিছুমাত্র লজ্জিত হইল না। বঙ্গের শেষ নবাব যে স্থানে ধৃত হইয়াছিলেন, সে স্থান সেই সময় হইতে "সুবেমার" নামে পরিচিত হয়। রাজমহলের ফৌজদার মীরকাসীম, মীরজাফরের জামাতা, সিরাজ মহিষী লুৎফ উন্নিসা ও যাহা কিছু ধনরত্ন তাঁহার কাছে ছিল সমস্তই হস্তগত করিলেন। সিরাজের ধৃত হইবার কয়েক ঘণ্টা পরেই লর অগ্রগামী সৈন্য রাজমহলে উপস্থিত হয়। সিরাজ যদি নৌকা না লাগাইয়া অগ্র-সর হইতেন, তা হলে তিনি নিরাপদে লর সহিত মিলিত হইতে সমর্থ হইতেন। পাটনার শাসনকর্ত্তা রামনারায়ণের নিকট সিরাজের যথেষ্ট সাহায্যের সম্ভাবনা ছিল। তাহা হইল না, সিরাজ বন্দীভাবে মুর্শিদাবাদে প্রেরিত হইলেন।

সিরাজ, রাজমহলের নিকট ৩০ সে জুন মধ্যাহ্নকালে ধৃত

হন। এই সংবাদ মুর্শিদাবাদে রাত্র শেষে নীত হইয়াছিল। মীরজাফর, সিরাজকে হস্তগত করিবার জন্য ক্ষণ বিলম্ব না করিয়া মীরণকে তদভিপ্রায়ে প্রেরণ করেন। ক্লাইব ২রা জুলাই মাদ্রাজে যে পত্র লেখেন, তাহাতে তিনি উল্লেখ করেন যে সিরাজ ২রা রাত্রিতে সহরে উপস্থিত হন। এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে মারিয়া ফেলা হয়। ক্লাইব, এরূপ তাড়াতাড়ি সিরাজকে হত্যা করিবার কারণ দেখান যে "সিরাজ, রাস্তা হইতে ফৌজের জমাদারদের পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হয়।" কাযেই সিরাজ নিহত হইলেন। এই তারিখে তিনি কলিকাতায় যে পত্র লেখেন তাহার ভাব ও ভাষা স্বতন্ত্র। তাহাতে লিখিলেন "সিরাজ আজ সন্ধ্যায় সহরে আসিবে। নবাব (মীরজাফর) বড় ভদ্র, দয়ালু এবং কোমল প্রকৃতির রাজা এঁর ইচ্ছা যে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখেন, এবং তিনি কারাগারের সর্ব্ববিধ সুখ স্বচ্ছন্দতা তাহাকে প্রদান করিবেন।" ৪ঠা তারিখে ক্লাইব কলিকাতায় পত্র লিখিলেন, "সিরাজ আর নাই। নবাবের তাহাকে রক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকিলেও কিন্তু মীরণ এবং বড় লোকেরা দেশের শান্তি রক্ষার জন্য তাহার মৃত্যু বিশেষ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করেন। তাঁহার আগমনে জমাদারেরা বিদ্রোহী হইয়াছিল।" অনেকের ধারণা ক্লাইবের ইহাতে ইঙ্গিত ছিল তিনি মনে করিলে সিরাজের জীবন রক্ষা করিতে পারিতেন। ক্লাইবের অযাচিত কৈফিয়তে এ সন্দেহ ঘনীভূত হয়। দেশের বড় লোক—১৯ বৎসরের মীরণ, অথবা তাহার পিতা মীরজাফরের, ক্লাইবের ইচ্ছার বিপরীত কার্য্য করিবার কিছুমাত্র শক্তি ছিলনা। ক্লাইব বড় লোকদের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন যে" রাজ্যের

শান্তি রক্ষার জন্য সিরাজকে হত্যা করা আবশ্যক।" দেশের বড় লোক এবং মীরণ কি এতই শক্তিশালী ছিল যে তাহারা কাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কার্য্য সমাধা করিবে, ইহাতেই তাহার মত স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। ক্লাইব যদি ধর্ম্মভীরু, কর্ত্তব্য পরায়ণ, হইতেন, তাহা হইলে তিনি কখনই মীরণকে ইহার জন্য তীব্র তিরস্কার না করিয়া থাকিতেন না। ক্লাইব সে পথ দিয়াই গমন করেন নাই। সেই জন্যই ক্লাইব এই ব্যাপারে কিছু না কিছু লিপ্ত ছিলেন বলিয়া সন্দেহ হইয়া থাকে।

আর এক কথা একজন বিশেষজ্ঞ ফরাসী গ্রন্থকার বলেন, * "সিরাজ যে বাড়ীতে নিহত হয় ক্লাইবও সে দিবস সে বাড়িতে অবস্থান করিতেছিলেন।" একথায়, সিরাজের হত্যা ব্যাপারে ক্লাইব যে একেবারে নির্লিপ্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তিনি যে বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন, সেই বাড়িতে সিরাজের হত্যা রূপ বৃহৎ ব্যাপার হইয়া গেল, আর ক্লাইব ইহার বিন্দু বিসর্গ কিছুই টের পাইলেন না ইহা কি বিশ্বাস হয়? সিরাজের যেরূপ শোচনীয় ভাবে মৃত্যু হয়, তাহাতে পাষাণ হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়। হায়! যে সকল পাষণ্ড এই নারকীয় কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তাহাদের তুলনায় দৈত্যদানবগণ কোমল হৃদয় বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে! সিরাজ আমাদের দেশবাসী এবং আমাদের দেশের রাজা ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সেই শোচনীয় মৃত্যু আলোচনা কালে, সকল কালেই বাঙ্গালী দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়িবে ইহা কিছু আশ্চর্য্যের কথা নহে।

---

* M. Louis Herman, Histoire de la rivalite des Trancais et des Anaglais dans l' Inde.

সিরাজের পতনের সহিত ফরাসীদের দুরবস্থার সীমা রহিল না। পলাশীর প্রাঙ্গন হইতে বীরবর সিন্‌ফ্রে বন জঙ্গলের ভিতর দিয়া বীরভূম্ অঞ্চলে গমন করেন। কামগার খাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, আস্মাদুজমা মহম্মদ, সিন্‌ফ্রেকে হস্তগত করিয়া ক্লাইবের হস্তে অর্পণ করেন।

অসাধারণ কুর্ত্তিন. নানাপ্রকার প্রতিকূলতার মধ্যবর্ত্তী হইয়াও তিনি নিজের প্রাধান্য রক্ষার জন্য যেরূপ উদ্যম ও পরাক্রম প্রকাশ করিয়াছিলেন,তাহা পাঠ করিলে অলস ও উৎসাহে কার্য্য করিতে আরম্ভ করে। তাঁহার সহচরগণ যখন একে একে প্রায় সকলেই রুগ্ন হইয়া পড়িলেন,তখন তিনি অগত্যা প্রতিকুল দৈবের বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া বীরের ন্যায় ক্লাইব হস্তে আত্মসমর্পণ করেন।

অধ্যবসায়ের অবতার, স্বাধীনতার প্রতিমূর্ত্তি, বীরকুল চূড়ামণী ল, ঝড়, বৃষ্টি প্রভৃতি দৈব বাধার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সিরাজের সাহায্যের নিমিত্ত যেরূপ দ্রুতগতিতে আগমন করিতেছিলেন ; রাজমহলে নবাবের পরাজয় বার্ত্তা অবগত হইয়া সেই রূপ দ্রুতগতিতে পাটনা অভিমুখে পুনরায় গমন করিতে লাগিলেন। ক্লাইব, লর শক্তির কথা বিশেষ রূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি লকে হস্তগত করিবার জন্য আইয়ার কুটকে পাটনা অভিমুখে প্রেরণ করিলেন। মীরজাফর লকে ধৃত করিবার জন্য পাটনার শাসনকর্ত্তা বাঙ্গালী রামনারায়ণকে পত্র লিখিলেন। রামনারায়ণ লকে বন্দী করিয়া তাঁহার শত্রু হস্তে প্রেরণ করা ধর্ম্ম বিগর্হিত বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে বাঙ্গালার সীমা পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতে গোপনভাবে অনুরোধ করন।

ক্লাইব মৌখিক সুজনতা দেখাইয়া ল কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে একখানি পত্র লিখিলেন ঃ—

"এ দেশের লোক এখন আপনার শত্রু হইয়াছে। আপনাকে ধরিবার জন্য এবং আপনার রাস্তায় বাধা দিবার জন্য সর্ব্বত্র হুকুম পাঠান হইয়াছে। আমিও আপনার উদ্দেশ্যে লোক পাঠাইয়াছি। আপনাকে ধরিবার জন্য পাটনার নায়েব রাম-নারায়ণের উপরও হুকুম গিয়াছে। এ দেশের লোকের হাতে পড়িলে আপনার পরিণাম কি হইবে তাহা ভাবিবেন—তাহা-দিগকে আপনি সহৃদয় শত্রুরূপে কখন প্রাপ্ত হইবেন না। আপনার অধীনস্থ লোকেদের বিষয় যদি আপনি একটুও চিন্তা করেন তাহা হইলে আমার অনুরোধ আপনি আমাদের সহিত সন্ধি করুন, আমি সাধ্যানুসারে আপনাকে সুবিধাজনক প্রস্তাব প্রদান করিব।"

ল, ক্লাইব কথিত সুবিধা উপেক্ষার সহিত পরিত্যাগ করিয়া বাঙ্গলার সীমানা ছাড়াইয়া গমন করিলেন। কূটের পাটনা অভিমুখে গমন কালে ক্লেশের সীমা রহিল না—তাঁহার সৈন্যগণ অগ্রসর হইতে অস্বীকৃত হইল—তিনি ক্লাইবকে পত্রের উপর পত্রে লিখিলেন, তিনি ইহা অপেক্ষা কঠোর ক্লেশ সহনের কথা অবগত নহেন। ফরাসীবীর ল ইহা অপেক্ষা বেশী ক্লেশ সহন করিয়া ও তিনি তাহাকে ক্লেশ বলিয়া বিবেচনাই করেন নাই। শত্রুর পরাধীন হওয়ার ন্যায় দারুণ ক্লেশ জগতে আর নাই, ল তাঁহার বর্ত্তমান ক্লেশের সহিত সেই দারুণ ক্লেশের তুলনা করিয়া নিজেকে সুখী বিবেচনা কয়িয়াছিলেন।

ক্লাইব বুঝিয়াছিলেন ল বড় যে সে লোক নহেন। তিনি

. উত্তর ভারতে গমন করিয়া দিল্লীশ্বর আলমগীর সানী এবং প্রবল পরাক্রান্ত অযোধ্যার অধিপতিকে বাঙ্গলা আক্রণের জন্য নিশ্চয়ই উত্তেজিত করিবেন। তাঁহারা যদি লর প্ররোচনায় বাঙ্গালা আক্রমণ করেন, তাহা হইলে ইংরাজের বাঙ্গলা রক্ষা করা বড় সহজ কার্য্য হইবেনা। এই ভাবিয়া ক্লাইব তাহাদিগকে মন্ত্রমুগ্ধ করিবার জন্য পত্র লেখেন, পাঠক, তাহাতে ক্লাইবের ধূর্ত্ততা বিষয়ক বুদ্ধিমত্তা বেশ দেখিতে পাইবেন। এজন্য আমরা তাহার মর্ম্মানুবাদের লোভ সম্বরণ করিতে অসমর্থ হইলাম।

ক্লাইবের নিকট হইতে—হিন্দুস্থানের সম্রাট
আলামগীর সানীর নিকট।

সম্রাটবর আলামগীর—পরমেশ্বর তাঁহাকে স্বর্গে আসন প্রদান করুন—তাঁহার ফারমান বলে ইংরেজ কোম্পানী বাঙ্গালায় প্রথম কুটি স্থাপন করে। তদনন্তর তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের কৃপায় কোম্পানী বড় সওদাগর হইয়াছে। ইহারা সর্ব্বদা ব্যবসার দিকেই মন দিয়া থাকে। আমরা এ দেশে কত টাকা আনিয়াছি এবং তাহাতে এ দেশ কিরূপ পরিমাণে সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইয়াছে—বাদসার রাজস্বও কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে এ সকল কথা আগেকার সুবে-দারেরা অবগত ছিলেন, এবং তাঁহারাও আমাদিগকে রক্ষা করিতেন। মহৎব্বৎজঙ্গের সময় পর্য্যন্ত এইরূপ চলিয়া আসি-য়াছে। কলিকাতা বড় নগরীতে পরিণত হইয়াছে। এস্থান হইতে কোটী কোটী টাকা সংগৃহীত হইয়াছে। তাঁহার পর সিরাজদ্দৌলা সেই পদ অধিকার করেন। তিনি ফারমান পাইবার পূর্ব্বেই ইংরেজ বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণ করেন। তিনি জগৎশেঠ মহারাজ স্বরূপচাঁদের কথা, এবং *ইংরেজগভর্ণারের আবেদন

অগ্রাহ্য করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কলিকাতা আক্রমনের জন্য বহির্গত হন। ইংরেজ ব্যবসাদার, তাহাদের কাছে যুদ্ধের উপকরণ ছিল না, কাযেই সিরাজদ্দৌলা ২০শে জুন ১৭৭৫ খৃঃ অবলীলাক্রমে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা লুণ্ঠন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং অপরাপর লোক তাঁহার হস্তে পতিত হইয়াছিল তাঁহার আজ্ঞায় এক রাত্রের মধ্যে তাহাদিগকে দম আটকাইয়া মারিয়া ফেলা হয়।

ইংলণ্ডেশ্বরের সেবক নৌসেনানী ওয়াটসন এবং আমি বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া এই ক্ষতির প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য আগমন করি। প্রনষ্ট কলিকাতা আমরা অল্পদিনের মধ্যে পুনরায় অধিকার করি। হুগলী হইতেও তাহার লোকজন তাড়াইয়াদি। সিরাজদ্দৌলা, তাহার সৈন্যের সংখ্যায় গর্ব্বিত হইয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া কলিকাতা বিরুদ্ধে আগমন করে। পরমেশ্বরের কৃপায় আমি তাহাকে ৫ই ফেব্রুয়ারী পরাস্ত করি। হে মহামহিমান্বিত, যুদ্ধ করিলে পাছে আপনার রাজ্যের অনিষ্ট হয় এই ভয়ে এবং এ প্রদেশের সুবার সহিত বন্ধুভাব রাখিয়া অবস্থান করা উচিত বিবেচনা করিয়া আমি তাহার সহিত সন্ধি করি। যে সকল বিষয় স্থির হয় তাহা তিনি ঈশ্বরের এবং মহম্মদের নাম গ্রহণ করিয়া সন্ধির সর্ত্ত পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। অল্পদিনের পর তিনি শপথ ভঙ্গ করিয়া ইংরেজ দের শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া তাহাদের ধ্বংস করিবার মতলব করেন। সন্ধির সর্ত্ত পূরণ করাইবার জন্য আমি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করি। আমি বন্ধুভাবে অনেকগুলি পত্র লিখিয়াছিলাম—সন্ধির প্রস্তাব সকল পূর্ণ করিবার জন্য

অনেক অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার মিত্রতা ঘৃণার সহিত উপেক্ষা করিয়া বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পলাশীক্ষেত্রে আমাকে আক্রমণ করেন। পরমেশ্বরের কৃপায় আমি সম্পূর্ণরূপে ২৩শে জুন ১৭৫৭ খৃঃ বিজয়লাভ করি। তিনি সহরে প্রত্যাগমন করেন, তথায় অবস্থান না করিয়া পলায়ন করিলেন। তাহার ভৃত্যবর্গ বেতনের জন্য তাহার অনুসরণ করে, এবং তাহারাই তাহাকে হত্যা করে। অবশেষে সহরেব জনগণের মতানুসারে মীরজাফর খাঁ বাহাদুর তাহার পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। ইঁহার পূর্ব্বকারটি যেমন বদমায়েস ও নিষ্ঠুর ছিলেন, ইনি তেমনি সদয় এবং ন্যায়পরায়ণ হন। তিনি আপনার কাছে প্রার্থনা করেন যে. আপনি তাঁহার প্রতি কৃপা করিয়া এই তিন প্রদেশের সুবেদারীর সনন্দ তাহাকে প্রদান করিবেন। আমি তাঁহার সহিত ২৫ হাজার অতুলনীয় সিপাহী লইয়া মিলিত হইয়াছি। ঈশ্বর ইচ্ছায় দেশ সমৃদ্ধি সম্পন্ন এবং প্রজা সকল সুখী হউক। আমার সৈন্যগণকে নগরের বহির্ভাগে রাখিয়াদিয়াছি, একটি সামান্য জিনিস ও লুণ্ঠন করিতে দিইনাই। আমি জীবন দিয়া আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত আছি।”

সত্য সীমাবদ্ধ মিথ্যা অসীম—তাই, মিথ্যা ক্লাইবের ইচ্ছা অনুসারে বর্দ্ধিত হইয়াছে। তিনি মিথ্যা কহিয়া প্রবঞ্চনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না. ক্লাইবের পত্রের সকল অংশের আলোচনা অনাবশ্যক। একটি কথা আমরা উল্লেখ করিব তাহা সিরাজের মৃত্যু কথা। ক্লাইব লিখিলেন, ভৃত্যগণ বেতন পায় নাই বলিয়া তাহারা সিরাজকে হত্যা করিয়াছে লোকে অনুমান করে যে, ক্লাইবের ইঙ্গিত অনুসারে সিরাজের হত্যা সাধিত

হয়। এই সত্যকে কি গোপন করিবার জন্য বুদ্ধিমান ক্লাইব এই মিথ্যার অবতারণা করিয়াছেন ?

ক্লাইব, যখন ২৭৬ জন গোরা এবং ১ হাজার ৩ শত ৮ জন কালা লইয়া মাদ্রাজ হইতে আগমন করেন তখন লিখিয়াছিলেন, আমি বহু সংখ্যক সৈন্য লইয়া এদেশ আক্রমণ করিতে আগমন করিয়াছি।" ক্লাইব এখন লিখিলেন "আমি তাঁর সহিত (মীর-জাফর) ২৫ হাজার অতুলনীয় সিপাহী লইয়া মিলিত হইয়াছি। অর্থাৎ ক্লাইব মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন যে সৈন্য বলে আমি বলীয়ান তুমি সৈন্যের সংখ্যাধিক্যে গর্ব্ব করিয়া অথবা অন্যের প্ররোচনায় যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইও না তাহা হইলে নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। এই রূপ পত্রে ক্লাইব দিল্লীশ্বরকে মুগ্ধ করেন। এইরূপ আর একখানি পত্র দিল্লীর উজীর গাজী উদ্দীন খাঁকেও প্রেরণ করেন।

ক্লাইব চরিত্র অনুশীলন করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, নিষ্ঠুরতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা প্রভৃতি অতি জঘন্য উপায় অবলম্বন করিয়া তিনি কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। শত্রুকে যে কোন প্রকারে হউক বিশেষতঃ কালাশত্রু হইলে ত কথাই নাই, বোকা বুঝাইয়া করতল গত করিয়া বিজয়শ্রীলাভ করিতে পারিলেই হইল। আমরা ভারতবাসী, এরূপ শঠতা, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, প্রভৃ-তিতে অনভ্যস্ত বলিয়া আমরা পরাজিত হইয়াছি। সাংসারিক উন্নতি বিশেষতঃ ইয়ুরোপীয়দিগের সহিত প্রতিযোগিতায় আমা-দের দেশের সে কালের লোকেরা শঠতা প্রভৃতিতে তাহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। তাঁহাদিগের পরাজয়ের ইহা একটি অন্যতম কারণ সে বিষয় সন্দেহ নাই।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

যুদ্ধ না করিয়া লুণ্ঠিত অর্থ হস্তগত করা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে। বড় বড় নৌকা ভরিয়া টাকা এবং নানাপ্রকার ধন রত্ন আসিতেছে দেখিয়া দরিদ্র ইংরেজদিগের মতিভ্রম উপস্থিত হইল। কোম্পানীর কুটেল সাহেব এবং সৈন্য—ইংলণ্ডেশ্বরের নৌসেনা এবং পায়দল, অর্থ দেখিয়া এই চারিটা দলের উদ্ভব হইল। পাছে নিজেদের টাকার অংশ কমিয়া যায় এই ভাবিয়া ইংরেজ, পরস্পর পরস্পরকে বঞ্চনা করিবার জন্য তর্কবিতর্ক করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজের যে সকল মাঝি, মাল্লা, সৈন্যের সহিত গমন করিয়াছিল তাহাদিগকে সৈনিক হিসাবে না দিয়া মাজিমাল্লার হিসাবে লুণ্ঠিত টাকার অংশ দিবার জন্য কর্ম্মচারীগণ স্থির করে। এরূপ ভাবে অর্থপ্রদত্ত হইলে জাহাজের খালাসিদিগের অংশ অনেক কমিয়া যায়। ইহাতে পরস্পরের মনোমালিন্য অত্যন্ত পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়। মুর্শিদাবাদ হইতে যে টাকা আসিয়াছে তাহা বেশী বিলম্ব না করিয়া যাহাতে শীঘ্র বিভাগ হইয়া যায় সে পক্ষেও তাহারা কম ক্রুটি করিল না। ক্লাইব কর্ম্মচারীদের আচরণে ক্রুদ্ধ হইলেন—তাঁহার বিরুদ্ধে তাহারা দণ্ডায়মান হইতে সাহসী হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের সীমা রহিল না। তিনি তাহাদের প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া এই দলের দলপতি কাপ্তেন আর্মষ্ট্রং নামক সেনানীকে বন্দী করিলেন পাছে আগুন বেশী বাড়িয়া যায়, পাছে সকলে তাহার মতাবলম্বী

হইয়া ক্লাইবদ্রোহী হয় এই ভয়ে ক্লাইব তাহাকে সামরিক প্রথার বিচার করিয়া মুক্তি প্রদান করেন।

ক্লাইবের সহিত ওয়াটসনের পূর্ব্বকার যাহা কিছু একটু মনোবিবাদ ছিল, পলাশীর ঘটনার পর হইতে তাঁহার সে ভাব তিরোহিত হইয়া তাহার পরিবর্ত্তে প্রণয় অঙ্কুরিত হয়। ওয়াটসন নব অনুরাগে ক্লাইবের স্বাস্থ্য কামনা করিয়া প্রত্যহ যথেষ্টরূপে মদ্যপান করিতে আরম্ভ করেন। এই মদ্যের প্রভাবে তাঁহাকে বাঙ্গলার মৃত্তিকায় চিরদিনের জন্য আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি। কিন্তু পলাশীর লুটের টাকায় গোরারা অকর্ম্মণ্য হইয়াছিল—রুগ্ন হইয়াছিল—বিলাসী হইয়াছিল—কেহ কেহ মৃত্যুমুখেও পতিত হইয়াছিল সে কথা ইতিহাস প্রকাশ করিয়া থাকেন।

পলাশীর লুটের টাকা কত পরিমাণে যে ক্লাইবের হস্তগত হইয়াছিল। তাহা আমরা অবগত নহি। তিনি প্রকাশ্যভাবে দলপতি রূপে ২ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা প্রাপ্ত হয়। মীরজাফর, কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা বক্‌সীস দিয়াছিল। এই হইল তাঁহার প্রকাশ্য টাকা সকলের সুবিদিত কথা। ইহা ছাড়া তিনি আরো অনেক টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—সে টাকার কোন হিসাব পত্র নাই। ক্লাইব তাঁহার পিতাকে লিখিয়াছিলেন।—

“নবাবের কৃপায় আমি কখন যাহা মনেও ভাবি নাই তাহা অপেক্ষায় ভাল ভাবে দেশে থাকিতে সমর্থ হইব।”

২।৪ লক্ষ টাকা পাইয়া ক্লাইব আহ্লাদে গদগদ হইয়া কখনই এরূপ লিখিতেন না—তিনি যে কত টাকা লইয়া গিয়াছিলেন

তাহা বর্ত্তমানকালে কল্পনারও অতীত বিষয়। ক্লাইব তাঁহার ভগিনীগণের প্রত্যেককে ২০।২৫ হাজার টাকা দিয়া ফেলিলেন। শালা,সম্বন্ধীদেরও অদৃষ্ট ফিরিয়া গেল,তাহারাও দেড় লক্ষ টাকার আসামী হইল। কিছুদিন পূর্ব্বে যে পাঁচটাকা বেতনের কেরাণী ছিল, আজ সে লক্ষ লক্ষ টাকা এক এক কথায় দান করিতে লাগিল। টাকার সহিত ক্লাইবের উচ্চ আশার দ্বারও খুলিয়া গেল। পার্লামেণ্ট প্রবেশের স্বপ্ন তিনি দেখিতে লাগিলেন। গ্লাডেস্‌টোন হেন ব্যক্তিকেও নির্ব্বাচনের সময় ৫০ হাজার মুদ্রা যখন ব্যয় করিতে হইত, তখন ক্লাইব সম লোককে কত অর্থ ব্যয় করিতে হইয়াছিল তাহা কল্পনার বিষয়। ক্লাইব, নিজের রাজার সুনয়নে পড়িবার আশাও পরিত্যাগ করেন নাই। পাঠক—এই এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথায় বুঝিতে পারিবেন যে আমাদের দেশের কত অর্থ তিনি সমুদ্র পারে লইয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ওয়াটস্ প্রভৃতি ষড়যন্ত্রের নায়কেরাও বিপুল ধনের অধীশ্বর হন। ২০।৪০ টাকার কেরাণীরা এরূপ অতিসাহসে প্রবৃত্ত হইয়াছিল বলিয়া—সামান্য কেরাণীগিরিতে আবদ্ধ না থাকিয়া—প্রাণ হাতে লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছিলেন বলিয়া—বাঙ্গলার এত বড় বিপ্লব সাধিত হইয়াছিল। একটু ভাল করিয়া দেখিলে বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় যে, জনকতক কেরাণীর দ্বারা বাঙ্গলার বিপ্লব সম্পন্ন হইয়াছে। স্কুলের শিক্ষকগণের সাহায্যে জর্ম্মানি, ফ্রানসের গর্ব্ব খর্ব্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিল—উকীল মোক্তারগণের উৎকট সাধনায় আমেরিকার স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইয়াছিল—২০।৫০ টাকা মাহিনার কেরাণীর

প্রভাবে ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ কাহার দ্বারা কি কার্য্য সম্পন্ন করেন তাহা মনুষ্যের অজ্ঞেয়। অদ্য যাহাকে জগৎ ভীরু, পরাধীন—অকর্ম্মণ্য বলিয়া ঘোষণা করিতেছে, চাই কি কল্য সে সৎকার্য্যের জন্য সর্ব্বাগ্রে জীবন আহুতি প্রদান করিতে কৃতপ্রতিজ্ঞ হইবে।

ক্লাইব ১৬ই আগষ্ট মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কয়েক দিন রোগ ভোগ করিয়া নৌসেনানী ওয়াটসন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এই দিবস তাঁহাকে গোর দেওয়া হয়। ক্লাইব তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিয়া শোক প্রকাশ করেন। ওয়াটসন একটু বেশী বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁহার ধারণা ছিল ক্লাইব প্রভৃতি বিপ্লব আনয়ন করিতে সমর্থ হইবেন না—তাই তিনি ক্লাইবের কার্য্যে সম্পূর্ণ সহানুভূতি প্রকাশ করেন নাই। ক্লাইব কর্ত্তৃক তাঁহার নাম স্বাক্ষর ব্যাপার তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না—তিনি জানিয়া শুনিয়া ন্যাকা সাজিয়াছিলেন, তাঁহার ধর্ম্মভাব প্রবল থাকিলে তিনি এ কার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করিতেন—ক্লাইবের সফলতার পর নৌকা বোঝাই টাকা দেখিয়া ওয়াটসনের উপর যে একটু তথাকথিত ধর্ম্মভীরুতা ছিল তাহা অন্তর্হত হয়। ওয়াটসন, ক্লাইব চরিত্র বেশ ভালরূপই জানিতেন। ক্লাইব পাছে পূর্ব্ব বিদ্বেষ স্মরণ করিয়া লুটের টাকার হিস্যার কোনরূপ ব্যাঘাত করেন এই ভয়ে ওয়াটসন প্রত্যহ মদ্য পান করিয়া তাঁহার স্বাস্থ্য কামনা করিতেন। এইরূপ ভাবে তোষামোদ করিতে নৌসেনানী কিছুমাত্র ইতস্ততঃ বোধ করেন নাই।

ব্যবসাদার ইংরেজ বাঙ্গলার এই পরিবর্ত্তনে প্রথম প্রথম একটু বিব্রত হইয়াছিলেন। কলিকাতার দক্ষিণে সমস্ত ভূভাগের

তাঁহারা এক্ষণে জমিদার হইলেন। জমিদার হইলেন বটে, কিন্তু জমিদারীর সীমা সরহদ বা রাজস্ব সংগ্রহ বিষয়ক জ্ঞান তাঁহাদের কিছুই ছিল না। এজন্য তাঁহাদিগকে প্রথমে একটু বিব্রত হইতে হইয়াছিল।

অল্পদিনের মধ্যে এ দেশের প্রাচীন লোক নিযুক্ত করিয়া এই বিভ্রাট হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছিলেন। ইংরেজের যে সৈন্যবল ছিল, তাহা তাহাদের কলিকাতার কুঠি বা তাহাদের বাণিজ্য রক্ষায় পর্য্যাপ্ত হইলে বাঙ্গলা রক্ষার জন্য তাহা কখনই পর্যাপ্ত হইতে পারে না। এজন্যও তাহাদিগকে আকুলিত হইতে হইয়াছিল। বুদ্ধিমান ব্যক্তি যেরূপ হাঁড়ির মুখ পাতায় বাঁধিয়া সকলের বুদ্ধি বিপর্য্যয় করিয়া থাকে, ইংরেজও সেইরূপ নিজেদের ভিতরের বল গোপন রাখিয়া বাহিরে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ব্যক্ত করিয়া সকলকে সম্মোহিত করিলেন।

এখানে আমরা ইংরেজের বিলাতের কর্ত্তাদের বুদ্ধির পরিচয় একটু প্রদান করিব। তাহারা এ সময় তাহাদের বাঙ্গালার কুটীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার জন্য যে সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহাতে তাহাদের অদূরদর্শিতা এবং তাহাদের কর্ম্মচারী বিষয়ক জ্ঞানেরও যথেষ্ট অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। তাহারা একখানি পত্রে ৫ জন মিলিত হইয়া একটী সভা গঠন করিতে আদেশ করেন। ক্লাইব এই সভার অধিপতিরূপে নির্ব্বাচিত হন। অপর একখানি পত্রে তাহারা ড্রেককে কর্ম্মচ্যুত করেন, এবং দশজন মিলিয়া সভা করিতে আদেশ করেন। চারজন বড় সাহেবের মধ্যে প্রত্যেকে তিনমাস করিয়া পর্য্যায়ক্রমে এই সভায় সভাপতি হইবার জন্য আদিষ্ট হন। এই

আদেশ পত্রে ক্লাইবের নাম গন্ধও ছিল না। ক্লাইব ইহাতে মর্ম্মাহত হন। ধনবান ক্লাইব সে সময়ের বাঙ্গলার ইংরেজদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান ব্যক্তি, নবাব তাহার কথায় উঠেন ও বসেন। এহেন ক্লাইবকে তুষ্ট করিতে সকলেই ইচ্ছুক হইল। সভ্যগণ অন্য আদেশ না আসা পর্য্যন্ত ক্লাইবকে তাহাদের স্থায়ী সভাপতি নির্ব্বাচন করেন। এইরূপে ক্লাইবের সম্মান রক্ষিত হয়।

অনেক অতি বুদ্ধির ধারণা আগে উপযুক্ত না হইয়া আকাঙ্ক্ষা করা নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। এক্ষেত্রে ইংরেজ তাহা মিথ্যা বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। উপরের প্রবাদ বাক্যে নির্ব্বোধ প্রতারিত হইতে পারে, কিন্তু উদ্যোগী পুরুষ তাহার উপর নির্ভর করিয়া কখনই জীবন যাপন করেন না। তিনি কাহারও কথায় প্রতিনিবৃত্ত না হইয়া আপনার বাহুবলে নিজের ও দেশের ভাগ্য পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন। ক্লাইবই এবিষয়ের অতি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ইংরেজ, দক্ষিণে যে আগুন জ্বালিয়াছেন, তাহা নিবিয়াও নিবে নাই। ফরাসীদের প্রতাপ কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ দর্শিত হইলেও তাহারা প্রথম সুযোগে ইংরেজকে সমূলে উৎপাটন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। বীরবর লালী এ সময় পণ্ডিচারীর বড় সাহেব নিযুক্ত হন—মাদ্রাজ আক্রমণের জন্য তিনি আদিষ্ট হইয়াছিলেন। মাদ্রাজ আক্রমণ ভয়ে ইংরেজ বিভীষিকাগ্রস্ত হন। উত্তর সরকারে বুসী সৈন্যসহ অবস্থান করিয়া নিজেদের প্রতিপত্তি বিস্তার এবং বঙ্গদেশে আগমন চেষ্টা করিতেছিলেন। কর্ণাটের অবস্থাও বড় সুবিধা জনক নহে। এরূপ অবস্থাতে মাদ্রাজে ইংরেজের সৈন্যবল বড় বেশী ছিল না। সেনানী লরেন্স, বৃদ্ধ জরাগ্রস্ত

এবং উদ্যমহীন তাঁহার দ্বারা কার্য্য কতদূর সফলতা লাভ করিবে সে বিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতে লাগিল। বাঙ্গলা হইতে ক্লাইবকে সসৈন্যে আগমন করিবার জন্য মাদ্রাজের কর্ম্মচারীরা বারংবার পত্র লিখিতে লাগিলেন। এই সময় প্রচুর নৌবাহিনী সহ ফরাসীদের বঙ্গদেশ আক্রমণ কথা প্রচারিত হয়। এরূপ ঘোর সঙ্কটকালে ইংরেজ কিরূপে আত্মরক্ষা করিবে সেই ভাবনায় তাহারা অস্থির হইয়াছিল।

এই সঙ্কট সময়ে মীরজাফরের সহায়তা লাভের জন্য অনেক ইংরেজ ব্যগ্র হইয়া পড়ে। মীরজাফর সাহায্য করিতে সন্ধি অনুসারে বাধ্য। সুতরাং তাঁহার কাছে সৈন্য সাহায্য গ্রহণ করিলে কোন প্রকার দোষের হইবে না বিবেচনা করিয়া সিলেক্ট কমিটির অধিকাংশ ইংরেজ, ক্লাইবকে জাফরের নিকট সৈন্য সাহায্যের জন্য প্রার্থনা করিতে অনুরোধ করেন। ক্লাইব, সভ্য-দের প্রস্তাব শুনিয়াই জানাইলেন যে, এরূপ করিলেই নবাবের চটক ভাঙ্গিয়া যাইবে। যে নবাবকে আমরা সিংহাসন দিয়াছি, সেই নবাবের সাহায্যে যদি আমরা আত্মরক্ষা করি তাহা হইলে তাঁহার আমাদের প্রতি যে পূজ্য বুদ্ধি আছে তাহা কখনই থাকিতে পারে না। ইহাতে বিপরীত ফল ফলিবে, নবাব আমাদের ভিতরের শক্তি অবগত হইবেন—তা হইলে কি আমরা এদেশে অবস্থান করিতে সমর্থ হইব? কখনই নহে।

ক্লাইব উত্তর সরকারে বুসীর সফলতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হন। বুসী যদি বিজয়ী সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে চাই কি ইংরেজ-শক্তি বঙ্গদেশ হইতে চির-কালের জন্য লোপ পাইতে পারে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া

ক্লাইব, বুসীকে আক্রমণ করিবার জন্য সেনানী ফোর্ডকে প্রেরণ করেন। ইংরেজ বলেন, ফোর্ড বুসীকে বিশেষ রূপে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মীরজাফরের নবাবীতে বিভাগীয় বড় বড় হিন্দু কর্ম্মচারীরা বড় প্রসন্ন হন নাই। নবাবী লাভে তাঁহার অর্থের অভাব যথেষ্ট পরিমাণে বাড়িয়া যায়। এই অভাব পূরণ করিবার জন্য রায় দুর্ল্লভ, জগৎ শেঠেদের উপর তাঁহার সলোল দৃষ্টি পতিত হয়। পাপ লব্ধ অর্থ তাঁহারা সহজে প্রদান করিতে স্বীকৃত না হওয়াতে, পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ইহার উপর আবার ঢাকা, পূর্ণিয়া, মেদিনীপুর, পাটনা প্রভৃতি স্থানের হিন্দু কর্ম্মচারীরা মীরজাফরের ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হন। ইঁহাদের হস্তে প্রচুর পরিমাণে ধনবল ও লোকবল বর্ত্তমান ছিল। ইঁহাদের মধ্যে যদি কেহ মানুষের মতন মানুষ থাকিত, তাহা হইলে তিনি এই সুযোগে স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে সমর্থ হইতেন। ক্লাইব, রায় দুর্ল্লভ, জগৎশেঠ প্রভৃতির পিট দুইবার চাপড়াইয়া দুইটা মিষ্ট কথা কহিয়া, সমস্ত গোলযোগ মিটমাট করিয়া মীরজাফরকে নিশ্চিন্ত করেন।

এ সকল গোলযোগ মিটমাট হইলেও বিহার প্রদেশের অবস্থা সমান ভাবেই রহিল। রামনারায়ণকে পদচ্যুত করিতে না পারিলে নবাবের উদ্বেগের হ্রাস হইবার সম্ভাবনা নাই। রায় দুর্ল্লভ-রামের উপর নবাবের বিশ্বাস নাই। এরূপ অবস্থায় নবাব, ক্লাইবকে সৈন্যসহ তাঁহার সহিত পাটনায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠান। ক্লাইব ১৭ই নভেম্বর ৪ শত সাদা এবং ১ হাজার ৩ শত কালা সিপাই লইয়া মুর্শিদাবাদ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

আশ্রিতবৎসল ক্লাইব, বিহার প্রদেশে গমনের পূর্ব্বে তাঁহাকে সমস্ত টাকা না দিলে তিনি অগ্রসর হইবেন না এ কথা নবাবকে নিবেদন করিলেন। নবাব, ক্লাইবের আচরণে ব্যথিত হইলেন। ঘরে টাকা নাই, শেঠেরাও টাকা ধার দেয় না অথচ ক্লাইবকে টাকা না দিলেও চলে না, এরূপ অবস্থায় তিনি বর্দ্ধমান হুগলী এবং নদিয়ার রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরেজের উপর প্রদান করেন, এই সময় হইতে এই সকল প্রদেশের প্রজাদের অবস্থা শোচনীয় হইতে আরম্ভ হয়।

ক্লাইব, নবাবের সহিত পাটনায় গমন করিলেন। এখানেও তিনি রামনারায়ণের পিট চাপড়াইয়া, দুইটা মিষ্ট কথা কহিয়া তাহাকে সম্মোহিত করিলেন। সমস্ত বিবাদ দূর হইল। মীরণ, নামে পাটনার নবাব হইলেন। সমস্ত ক্ষমতা পূর্ব্বের ন্যায় রামনারায়ণের রহিল। পাটনায় ক্লাইব প্রায় ৩ মাস ছিলেন। নিন্দুকের মন যেরূপ পর নিন্দায় ধাবিত হয়, মক্ষিকা যেরূপ মলের দিকে গমন করে, সেইরূপ ক্লাইবের মন অর্থের দিকে প্রধাবিত হইত। ক্লাইব দেখিলেন সোরা হইতে নবাব সরকারে প্রচুর অর্থ প্রেরিত হইয়া থাকে। কোন রূপে ইহার ইজারা নবাবের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে পারিলে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন হইবে। ক্লাইবের ইচ্ছার সহিত কার্য্যও সম্পন্ন হইল। নবাব, কোম্পানীকে সোরার ইজারা দিতে বাধ্য হইলেন। ক্লাইবের এই অতি লোভের জন্য মীরকাসীমের জীবন সংগ্রাম এবং কতকগুলা ইংরেজের প্রাণ নাশের বীজবপন হইল। এই সময় হইতে সর্ব্বগ্রাসী ইংরেজের উপর মীরণ ও মীরকাসীমের হৃদয়ে বিজাতীয় বিদ্বেষের উদ্ভব হয়।

মীরজাফর "ক্লাইবের গর্দ্দভ" হইলেও ক্লাইবের ব্যবহারে ধীরে ধীরে তাঁহার অল্প অল্প ভ্রম ঘুচিবার উপক্রম হইল। ক্লাইব যে বলিয়াছিলেন, "আমরা ব্যবসা বাণিজ্য লইয়া থাকিব, রাজ-কার্য্যে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিব না"। মীরজাফর এখন বুঝিলেন ইহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বালককে যেমন চুসিকাটি, আকাশের চাঁদ দিয়া লোকে ভুলাইয়া থাকে, সেইরূপ মীরজাফরও বুঝিলেন এ নবাবী ও তাঁহার পক্ষে সেইরূপ। ক্লাইবের ক্রিড়া পুতুল হইয়া থাকাকে তিনি ঘৃণা করিতে আরম্ভ করিলেন। এই বিদেশী বন্ধন তিনি বিদেশী অস্ত্রে কাটিবার কামনা করিলেন। মীরণ প্রভৃতি নবাবের এই আকাঙ্ক্ষায় অনুকূল মন্ত্রণা প্রদান করিলেন।

এসিয়া খণ্ডে সে সময়ের ডচ শক্তি ইংরেজ অপেক্ষা বড় কোন অংশে ন্যূন ছিল না। বাঙ্গালায় ইংরেজ, হটাৎ বড় হইয়া অন্যান্য ইয়ুরোপীয়দের সহিত বড় ভাল ব্যবহার করিতেন না। ডচেরাও ইংরেজ হস্তে অবমানিত হইতেন। ইহাতে তাঁহারা ভিতরে ভিতরে ইংরেজদের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হন।

প্রথম। ইংরেজ সোরার একচেটে ব্যবসায় প্রবৃত্ত হওয়াতে ডচেদের যথেষ্ট মনোমালিন্যের কারণ হয়।

২য়। বিদেশ হইতে কোন জাহাজ উপস্থিত হইলে ইংরেজ তাহার মালপত্র অনুসন্ধান করিতেন।

৩য়। ইংরেজ আড়কাটির সাহায্য (pilots) ব্যতীত বাঙ্গ-লার ভিতর অন্য বৈদেশিক জাহাজ কেহ আনিতে পারিত না।

এই তিন কারণে ডচগণ ইংরেজদের উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়।

মীরজাফর নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর না করিয়া ডচেদের

সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গলা হইতে ইংরেজ তাড়াইবার কামনা করেন। ইহাই তাঁহার দারুণ ভ্রম, তিনি যদি নিজের শক্তির উৎকর্ষ সাধন করিতেন, তাহা হইলে তিনি চাই কি সময়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন।

এ সময় পাটনা প্রদেশে বড়ই গোলমাল উপস্থিত হয়। সাজাদা বিহার প্রদেশ আক্রমণ করেন। তাঁহার অর্থবল, বা লোক বল না থাকিলেও তাঁহার নামের গুণে দলে দলে লোক সকল তাঁহার সহিত মিলিত হইত। এ সংবাদ শুনিয়া মীরজাফর অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়েন, তিনি তাঁহার বিপদকালের বন্ধু ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলেন। ক্লাইব নিজেদের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য আবার সেনাসহ উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। এ সময় তাঁহার সহিত ৪৫০ জন গোরা ২৫ শত কালা সিপাহি গমন করিয়াছিল। কয়েক জন রুগ্ন এবং অকর্ম্মণ্য গোরার হাতে কলিকাতা রক্ষার ভার অর্পিত হইল।

সাজাদা যদি একটু দৃঢ়তার সহিত পাটনা আক্রমণ করিতেন বা একটু বুদ্ধিমত্তার সহিত রামনারায়ণ সহ রাজ ব্যবহার করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষ প্রবল হইয়া উঠিত। তাঁহাকে আর ভাসিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে হইত না। তিনি ক্লাইবের আগমন কথা শুনিয়া মোহিত হইয়া পড়েন। কাযেই তাঁহার আশাও পূর্ণ হইল না। মীরজাফর পুনরায় বিহার প্রদেশ হস্তগত করিয়া আনন্দিত হইলেন।

ক্লাইবেরও অদৃষ্ট পরিবর্ত্তন হইল। ১৪ই এপ্রেল, মীরজাফর বাঙ্গলার সুবেদারীর ফারমান প্রাপ্ত হন। ইহাঁর সহিত ক্লাইব ও ৫ হাজার অশ্বের মনসবদার নিযুক্ত হইলেন—জবৎ উলমুল্কনাসীর

উদ্দোলা সাবৎজঙ্গ বাহাদুর, এই অভিনব নামে তিনি এদেশীর কাছে পরিচিত হন। বুদ্ধিমান ক্লাইব এ ফাঁকা উপাধিতে কতদূর প্রীত হইয়াছিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু মীরজাফর ক্লাইবকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূভাগের জমীদারির স্বত্ব তাঁহাকে জাইগীররূপে প্রদান করেন। ক্লাইব কোম্পানীর জমীদার হইলেন। বলা বাহুল্য যে কোম্পানী ক্লাইবের এ স্বত্ব গ্রাহ্য করেন নাই।

ক্লাইব ২৪শে এপ্রেল পাটনা হইতে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করেন। এ সময় মীরণও মীরকাসীমের উপর তাঁহার সন্দেহ ঘনীভূত হয়। তাঁহাদের স্বতন্ত্র ভাবে কার্য্য, ইংরেজ অধীনতার প্রতি বিজাতীয় বিদ্বেষ, প্রভৃতি ক্লাইব উপলব্ধি করেন। ক্লাইব সমস্ত সৈন্য কলিকাতায় না আনিয়া অধিকাংশই মুর্শিদাবাদে পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। ক্লাইব মনে করিলেন, এইসকল সৈন্য সর্ব্বদা দেখিতে পাইলে তাহাদের প্রতি পূজ্যবুদ্ধি ও নিজের প্রতি হীন বুদ্ধি উৎপন্ন হইবে। তাহা হইলে ইংরেজ নামের বিভিষীকায় এদেশ অনায়াসে করতলগত রাখিতে সনর্থ হইবেন। সকল সময় আশা অনুরূপ ফল প্রসব করে না। বরং অনেক সময় যখন জেতার সহিত বিজিত নিজের বাহুবল, বুদ্ধিবল ও ধনবলের তুলনা করিয়া নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তথন আর জেতা, বিজিতের উপর আপনার বাহুবলের প্রাধান্য রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

ডচেরা বঙ্গদেশে ইংরেজদিগের ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ উদয়ে ব্যথিত হন। বলপূর্ব্বক ইংরেজদিগকে এদেশ হইতে অকস্মাৎ তাড়াইতে পারিলে, এদেশের কল্যাণ সাধিত হইবে, বিবেচনা

করিয়া ডচেরা বাটোভিয়া হইতে ৭।৮ শত ইয়ুরোপীয় সৈন্য এবং বহুসংখ্যক সেই দেশবাসী সৈন্য লইয়া ৫খানি জাহাজে নানাবিধ যুদ্ধের দ্রব্যসম্ভারসহ এদেশে উপস্থিত হয়। ক্লাইব ডচদের আগমনের কথা অবগত হইয়াই তাহাদের এদেশে সৈন্য আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠান। তাহারা হঠাৎ আসিয়াছি বলিয়া ক্লাইবকে প্রতারণা করিতে চেষ্টা পায়। ডচসৈন্য স্থলপথে চুঁচড়ায় গমন করে। ক্লাইব ইতিপূর্ব্বেই ফোর্ডকে চুচড়ায় সৈন্য আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। ফোর্ড ডচসৈন্যকে চুচড়ায় তাড়াইয়াছেন, ইত্যবসরে বাটোভিয়ার সৈন্যদল ফোর্ডের নিকটবর্ত্তী হয়। তিনি তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য কাউন্সীলের অনুমতি প্রার্থনা করেন। ফোর্ডের পত্র যখন ক্লাইবের কাছে উপস্থিত হয়, সে সময় শ্রীমান তাস খেলিতেছিলেন। খেলা না ভাঙ্গিয়া তিনি এক টুক্‌রা কাগজে লিখেন যে, "প্রিয় ফোর্ড এখন লড়াই কর কাল কাউন্সীলের হুকুম পাইবে।" দৈবক্রমে ফোর্ড ডচদিগকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যদি ঘটনাক্রমে ইংরেজ এক্ষেত্রে পরাজিত হইতেন, তাহা হইলে ক্লাইবের তাস খেলার সময় যুদ্ধের হুকুম দেওয়া যে বিশেষ গর্হণীয় হইয়াছে এ কথা বলিতে কেহই পশ্চাৎপদ হইত না। অদৃষ্ট ভাল তাই অনুকূল ঘটনা সকল তাঁহাকে বুদ্ধিমানের শিরোমণী বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছে। এই সকল সুশিক্ষিত ডচ ইংরেজ হস্তে সে সময় নিগৃহীত হইল, অথচ অন্য সময়ে কতকগুলি কৃষক ডচের কাছে সুশিক্ষিত ইংরেজসৈন্য কিরূপ ভাবে লাঞ্ছিত, পীড়িত ও পরাজিত হইয়াছে তাহা পাঠক অবগত আছেন। ডচদের সাহায্য জন্য মীরণ বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া মুর্শিদাবাদ হইতে আগমন করিতে

ছিলেন—রাস্তার কাছেই তিনি ইংরেজর জয়ের কথা শুনিয়া ব্যথিত হন। তিনি খনন্যোপায় হইয়া ক্লাইবকে লিখিলেন যে, আমি আপনার সাহায্যের জন্য গমন করিতেছি—আপনার জয়ে বড় সুখী হইলাম।”

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ক্লাইব প্রচুর অর্থের অধীশ্বর হইয়া ইংলণ্ডে গমন করিলেন। তিনি বাঙ্গলায় এত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন যে ইংলণ্ডে তাঁহা অপেক্ষা সে সময় কেহ ধনবান ছিলেন না। তিনি যখন ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া ভারতে উপস্থিত হন, সে সময় তাঁহার এক কপর্দ্দকও সম্বল ছিল না। অধিকন্তু তিনি ঋণগ্রস্ত ছিলেন। বিদ্বান বা গুণবান না হইলেও প্রচুর ধনের অধিশ্বর হওয়া যায় ক্লাইব তাহার অতি উত্তম দৃষ্টান্ত। সুখপ্রাপ্ত ধনের সহিত ক্লাইবের অনেকও গুণও উৎকটরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার পরিচ্ছদের পারিপাট্য এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে তাহাতে তিনি প্রকৃতিস্থ ছিলেন কি না সে বিষয় অনেক সময় সন্দেহ উপস্থিত হইয়া থাকে। ক্লাইবের সর্ব্বপ্রথম চরিত্র লেখক ক্যারিচলীর কথা যদি বিশ্বাস করা যায় তাহা হইলে ক্লাইব চরিত্র, লাম্পট্য আদি দোষে এরূপ ঘৃণিত হইয়াছিল যে তাহার আলোচনা ন্যক্কারজনক। নৃত্যাদি জ্ঞান না থাকিলে পাশ্চাত্যদেশে বড় মজলিসে খ্যাতি লাভ অসম্ভব। ক্লাইব অর্থশালী হইয়াছেন কাযেই তাঁহার বড়

লোকের সমাজে প্রবেশ-পথ অনর্গল হইয়াছে। নৃত্যাদি কলায় পাণ্ডিত্য না থাকিলে সে সমাজে প্রতিষ্ঠা হয় না বলিয়া তিনি নিজেকে অজর অমর বিবেচনা করিয়া নৃত্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। এসকল বিষয়ে ফরাসীরা বিশেষ পারদর্শী। ক্লাইব তাঁহার মনের ক্ষোভ মিটাইবার জন্য পারিসেও নৃত্য শিক্ষার জন্য গমন করেন। * এ বিষয়ে তিনি কতদূর কৃতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন তাহা আমরা অবগত নহি। ফরাসীরা ক্লাইবের নিকট হইতে নানা প্রকারে আমাদের বাঙ্গলার টাকা হস্তগত করিয়াছিল। ফরাসীরা মজা দেখিবার জন্য পলাশীবীর ক্লাইবকে ফুলাইয়া দিয়াছিল। শেষে ইহা এরূপ হইয়াছিল যে তাঁহাকে হাত তালির চোটে পারিস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতে হইয়াছিল। ক্লাইব, অর্থ প্রদান ব্যতীত অন্য কোনরূপে ফরাসীবাসীর মনস্তুষ্টি, সম্পাদন করিতে সমর্থ হন নাই। † ক্লাইব অর্থ দ্বারা অনেকের পেট পরিপূর্ণ করেন। তাঁহার অর্থ পুষ্ট ব্যক্তিগণ ক্লাইবের প্রশংসা ঘোষণায় দিক্ পরিপূর্ণ করিতে থাকেন। পিট, ক্লাইবকে "সর্গসম্ভব যোদ্ধা" বলিয়া প্রশংসাপত্র প্রদান করেন। এত করিয়াও ক্লাইব তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে সমর্থ হয় নাই। ক্লাইবের ইচ্ছা ছিল তিনি ইংলণ্ডের কুলীনদের ভিতর টাকার জোরে প্রবেশ লাভ করিবেন কিন্তু অদৃষ্টক্রমে তাহা হইল না। অগত্যা তিনি আইরিস কুলীনত্বের প্রার্থনা করেন। ইংলণ্ডেশ্বর

* He really learned dancing all the time he remained at Parise as he has done in England. Caraccioci.

† Lord Clive has nothing to qualify him to please the Freuch but his money. Ibid.

ক্লাইবের ব্যবসা পূর্ণ করিয়া পলাশীর ব্যারণ উপাধিতে ভূষিত করেন। *

ক্লাইব জাল করিয়া লর্ড হন, আর বাঙ্গালী মহারাজ নন্দকুমার তথাকথিত জাল করা অপরাধে ইংরেজ বিচারক কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ড লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে আমাদের দেশের অনেকে ইংরেজের উপর দুঃখ করিয়া থাকেন। এ কথায় আমরা এই মাত্র বলিব যে, ইংরেজ, তাঁহাদের আইন অনুসারে মহারাজ নন্দকুমারের মৃত্যুর পর যে তাঁহার পরিত্যক্ত যথাসর্ব্বস্ব বাজপ্ত করিয়া লন নাই ইহার জন্য তাঁহারা যথেষ্ট প্রশংসাভাজন হইয়াছেন।

ক্লাইব জাল করিয়া দরিদ্র ইংলণ্ডের মান সম্ভ্রম বৃদ্ধি করিয়াছেন। আর মহারাজ নন্দকুমার সেই ইংরেজ যাহাতে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত হয়—এদেশবাসীর প্রাধান্য যাহাতে আবার পুনঃ স্থাপিত হয়—কলঙ্কিত ইংরেজ চরিত্র যাহাতে সকলের চক্ষুগোচর হয় তাহার চেষ্টা করিয়াছিলেন। সুতরাং এহেন ব্যক্তিকে ইংরেজ মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ইংলণ্ডে উপস্থিত হইলে ক্লাইব মনে করিয়াছিলেন যে তাঁহার মনিবেরা অর্থাৎ কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা তাঁহার অভাবনীয় সম্বর্দ্ধনা করিবেন। কিন্তু ক্লাইবের সে আদর অভ্যর্থনা মনের

* He has at least the modesty to solicit Irish honours which his sovereign was most graciously pleased to bestow upon him in 1762, by the stile and title of Baron Pleassy in memory of that famous battle, which grained him reputation applause wealth censure and disgrace. Carraccioli.

মতন হইল না। বিশেষতঃ সলিভান প্রমুখ ব্যক্তিগণ ক্লাইবের কার্য্যপ্রণালীর দোষগুণের একটু তীব্রভাবে আলোচনা করেন। ইহাতে ক্লাইব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হন। যাহাদিগকে তিনি অর্থ বলে অনেকবার ক্রয় বিক্রয় করিতে পারেন সেই সকল ধৃষ্ট ব্যক্তি তাঁহার পক্ষ অবলম্বন না করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধবাদী হয়, ক্লাইবের পক্ষে ইহা অসহনীয় হইল। তিনি মনে করিয়াছিলেন, অর্থের দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইবেন, কিন্তু এ জগৎ বড়ই খারাপ জায়গা অনেক সময় দরিদ্রেরাও ধনবানের অর্থকে তৃণসম জ্ঞান করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধে মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিতে সঙ্কুচিত হয় না।

কোম্পানীর সভায় সমস্ত "ভোটের" উপর নির্ভর করে। অংশিদাররাই ভোটের অধিকারী। ক্লাইব ঠাওরাইলেন এই সকল অংশ ক্রয় করিতে পারিলে তিনি ভোটের একচেটে ব্যবসা করিতে সমর্থ হইবেন। তাহা হইলে ক্লাইবের হাঁ কে না, বা না কে হাঁ করিতে কেহ সমর্থ হইবেন না।—ক্লাইব ১০ লক্ষ টাকার উপর অংশ ক্রয় করেন। ক্লাইব আমাদের দেশ হইতে যে অর্থ লইয়া যান তাহার এইরূপে সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন।

ক্লাইবের বাঙ্গলাদেশ হইতে গমন করার পর, বাঙ্গালার ইংরেজেরা অতি শীঘ্র প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করিবার জন্য, ক্লাইব প্রদর্শিত রাস্তা অবলম্বন করেন। অর্থাৎ রাজ্য মধ্যে বিপ্লব আনিতে না পারিলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর পয়সা হস্তগত হয় না। মীরজাফরের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ অসম্ভব, তাই ভানসিটার্ট প্রমুখ, ইংরেজ, মীরকাশীমের নিকট হইতে অর্থ লইয়া তাঁহাকে বঙ্গের মসনদ বিক্রয় করেন। যীশুখৃষ্টের নাম লইয়া

ইংরেজ মীরজাফরের সহিত যে সন্ধি হইয়াছিল, তাহার স্থায়ী-কাল ৩ বৎসর ৪ মাস মাত্র।

মীরকাসীম অর্থলুব্ধ ইংরেজের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন অর্থ বলে তিনি নবাব হইয়াছেন—আবার যে কেহ তাহার অপেক্ষা বেশী টাকা ইংরেজকে প্রদান করিবে সেই ব্যক্তি সেই মুহুর্ত্তে বঙ্গের নবাবী পদ লাভ করিতে সমর্থ হইবে। তাই মীরকাসীম অর্থের দ্বারা সিংহাসন রক্ষার চেষ্টা না করিয়া অসি বলে তাহা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরেজের ব্যবহারে তিনি এরূপ উত্তে-জিত হইয়াছিলেন যে একদিবসে বাঙ্গলার সমস্ত ইংরেজকে ধ্বংস করিয়া নিষ্কণ্টক হইবার চেষ্টা করেন। ইহাতে অনেক ইংরেজ মরিল—যুদ্ধেও মীরকাসীম অসাধারণ রণ নিপুণতা দেখাইয়া-ছিল—অবশেষে তাহার পরাভব হইল। আবার মীরজাফর বঙ্গে নবাব হইলেন। এবারও তাহাকে অর্থব্যয় করিতে বড় কম নাই।

ধনলোলুপ ইংরেজ ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া মীর কাসীম ইংরাজ হত্যা করিয়াছেন, একথা ইংলণ্ডে পৌঁছিলে তথায় ঘোরতর উদ্বেগ তরঙ্গ উপস্থিত হয়। ডিরেক্টাররা ক্লাইবকে স্মরণ করিলেন। ক্লাইব তাহাদের উদ্বেগের কারণ দূর করিতে প্রতি-শ্রুত হইয়া ইংলণ্ড হইতে বহির্গত হইলেন।

ক্লাইব ভারতের মাটিতে আবার পদার্পণ করিলেন। আগে শুধু ক্লাইব ছিলেন এখন লাট ক্লাইব হইয়া আসিলেন। তাহার আচার ব্যবহার সুবিচার অবিচার প্রভৃতি তাহার ইচ্ছা অনুরূপ হইতে লাগিল। তাহার লাম্পট্য প্রভৃতিও যথেষ্ট বাড়িয়া

গিয়াছিল। যে ক্লাইবের মনের মত হইতে পারিল, সেই তাহার অনুগ্রহভাজন হইল। যে সকল গোরা সৈন্য ভাতার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিল ক্লাইব তাহাদিগকে ইচ্ছা অনুসারে দণ্ডিত করিলেন। ক্লাইবের কপাল ভাল তিনি কলিকাতায় উপস্থিত হইলে নবাবও মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আগমন করেন। কলিকাতায় ধূমধামের সীমা রহিল না। নবাব এই সময়ের অল্পকাল পরেই মানবলীলা সম্বরণ করেম। মরিবার পূর্ব্বে তিনি ক্লাইবকে পাঁচ লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কৃতজ্ঞতা ভারাবনত ক্লাইব এই নবাবদের ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। তিনি বুঝিলেন নবাবের হাতে সৈন্য থাকিলে তাহারা যে কোন সময়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইবে—আর অর্থ যদি থাকে, যে কোন সময়ে মহারাট্টা বা অপর কোন শক্তিকে দেশ আক্রমণের জন্য আহ্বান করিতে পারেন। সেই জন্য ক্লাইব নবাবের হস্তে সৈন্য বল বা অর্থ বল কিছুই রহিতেদিলেন না। তাহাদিগকে ঢোঁড়া সাপের মতন রাখিয়া দিলেন। দেশের অবস্থা ও তথৈবচ হইল। বণিক ইংরেজের অত্যাচারে দেশবাসীর ব্যবসা বাণিজ্য সমস্তই চলিয়া গেল। চতুর্দ্দিকে হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল, এ দেশকে আর সে দেশ বলিয়া বোধ হইল না যেন ঘোরতর অভিসম্পাত গ্রস্ত হইয়া দারুণ মরুভূমিতে পরিণত হইল। দুর্দ্দশার আর সীমা রহিল না। একজন সহৃদয় সেকালের লেখক লিখিয়া ছেন "ক্লাইব এ দেশের যেরূপ অনিষ্ট করিয়াছেন যদি দশজন ভাল শাসন কর্ত্তা তাহার প্রতিকার কল্পে মনোনিবেশ করেন, তাহা হইলে কোনরূপে তাঁহারা ক্লাইব কৃত অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন।" সে কালে আমা-

দিগকে ইংরেজ অত্যাচারে কিরূপ ক্লিষ্ট হইতে হইয়াছিল তাহা বর্ণনার অতীত বিষয়। এতজন ডচ লেখক বলেন, সে কালে আমাদের সেশবাসী দুইখানা ঘুটিয়া দিয়া ইংরেজের হস্ত হইতেও নিষ্কৃতি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন না। *

আমরা আগে যেরূপ পরম সমৃদ্ধিশালী ছিলাম এক্ষণে সেই রূপ ঘোরতর দরিদ্র হইয়াছি। দরিদ্র ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অযোগ্য, একথা সত্য হইলে—এই জীবনসংগ্রামে যোগ্য ব্যক্তি জয়যুক্ত হইবেন, আর আমরা ধীরে ধীরে মৃত্যুকে প্রাপ্ত হইব, এ বিষয় সন্দেহ নাই। দুর্ভিক্ষ, প্লেগ প্রভৃতি আমাদিগকে গ্রাস করিবার জন্য বিকট মুখ ব্যাদন করিয়া তাণ্ডবনৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে। আমরা তাহাকে দেখিয়াই মূর্চ্ছিত এবং পরে মথিত ও গ্রসিত হইতেছি। এই নিদারুণ সঙ্কটে আমাদের বাঁচিবার কি কোন উপায় নাই? এরূপ অবস্থায় দেশবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য ত্রিকালদর্শী ঋষিগণ কর্তৃক একমাত্র উপায় কথিত হইয়াছে, তাহা আর কিছু নহে কেবল উগ্র তপস্য—এই তপস্যা হইতে আমরা বিমুখ হইয়াছি বলিয়াই আমাদের এত রোগ এত দুঃখ। আমরা তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলেই এ রোগ শোক দুঃখ, দারিদ্র

* These poor people, (বাঙ্গালী) who contribute so much to the prosperity of the country, (ইংলণ্ড) instead of being favoured and encouraged by the English. are, on the contrary, continually exposed to the rapacious extortions of their taskmakers, and are oppressed in every way, partly by open violence, and partly by monopolies, wich the English have made of all articles necessary to life; the dried cowdung even not excepted," which these poor people use for fuel. P. 491. Vol 1 Stavorinus Voyage to the East Indies.

প্রভৃতি আপনিই দূর হইয়া যাইবে। দেশের এইরূপ অবস্থা অনুশীলন করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিদুর বলিয়াছেন দেশ রক্ষার জন্য যে ধনবান দান করেনা, অথবা যে দরিদ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় না তাহাদের উভয়ের গলায় প্রকাণ্ড পাতর বাঁধিয়া নদীতে নিক্ষেপ করিবে। * সেই জন্য কি শ্রীভগবান আমাদিগকে ঘোরতর বিপদ সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছেন? নিদারুণ বিকারগ্রস্ত ধনবান গুলাকে কিছুবলা সম্পূর্ণ নিরর্থক। স্বদেশবাসী জন সাধারণকে রক্ষার জন্য উৎকট তপস্যায় প্রবৃত্ত না হইলে অকালমৃত্যু নিশ্চয়ই আমাদিগকে গ্রাস করিবে, সে বিষয় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

ক্লাইব এইরূপে লীলা সম্পন্ন করিয়া স্বদেশে গমন করেন। এবারেও তিনি বড় কম টাকা লইয়া যান নাই। টাকার সহিত তিনি ভারতবর্ষ হইতে আর একটি দুর্লভ জিনিস লইয়া যান। তাহা অহিফেন—কেহ বলেন তিনি ইহার পাকা ব্যবহার করিতেন্। পাকাই করুন আর কাঁচাই করুন তিনি প্রত্যহ প্রচুর পরিমাণে অহিফেন সেবন করিতেন।

এদেশে কিছুদিন কার্য্য করিয়া সে কালের ইংরাজ, প্রচুর অর্থ হস্তগত করিয়া স্বদেশে উপস্থিত হইলে তাঁহার দেশবাসীরা তাঁহাদের ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে "নবাব" নামে সম্বোধন করিতেন। ক্লাইব এই সকল নবাবদের শীর্ষ স্থানীয়—ধনে মানে সকল অপেক্ষা বড়, তাই তিনি স্বদেশবাসীকে নানারূপ ভোজ্যে আপ্যায়িত করিলেও তাহারা তাঁহাকে দৈত্য দানব শ্রেণীর মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করিত

* দ্বাবিমাবপ্সু নিক্ষেপ্যৌ কণ্ঠে বদ্ধা মহাশিলাম্।
ধনবন্তমদাতারং দরিদ্রঞ্চাতপস্বিনম্। প্রজাগর পর্ব্বে বিদুর বাক্য।

না। যাহারা ক্লাইব অর্থে প্রতিপালিত হইত তাহারাও মূর্ত্তিমান পাপের অবতার ক্লাইবকে দূর হইতে উকি মারিয়া দেখিয়া বিভীষিকাগ্রস্ত হইত।

ক্লাইব সমাজে এইরূপ ভাবে কাটাইয়াও নিষ্কৃতি লাভ করেন নাই। তিনি বাঙ্গলাদেশে যে সকল অত্যাচার অবিচার করিয়াছিলেন, পার্লামেণ্টে তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল। কোনরূপে তাহা হইতে নিস্কৃতি লাভ করিলেও তাঁহাকে বড় কম দুর্দ্দশা ভোগ করিতে হয় নাই।

পদগৌরব, টাকা কড়ি প্রভৃতি কিছুই ক্লাইবকে সুখ প্রদান করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি খুরের দ্বারা স্বহস্তে গলা কাটিয়া আত্মহত্যা করেন। এইরূপে ভারতবর্ষে ইংরেজ প্রাধান্য সংস্থাপয়িতা ক্লাইব জীবনলীলা সম্বরণ করেন। এতদিনের পর রৌরব গত ক্লাইবকে গৌরবস্তম্ভে সংস্থাপিত করিবার জন্য ইংরেজ উদ্যোগ করিতেছেন। ক্লাইব চরিত্রে ইংরেজ চরিত্রের বেশ ক্রমবিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্লাইবের মৃত্যুর পরে তাঁহার যে চরিত্র প্রকাশিত হয়, তাহাতে তাঁহার স্বরূপ যথার্থরূপে চিত্রিত হইয়াছে। তারপর ধীরে ধীরে কলঙ্কের গাঢ় রং পরবর্ত্তী চিত্রকরেরা একটু ফিকা করিয়া দিয়াছেন। তখনও তাঁহার কলঙ্কের দাগ সকল একেবারে উঠাইয়া দিতে তাঁহারা সাহসী হন নাই। তাহার পর এরূপ যুগ আসিল ক্লাইব যাহা কিছু করিয়াছেন তাহাতেই তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, দুরদর্শিতা প্রভৃতি আরোপিত হইতে লাগিল। ইংরেজ এখন খালি ফাঁকা কথায় ক্লাইবের স্তব করিয়া তৃপ্ত হইল না তাই তাঁহারা ক্লাইবের মুরদ খাড়া করিতে যত্নশীল হইয়াছেন।

পরিশিষ্ট।

—:০:—

পলাশী, মুর্শিদাবাদ ও নবাব সিরাজদ্দৌলার সভার কথা * ।

ফরাসী হইতে অনূদিত।

আমি পলাশীতে গঙ্গাপার হই। ইহা কাশীম্বাজার হইতে ১২ ক্রোশ দূরে। গ্রাম খানির গৃহ গুলি বহুদূর শ্রেণীবদ্ধ। এখানে বাঙ্গলার নবাবের ৩।৪ শত হস্তী অবস্থান করে। হাতীর পাশে ইহারই মতন উঁচু দুই থাক খড়ের গাদা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের খাবার জন্য মাসিক উর্দ্ধে ৫০ ডলার দানা, ভুষি, খড়ে ব্যয় হইয়া থাকে।

পলাশী পরিত্যাগ করিয়া আমি মধ্যাহ্নে পুকুরের ধারে একটা বটগাছের তলায় বিশ্রাম করি। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই এই-রূপ বৃক্ষের তলায় পথিকগণ নিদাঘের প্রখর রৌদ্রের সময় বিশ্রাম করিয়া থাকে। পথিকেরা ইহার তলায় খাদ্য প্রস্তুত

---

* মুসে এনকুইতিল-দে-পেরন (Anqucetil du Perron) একজন অসাধারণ ফরাসী। ইনি স্বদেশের গৌরব এবং জ্ঞানরাজ্যের সীমা বৃদ্ধির জন্য—পারসীদের ধর্ম্মপুস্তক জেন্দাবেস্তা অনুসন্ধান করিতে ভারতে আগমন করেন। তিনি পারস্যভাষা উত্তমরূপে শিখিয়াছিলেন। চন্দননগরে যে সময় ইংরেজ ও ফরাসীর সহিত যুদ্ধ ঘোষিত হয়। তিনি স্বীয় ফারসী জ্ঞানের সাহায্যে স্বদেশের কিছু সাহায্য করিতে পারিবেন মনে করিয়া ৯ইমার্চ্চ দিবা ১০টার সময় চন্দননগর হইতে মুর্শিদাবাদ অভিমুখে গমন করেন। তাহাঁর গ্রন্থের ভুমিকার এই সকল কথা লিখিত হইয়াছে।

করিয়া সমীপস্থ পুষ্করণীর জল পান করিয়া থাকে। বটবৃক্ষের তলে দোকানীরা চিঁড়া, মুড়ি প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া থাকে। নানা স্থানের লোক ও ঘোড়া এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। যে গাছের তলায় আমি অবস্থান করিয়া ছিলাম সে গাছের ছায়াতে ছয় শতেরও বেশী লোক থাকিতে পারে। আমি কাশীম্বাজারে রাত্র ৮টার সময় উপস্থিত হই। ইহা চন্দননগর হইতে প্রায় ৪২ ক্রোশ দূর হইবে।

বাঙ্গলার এ অঞ্চলের ফরাসী কুঠীকে কাশীম্বাজারের কুঠী বলা ভ্রমাত্মক। ইহা সয়দাবাদে। ইংরেজদের কাশীম্বারে এবং ডচদের কালকাপুরে কুঠী আছে। বাঙ্গলার রাজধানী মুর্শীদাবাদ হইতে এই কুঠী তিনটি প্রায় তিন মাইল ব্যবধানে। এ সহর প্রাচীর পরিবেষ্টিত নহে। ঠিক বলিতে গেলে ইহা কতক গুলি গ্রামের সমষ্ঠি মাত্র। গঙ্গার দুই তটে দুইটি রাজভবন আছে। (১) নবাবের প্রাচীন প্রাসাদ মোতিঝিল গঙ্গার এপারে, অপর পারে গঙ্গার বাম ভাগে হীরা ঝিল নূতন প্রাসাদ। শেষোক্ত প্রাসাদে নবাবের দরবার হইয়া থাকে।

কাশীম্বাজারে আমার ঈপ্সিত কার্য্য না থাকায় আমি চন্দননগরে প্রত্যাগমণের জন্য প্রস্তুত হইলাম। কিন্তু মুসে লর অনুরোধে আমাকে তথায় অবস্থান করিতে হইল। কয়েক দিন পরে আমি তাঁহার সহিত নবাব দরবারে গমন করি। দরবার

(১) Alpha betum Thibetanum নামক গ্রন্থে Father Augustin antoinine George (Rome 1763. P. 427) মুর্শিদাবাদের জল সংখ্যা ১৫ লক্ষ বলিয়াছেন। আমার বিবেচনায় উক্ত সংখ্যা ৪ লক্ষ হইতে পারে। মুর্শিদাবাদ এসিয়ার মধ্যে একটি প্রধান সহর।

হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আমি নিম্নে লিখিত বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলাম।

নবাব আমার জন্য অপেক্ষা করিতে ছিলেন। তাহারা তাঁহাকে বলিয়া ছিল যে একজন ফারসী জানা ফরাসী আসিয়াছে। দরবারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আমাকে তিনটা বিস্তৃত আঙ্গিনা অতিক্রমণ করিতে হইয়াছিল। এই সকল আঙ্গিনাতে বহুসংখ্যক সৈনিক পুরুষ এবং ভৃত্যবর্গ অবস্থান করিতে ছিল। তারপর আমি অতি সুন্দর ফুলের বাগানে প্রবেশ করিলাম। ইহার দুইধারে বৃক্ষশ্রেণী এবং জল যাইবার পয়ঃ প্রণালী। এই বাগানের এক ধারে প্রকাণ্ড দালান ইহার নিচে আমি জুতা খুলিলাম। আমি ভূমি স্পর্শ করিয়া কপালে হাত দিয়া অভিবাদন করিলাম। এই দালানে দরবার হইয়া থাকে। এই দরবার গৃহের সম্মুখে খোলা এবং ফুলের বাগনের অপর পার্শ্বে গঙ্গা প্রবাহিতা হইতেছেন। আমার অনুমান এই দরবার গৃহের আয়তন ২৫।৩০ বর্গ ফিট হইবে। বহুসংখ্যক স্তম্ভ দ্বারা ইহা সুরক্ষিত হইয়াছে। এই সকল স্তম্ভ গুলদার মসলিনের দ্বারা আচ্ছাদিত, তাহা সুবর্ণ ও রজতবস্ত্রে এবং ঝালরে শোভিত। দেলের গায়ে সাদা চক্‌চকে "সিমেন্টে"র কায, তাহাতে বহুসংখ্যক ছোট ছোট কুলুঙ্গী সুন্দর ভাবে শ্রেণীবদ্ধ—ইহার পশ্চাতে মসলিনযুক্ত গালিচার পরদা।

আমি দেখিলাম নবাব, দরবারের মধ্যস্থলে সোণার কাজ করা তাকিয়ার উপর কনুই ভর দিয়া রহিয়াছেন। তাঁহার মাথায় একটা ছোট টুপি (skull cap) ছিল। তাঁহার মসলিনের জামায় ফুল কাটা এবং পাজামায় জরীর কায করা ছিল। রৌপ্যনির্ম্মিত হস্তযুক্ত হস্তীদন্তের ছড়ি তিনি ধারণ

করিয়াছিলেন, সেই ছড়ি দ্বারা তিনি বারংবার গা চুলকাইতে ছিলেন। নবাবকে সাধারণ গঠন বিশিষ্ট বলিয়া আমার বোধ হইল। তাঁহার মুখশ্রী শ্যাম (dark) বর্ণের, চক্ষুদ্বয় উজ্জ্বল আর অন্তর খুব খোলা। নবাব আলিবর্দ্দীর রাজত্ব কালে ইংরেজরা ইঁহাকে একবার অপমান করিয়া ছিল বলিয়া ইনি তাহাদিগকে দেখিতে পারেন না। নবাবের বামদিকে তাঁহার ভাইয়েরা পার উপর পা দিয়া বসিয়াছিলেন। মুসে ল নবাবের দক্ষিণ ভাগে উপবেশন করিয়াছিলেন। আমি লর পশ্চাতে বসিয়া ছিলাম। আমার পার্শ্বে মোগল ওমরা মীরমদন (মীরমদন ৫ ফিট ৮ ইঞ্চি লম্বে ছিলেন – তাঁহার মুখশ্রী খুব সুন্দর ছিল, গালে তলবারের ক্ষতচিহ্ন থাকায় তাঁহার বদন মণ্ডলে সমরকান্তি ফুটিয়া বাহির হইয়াছিল) রাজা দুর্লভরাম এবং আরো ৫।৬ জন রাজা ছিলেন। ইঁহাদের প্রত্যেকেই ৩০ হাজার সৈন্য পরিচালনা করিতে সমর্থ ছিলেন। আমাদের দোভাষী আমাদের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া ছিল। দরবারের সম্মুখ ভাগ ফাঁক রাখিয়া প্রাসাদরক্ষক সিপাহিদের কর্ম্মচারী এবং অন্যান্য জনমণ্ডলী চন্দ্রাকারে অবস্থান করিতে ছিল।

শিষ্টাচার প্রদর্শন এবং নবাবের প্রশ্নে আমার নবাব দর্শন সাঙ্গ হইয়াছিল। এদেশে আমার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা অপেক্ষা তিনি আমাদের জামা, পালক ইত্যাদি বিষয়ক প্রশ্নে আগ্রহ দেখাইয়া ছিলেন। এসিয়া খণ্ডের রাজা রাজড়ারা সাধারণতঃ সভামধ্যে বিদেশীদিগকে এইরূপ সামান্য সামান্য প্রশ্ন করিয়া থাকেন। এই অকাজের কথায় বৈদেশিক দূতের স্বভাব "চরিত্র" এবং তাহার প্রেরকের মতলব বুঝিবার পক্ষে তাঁহারা

অবকাশ প্রাপ্ত হইয়া দূত বিষয়ক কার্য্যাকার্য্য বিচার করিয়া থাকেন।

নবাবের কাছে অবস্থান কালে প্রহরীদের প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীরা নবাবকে অভিবাদন করিতে আগমন করে। প্রাতঃকালে ও স্বায়ংকালে দুইবেলাই তাহারা নবাবকে এইরূপে অভিবাদন করিয়া থাকে। প্রহরীদের প্রধান কর্ম্মচারী, সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া দালানের নীচে থেকে "উমর দিরাজ দৌলত জিয়াদা বসদ" অর্থাৎ দীর্ঘজীবি ও প্রবল পরাক্রান্ত হউন বলিয়া অভিবাদন করিয়া সসৈন্য প্রত্যাগমন করে, এইরূপ সেইস্থানে অপরে আসিয়া এইরূপ অভিবাদন করিয়া চলিয়া যায়।

নবাবের প্রাসাদ হইতে খানিকটা যাইতে না যাইতেই বাজনা বন্দুক প্রভৃতির মিশ্রিত ভয়ানক শব্দ শুনিতে পাইলাম। নবাব টাঁকশালায় যাইতেছিলেন বলিয়া এইরূপ শব্দ হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গে প্রায় ৪ হাজার লোক ছিল, তিনি পালকী করিয়া যাইতে ছিলেন। সঙ্গে অনেক গুলি হাতী ও ৪ শতেরও বেশী মোশালচি ছিল, তাহারা ৭ ডালের মসাল জ্বালাইয়া রাস্তা আলোকিত করিয়া যাইতে ছিল। আমরা এদেশের প্রথানুসারে (অশ্ব হইতে) ভূমিতে অবতরণ করিলাম।

সম্পূর্ণ।
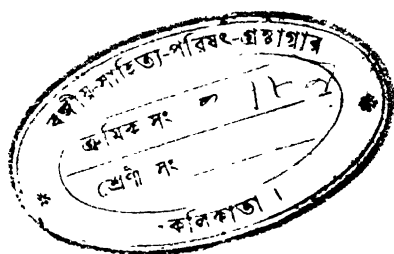
সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী প্রণীত

ছত্রপতি—শিবাজী।

মূল্য ১৷৷০ টাকা।

নূতন সংস্করণে অনেক নূতন কথা আছে। কেমন করিয়া শিবাজী জলপথে ও স্থলপথে শক্তিশালী হন, কেমন করিয়া স্বাধীনতা স্থাপন করেন, পড়িলে জ্ঞাত হইবেন। এ গ্রন্থ সম্বন্ধে বেশী বলা বাহুল্য।

শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণ করিয়া শিবাজীর একখানি অতি উৎকৃষ্ট জীবনী লিখিয়াছেন। ইন্দুপ্রকাশ। (বম্বে)

শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী শিবাজীর লীলাভূমি মহারাষ্ট্র ও কোকন প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া শিরাজীর একখানি চরিত্র রচনা করিয়াছেন পুস্তকখানি যতদূর প্রমাণিক হইতে হয় তাহা হইয়াছে।—বড়োদা বৎসল (বরোদা) মারহাট্টা

শিবাজীর জীবন-চরিত হিন্দুর পাঠ করা উচিত। এ গ্রন্থের আদর, প্রচার হইলে আমরা সুখী হইব।—বঙ্গবাসী।

এই পুস্তক পাঠে আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি। এইরূপ পুস্তকের প্রচারে বঙ্গভাষায় পুষ্টিসাধন হয় একথা বলাই বাহুল্য।—হিতবাদী।

এই গ্রন্থ প্রাণমুগ্ধকর, বীরত্ব কহিনীতে পরিপূর্ণ—আমরা সকলকে ইহা পাট করিতে অনুরোধ করি।—সঞ্জীবনী।

শিবাজী লিখিয়া গ্রন্থকার ভারতবাসীর কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন। ইহা পড়িলে শরীর রোমাঞ্চ ও মুখ লাল হইয়া উঠে।—অমৃতব পাজারত্রকা।

প্রত্যেকের পাঠ করা উচিত। পুত্র কন্যার হস্তে প্রত্যেক পিতার এরূপ একখানি পুস্তক ক্রয় করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। শিবাজীর চরিত্র সকলের ধ্যান ও ধারণার বিষয় হউক তাহা হইলে দেশের কনেক উপকার হইবে।—আনন্দ বার্জার।

প্রামাণিক ও বিস্তৃত জীবনী, বইখানি বেশ হইয়াছে।—
কলিকাতা গেজেট।

দ্বিতীয় সংস্করণ একখানি নূতন গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হয় না—দশখানি হাফটোন চিত্র আছে। চিত্রগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর। শিবাজী বাঙ্গালা ভাষার অমূ্য রত্ন। সেই দেবতুল্য মহাপুরুগের জীবনী এখন বাঙ্গালার ঘরে ঘরে বিরাজমান দেখিতে ইচ্ছা করে—সেই স্বদেশগত প্রাণ ভারত-বর্ষের আদর্শ রাজার চরিত্র আজি এই স্বদেশী আন্দোলনের দিনে বাঙ্গালীর ধ্যান, জ্ঞান, তপ, জপ, সকল। অনুষ্ঠানের স্থান অধিকার করে ইহাই আমাদের ইচ্ছা।—সন্ধ্যা।

Life of Sivaji (in Bengli) by Satya Charan Sastri Calcutta, 1907.

The book under review has been compiled from original sources and shews not only great erudition but much labour and original research on the part of its author. The Pandit is well up in his subjects and adequate picture of Sivaji, both as a man and a warrior, The style is scholarly and the language terse, elegant and forcible. The illustratitions have been taken from an old Dutch publication and other rare works.—Englishman.

মহারাজ প্রতাপাদিত্য।

তৃতীয় সংস্করণ। (যন্ত্রস্থ)

মহারাজ নন্দকুমার।

নূতন সংস্করণ। (যন্ত্রস্থ)

শ্রীগুরুদাস চট্টোপাধ্যায়।
২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

জালিয়াৎ ক্লাইব সম্বন্ধে অভিমত।

সন্ধ্যা।—শাস্ত্রী মহাশয় ছত্রপতি শিবাজী চরিত, মহারাজ নন্দকুমার, মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া যে যশোমাল্যের অধিকারী হইয়াছেন—আর একটী সুন্দর সুরভি কুসুম সেই মাল্যে গ্রথিত হইয়া তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন।

জালিয়াৎ ক্লাইব একখানি মৌলিক গ্রন্থ। বিবিধ ইয়ুরোপীয় গ্রন্থকার ও ক্লাইবের সমসাময়িক ফিরিঙ্গিদের লিখিত পত্রাদি হইতে শাস্ত্রী মহাশয় জালিয়াৎ ক্লাইবের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ক্লাইবের জীবনের যে অংশটুকু বাঙ্গালার ইতিহাস পাঠে জানিতে পারা যায় তাহাতে ক্লাইব চরিত অতি অপরিস্ফুট। শাস্ত্রী মহাশয়

বহু পরিশ্রমে ক্লাইব চরিত পরিস্ফুট করিয়া তুলিয়াছেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের জালিয়াৎ ক্লাইব একখানি অমূল্য ইতিহাস। জালিয়াৎ ক্লাইবে এমন অনেক কথা আছে যাহা বাঙ্গালী সাধারণের জানা নাই অথচ বাঙ্গালী মাত্রেরই জানা উচিত।

বসুমতী।—শাস্ত্রী মহাশয়ও লর্ড ক্লাইবকে বঙ্গবাসীর নিকট চিরস্মরণীয় করিবার জন্য বহু পরিশ্রমে বিভিন্ন ভাষায় লিখিত অনেক ইতিহাস ঘাঁটিয়া ক্লাইবের অলৌকিক কীর্ত্তি-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভারতের ইংরাজ প্রতিষ্ঠার ভিত্তি কি, কোন্ মায়াবলে ভারতলক্ষ্মী ইংরাজের হস্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন—তাহার স্বরূপ তত্ত্ব পাঠক এই পুস্তকের ছত্রে ছত্রে দেখিতে পাইবেন। ইংরাজ যখন তখন আস্ফালন করিয়া বলে, তাহারা অস্ত্রবলে ভারত জয় করিয়াছে। সুনিপুণ লেখক 'জালিয়াৎ ক্লাইবে'র হস্তের সেই সুশাণিত অস্ত্রখানি দেশের লোকের সম্মুখে ধরিয়াছেন; পূজার বাজারে ইহা দেখিবার জিনিস বটে! শাস্ত্রী মহাশয়ের হাতে পড়িয়া 'জালিয়াৎ ক্লাইব' অত্যন্ত সস্তায় বিকাইতেছেন। মূল্য বার আনা মাত্র।"

যুগান্তর।—"জালিয়াৎ ক্লাইব" বাঙ্গালার ইতিহাস সমুদ্রের একখানি অমূল্য রত্ন। এ স্বার্থের যুগেও যদি এ অমূল্য ইতিহাস হইতে আপনার পন্থা আবিষ্কার করিতে না পারে তাহা হইলে বুঝিব ভারতবাসীর মস্তিষ্কে ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নাই।